বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভূমিকা

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম

প্রোফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

সুলতানা জেসমিন আরাবী

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ

বগুড়া।

RB
B
332.1095492
ARB

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

448915

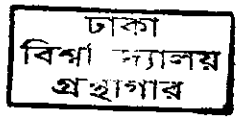

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভূমিকা

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম
প্রোফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

448715

গবেষক
সুলতানা জেসমিন আরাবী
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ
বগুড়া।

গা
বিশ্ব...লয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম, প্রোফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

সুলতানা জেসমিন আরাবী
এম.ফিল. গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ
বগুড়া।

৫৫৪৭১৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মিসেস সুলতানা জেসমিন আরাবী আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছেন। আমি পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য গবেষককে অনুমতি প্রদান করা হল।

২৫-১০-২০০৭ ইং

ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম
প্রোফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

৭৫৪৭১৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবাণীতে "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ভূমিকা" শীর্ষক এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করে উপস্থাপন করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক প্রোফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে সার্বক্ষণিকভাবে গবেষণার বিষয়ে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার এই গবেষণা কর্মটি মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে পাণ্ডুলিপি তৈরী করা পর্যন্ত সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণা এবং অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এবং সহযোগী প্রফেসর এম. আতাউর রহমান বিশ্বাস কে যাদের মূল্যবান পরামর্শ এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আমার গবেষণাকর্মটি রচনা করতে সক্ষম হয়েছি। আমি তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। তাঁদেরকে যথাস্থানে উদ্ধৃত করেছি। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম ডাঃ গোলাম মোহাম্মদকে যাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠেছি ও উচ্চ শিক্ষার আনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমি মহান আল্লাহতায়ালার নিকট তাঁর আত্মার শান্তি এবং মাগফিরাতের জন্য দুআ করছি। আমার স্নেহময়ী মা বেগম জাহানারা বেগম গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করার জন্য আমাকে সর্বদা উৎসাহ যুগিয়েছেন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার সকল আত্মীয়স্বজনও আমাকে এই গবেষণার কাজে প্রেরণা দিয়েছেন ডিগ্রী অর্জনের জন্য। আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, সহকারী প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. মোঃ হারুন ও ড. মোঃ হাসান কবির, উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমী, এম. সারোয়ার জাহান, সহকারী প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ, মোঃ হাদিউল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ। তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।

আমার গবেষণাকর্মে এবং অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার স্বামী ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমি সাহসী হয়েছি, সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হয়েছি, উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমার একমাত্র কন্যা শারিকা সাবাহ গবেষণা চলাকালীন অনেক সময় তার প্রাপ্য স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। আমি তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সুধিজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

(সুলতানা জেসমিন আরাবী)

তারিখ: ঢাকা,

২৫ ই অক্টোবর, ২০০৯ ঈসায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচিতি

BBS	: Bangladesh Bureau of Statistics
BIBA	: Bangladesh Islamic Bankers Association
CII	: Council of Islamic Ideology
GDP	: Gross Domestic Product
IBBL	: Islamic Bank Bangladesh Limited
IDB	: Islamic Development Bank
IERB	:Islamic Economic Research Bureau
IMF	: International Monetary Fund
OIC	: Organization of Islamic Countries
RDS	: Rural Development Scheme
UNDP	: United Nations Development Programme
WB	: World Bank
WTO	: World Trade Organization

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ভূমিকা

ভূমিকা

বাংলাদেশে আজ এ মূহুর্তে ভূমিষ্ট হলো যে শিশুটি তার মাথায় বৈদেশিক ঋণের বোঝা ১৪০ ডলার।অর্থাৎ প্রায় ১০ হাযার টাকা।[১] যা তার জন্ম-সূত্রে প্রাপ্ত অর্থদন্ড। শুধুমাত্র বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে জন্মগ্রহণের এ দায়। এই দায় থেকে মুক্তি পেতে হলে অতি অবশ্যই প্রয়োজন নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিওসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন; ব্যাংক, বীমা, কোম্পানী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় নিজেকে সামিল করতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যতিক্রমধর্মী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের জনগণের মাঝে এক অনন্য প্রণোদনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নামেই যার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারার সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং কারবার থেকে মুক্ত হয়ে, সুদকে সম্পূর্ণ বর্জন করে আসছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল)। একটি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়েও কুরআন সুন্নাহর আলোকে শরীয়াহ্ ও আধুনিক ব্যাংকিং এর সমন্বয়ে নিজের কল্যাণের পাশাপাশি সমাজ তথা দেশের কল্যাণেও যে বিনিয়োগ করা সম্ভব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আইবিবিএল।

বাংলাদেশ একটি অধিক জনসংখ্যার কৃষি ভিত্তিক দেশ। এখানে জনসংখ্যার ৮০% গ্রামে বাস করে। এদের গড় আয় মাত্র ৩৭৬ ডলার ।[২] পুরুষ অনুপাত নারী ১০৪ঃ ১০০। বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৩২.৪%, যেখানে

---

[১] প্রথম আলো, ০২ জুলাই ২০০৭।
[২] বিবিএস, ২০০২।

মহিলা ২৫.৫%। বাংলাদেশের ৪৪.৩% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যারা দারিদ্র সীমা বরাবর বসবাস করছে যাদের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ জনপ্রতি ২১২২ কিলোক্যালোরি। অপর দিকে ১৮.৭% জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে যাদের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৮০৫ কিলোক্যালোরি। এটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্রতম। বাংলাদেশ দরিদ্রের সঙ্গে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতাসহ নানা প্রাকৃতিক দূর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করে আসছে। এই সমস্ত সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারের পাশা পাশি এনজিওসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য একটি মনুষ্য সৃষ্ট ব্যাধি যা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে অবিশ্বাস ও নানাবিধ অস্থিরতা সৃষ্টি করে। দারিদ্র্য সমাজে অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করে। আর এই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হলো সম্পদের অসম বন্টন। শোষণের মাধ্যমে নিদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠির হাতে একদিকে যেমন সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি অন্যান্য গোষ্ঠী হয়ে পড়ে বঞ্চিত, শোষিত এবং নিষ্পেষিত। এই শোষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সুদ এবং সুদী কারবার যা অর্থ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে মানব সমাজের একটি ব্যাপক অংশকে অভাবগ্রস্থ বানিয়ে দেয়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ। তাই আইবিবিএল সুদ বিহীন লেন-দেন ও বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়ে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক লাভ ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুদ মুক্ত হালাল বিনিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এই ব্যাংক জনগণের আস্থা ও সমর্থনের আলোকে দেশের অন্যতম শরীয়াহ ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের গৌরব অর্জন করেছে। ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা জনগণের মাঝে পৌছে দিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আইবিবিএল নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদ মুক্ত শরীয়াহ ভিত্তিক লেন-দেন পরিচালনা করা। এই নীতিমালাকে ভিত্তি করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মহান আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশিত পথে কল্যাণকর ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইবিবিএল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী জনগণের মাঝে ইসলামী ব্যাংকিং এর কার্যক্রম ব্যাপক সাড়া পড়ায় দিন দিন এ ব্যাংকের পরিধি বাড়ছে। সাথে সাথে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কাজ করে যাচ্ছে। আইবিবিএলও এদেশে উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী। এই প্রতিষ্ঠান তার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। আইবিবিএল এর বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে মানুষ ঋণ বা পুঁজি গ্রহণ করে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে অন্যদিকে দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করছে। আইবিবিএল বিনিয়োগের পাশা পাশি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাধর্মী কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। সার্বিকভাবে জনগণের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে আইবিবিএল কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে পর পর কয়েক বছর ক্রমাগতভাবে শীর্ষ স্থানটি দখল করে নিয়েছে। এমনকি নিউইয়ার্ক ভিত্তিক অর্থনৈতিক ম্যাগাজিন "Global Finance"-এর জরিপে এ ব্যাংকটি ১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০৪ সালে বাংলাদেশের মধ্যে Best Bank Award লাভ করেছে।[৩]

---

[৩] Islami Bank 24 Years of Progress, Islami Bank Bangladesh Limited, Dhaka, February 2007, p. 56.

আইবিবিএল এর বিনিয়োগের ধরন, বিনিয়োগের পদ্ধতি, সুফল, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। তদুপরি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবাধর্মী কার্যক্রমের পরিচিতি, ধরন, ক্ষেত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতুহল রয়েছে। বর্তমান গবেষণা যৌক্তিকভাবে মানুষের আগ্রহ ও কৌতুহল অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গবেষণাকর্মটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে বলে ধারণা করা যায়। সুতরাং যৌক্তিক কারণেই "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা" শিরণামে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রতিটি গবেষণারই দুটি উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে; সাধারণ এবং বিশেষ । আলোচ্য গবেষণারও দুই ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা এবং এই ব্যাংকেরই সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন-এর সেবামূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি, পরিধি ও ফলাফল পর্যালোচনা করা। অতঃপর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন সমূহ যে দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের কর্ম পরিকল্পনাকে সুদৃঢ় করতে পারবে সে ব্যপারে একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ;

১. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি, যৌক্তিকতা, ধরন, প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট সমূহ বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে তার তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা।

২. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাফল্য ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

৩. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম সমূহ পর্যালোচনা করা।

৪. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইবিবিএল এর ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

৫. দেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

৬. বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে আইবিবিএল এর বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও সাফল্য পর্যালোচনা।

৭. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাফল্যও ব্যর্থতা সম্পর্কিত কেস স্টাডি পর্যালোচনা করা।

গবেষণার পরিধি

এই গবেষণার আওতা বা পরিধি হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যাংকিং পদ্ধতি, ব্যাংকের বিনিয়োগ এবং ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। আইবিবিএল এবং ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং এর ফলে মানুষ এবং সমাজের উপর এর প্রভাব পর্যালোচনা করা। প্রাসংগিকভাবে বাংলাদেশে কর্মরত অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক সমূহের কর্মকান্ডও সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা কাজ করেছে। সময় এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে মাঠ গবেষণায় শুধু মাত্র একটি জেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, ঢাকা এবং ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহীকে গবেষণার

ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক জেলাকে ইউনিট বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহ করলে তা আরো নির্ভূল ও বৃহত্তর আংগিকে সুদৃঢ় উপসংহার টানা সম্ভব হতো।

গবেষণার পদ্ধতি

আইবিবিএল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কি পরিমান ভূমিকা রাখছে তা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়। দুইটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। তদুপরি সরেজমিনে তাদের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প গুলোও পরিদর্শন করা হয়। এভাবে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাতকার গ্রহণ, কেস স্টাডি, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহের কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাথমিক উৎস হিসাবে সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দ্বৈতয়িক (সেকেন্ডারী) উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডারী উৎস বলতে ব্যাংক সমূহ থেকে প্রকাশিত জার্নাল, লিফ্লেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, পেপার, পত্রিকা, গবেষণা পত্রিকা, বই, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, এমএস থিসিস, পিএইচ.ডি. থিসিস ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যথাস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

সূচিপত্র

অঙ্গীকারনামা		ii
প্রত্যয়ন পত্র		iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iv
সংকেত পরিচিতি		vi
ভূমিকা		vii
গবেষণার যৌক্তিকতা		ix
গবেষণার উদ্দেশ্য		x
গবেষণার পরিধি		xi
গবেষণার সীমাবদ্ধতা		xi
গবেষণার পদ্ধতি		xii
		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	প্রাসঙ্গিক মৌলিক ধারনাসমূহ	০১
	ক. পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	০৪
	সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি	০৫
	ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	০৫
	অর্থনীতির অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান ব্যাংক	০৭
	ব্যাংকের সংজ্ঞা	০৯
	ব্যাংকের উৎপত্তি এবং ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি	১০
	ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাস	১২
	আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান সমূহ	১৪
	দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাংক ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১৫

	বিশ্বের কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২০
	খ. আধুনিক বা পাশ্চাত্য ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাথমিক ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন	২০
	আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রকৃতি	২৩
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা ও প্রকৃতি	২৩
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ	২৪
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী	২৫
	সাধারণ কার্যাবলী	২৫
	জনহিতকর কার্যাবলী	২৬
	প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী	২৭
	বিশ্বের কতিপয় উল্লেখযোগ্য আধুনিক ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিশ্বায়ন ও ইসলাম	৩১
	ইসলামের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি	৩৩
	মুসলিম বিশ্ব ও বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট	৩৫
	মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	৩৭
	বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পটভূমি	৪৩
	দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং প্রবর্তনের পটভূমি ও অগ্রগতি	৪৮
	পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাংকিং	৪৯
	মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং	৫০
	ভারতে ইসলামী ব্যাংকিং	৫১
	ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৫১

	জীবনের স্থায়িত্ব/পরিস্ফুটিতকরণ, সংরক্ষণ	৫৩
	আত্ম সম্মানবোধ জাগ্রতকরণ/আত্মসচেতন	৫৪
	সর্ব প্রকারের দাসত্ব থেকে মুক্তি	৫৪
	এক নযরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা	৫৬
	যে সব দেশে এ যাবত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	৫৭
	বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা	৫৮
তৃতীয় অধ্যায়	ক. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা	৭০
	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য	৭২
	বৈধ ও উত্তম জীবিকা অর্জন	৭৪
	হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথে ব্যয়	৭৫
	ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে	৭৬
	ব্যক্তি স্বার্থ নয় সামষ্টিক কল্যাণ	৭৬
	ইসলামে অর্থনীতির স্থান	৭৭
	খ. ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিতি	৭৮
	ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা	৭৯
	ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্টাবলী	৮০
	ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা	৮২
	ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ বোর্ড	৮৩
	রিবাহ্ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	৮৪
	রিবাহর সংজ্ঞা	৮৪
	রিবাহ্'র (সুদের) প্রকারভেদ	৮৮

	রিবাহ্ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য	৮৯
	আল-কুরআনের আলোকে রিবাহ্	৯১
	আল-হাদিসের আলোকে রিবাহ্	৯৪
	রিবাহ্ সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনা	৯৪
	ধর্ম ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে রিবাহ্	৯৬
	রিবাহ্ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ	৯৮
	রিবাহ্র বিলোপ সাধন	৯৯
	দারিদ্র্য ও ইসলাম	১০০
	ইসলামের দৃষ্টিতে কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ	১০২
	ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য	১০৩
	ইসলামী ব্যাংকিং এর বাস্তবায়ন	১০৮
	তাত্ত্বিক অনুশীলন	১০৮
	বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্রমবিকাশ	১০৯
	গ. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহ	১১২
	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১১২
	আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১১৩
	আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১১৩
	সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১১৬
	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১১৭
চতুর্থ অধ্যায়	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড: সাধারণ আলোচনা	১১৯
	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠা	১১৯

	ব্যবস্থাপনা	১২১
	ইসলামী ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম পদ্ধতি	১২১
	ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ সেবাসমূহ	১২২
	বিনিয়োগ নীতি	১২৩
	অর্থলগ্নির পদ্ধতি	১২৩
	অর্থলগ্নির নতুন পদ্ধতি	১২৪
	আইবিবিএল এর কার্যক্রম মূল্যায়ন	১২৪
	আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে ইসলামিক ব্যাংকের অধিকতর প্রত্যাশা	১২৫
	বিনিয়োগ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	১২৫
	বিনিয়োগ পরিচালনার ভিত্তি	১২৬
	বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র	১২৬
	শিক্ষা খাত	১২৬
	স্বাস্থ্য খাত	১২৭
	গৃহ নির্মাণ খাত	১২৭
	যোগাযোগ খাত	১২৭
	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অর্জন	১২৭
পঞ্চম অধ্যায়	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা	১২৯
	সাধারণ বিনিয়োগ কার্যক্রম	১২৯
	ক. শিল্প খাত	১৩১
	খ. বাণিজ্য খাত	১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

গ. রিয়েল এস্টেট/আবাসন শিল্প ১৩৫

ঘ. কৃষি খাত ১৩৬

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ১৩৬

প্রকল্পের লক্ষ্য ১৩৬

বিনিয়োগ এলাকা ১৩৭

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা ১৩৭

গ্রাহকের ইক্যুইটি ১৩৭

বিনিয়োগ মেয়াদ, পদ্ধতি এবং পরিশোধ পদ্ধতি ১৩৮

ঙ. পরিবহন খাত ১৩৮

চ. কল্যাণমুখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ ১৩৮

(১) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ১৪০

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১৪১

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আদর্শ গ্রাম নির্বাচন ১৪২

বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা ১৪৩

গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন ১৪৩

বিনিয়োগ প্রদানে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ ১৪৪

দফাভিত্তিক বিনিয়োগ সীমা ১৪৪

বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি ১৪৫

(২) আসবাবপত্র (গৃহ-সামগ্রী) বিনিয়োগ প্রকল্প ১৪৬

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১৪৭

গৃহ সামগীর ধরন ১৪৭

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা ১৪৮

আবেদনকারীর বয়স সীমা ১৫০

বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫০

বিনিয়োগের মেয়াদ ও পদ্ধতি ১৫১

গ্রাহকের ইক্যুইটি ১৫১

(৩) ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প ১৫১

যোগ্যতা ১৫২

চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ধরন ১৫২

বিনিয়োগের পরিমাণ ও মেয়াদ ১৫৩

বিনিয়োগ পদ্ধতি ১৫৩

ইক্যুইটি ১৫৩

বিনিয়োগ পরিশোধের নিয়ম ১৫৪

(৪) পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প ১৫৪

বিনিয়োগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৫৪

পরিবহণের ধরন ১৫৫

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (টার্গেট গ্রুপ) ১৫৫

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ও গ্রাহকের ইক্যুইটি ১৫৬

বিনিয়োগ পদ্ধতি ও মেয়াদ ১৫৬

(৫) মোটর গাড়ী ঋণ প্রকল্প ১৫৬

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ১৫৭

গ্রাহকের যোগ্যতা ১৫৭

গ্রাহকের বয়স সীমা	১৫৭
গ্রাহকের ইক্যুইটি	১৫৮
বিনিয়োগের ধরন ও মেয়াদ	১৫৮
বিনিয়োগ পরিধি	১৫৯
(৬) ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প	১৫৯
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৬০
বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা	১৬০
(৭) ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প	১৬১
বিনিয়োগের উদ্দেশ্য	১৬২
বিনিয়োগ খাত	১৬২
ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ	১৬২
বিনিয়োগের মেয়াদ	১৬৩
বিনিয়োগ পদ্ধতি	১৬৩
(৮) কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প	১৬৩
প্রকল্পের লক্ষ্য	১৬৪
কৃষি সরঞ্জামের ধরন	১৬৪
বিনিয়োগে গ্রাহকের যোগ্যতা	১৬৪
বিনিয়োগের মেয়াদ ও পদ্ধতি	১৬৫
(৯) গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প	১৬৫
উদ্দেশ্য	১৬৬
বিনিয়োগ গ্রহণকারীর যোগ্যতা	১৬৬

	বিনিয়োগ পরিধি	১৬৭
	বিনিয়োগের পরিমাণ	১৬৭
	বিনিয়োগ পদ্ধতি	১৬৭
	(১০) রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	১৬৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা	১৬৯
	ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা	১৬৯
	ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৬৯
	সংগঠন কাঠামো	১৭০
	আয়ের উৎস	১৭০
	সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	১৭১
	ক. স্বাস্থ্য শিক্ষা	১৭১
	ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ	১৭১
	ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১৭১
	ইসলামী ব্যাংক হেল্‌থ টেকনোলজী ইনস্টিটিউট	১৭২
	ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১৭২
	খ. স্বাস্থ্য সেবা	১৭৩
	ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	১৭৩
	ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল	১৭৩
	ভ্রাম্যমাণ চক্ষু শিবির	১৭৩
	দাতব্য চিকিৎসালয়	১৭৪

	গ. কারিগরি শিক্ষা	১৭৪
	ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী	১৭৪
	ঘ. সাধারণ শিক্ষা	১৭৫
	ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ	১৭৫
	ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল ও কলেজ	১৭৫
সপ্তম অধ্যায়	বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সেবা কার্যক্রম	১৭৬
	মানবিক সাহায্য প্রকল্প	১৭৬
	ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প	১৭৭
	ফিজিওথেরাপি ও পঙ্গু পুর্নবাসন কেন্দ্র	১৭৮
	আর্ত-দুঃস্থদের মানবিক সেবা কেন্দ্র (সার্ভিস সেন্টার)	১৭৮
	দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র	১৭৯
	শিক্ষা/ ছাত্র বৃত্তি কার্যক্রম	১৭৯
	মডেল ফুরকানিয়া মক্তব	১৭৯
	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	১৭৯
	মনোরম ইসলামী ব্যাংক ক্রাফ্‌ট এন্ড ফ্যাশন	১৮০
	দাওয়া (ইসলামী প্রচার) কর্মসূচী	১৮০
	উন্নয়ন ডায়ালগ কেন্দ্র	১৮০
অষ্টম অধ্যায়	নমুনা প্রশ্নমালা	১৮২
	সাধারণ সুবিধাভোগীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের নিমিত্ত প্রণীত প্রশ্নমালা	১৮২

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণকারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের নিমিত্ত প্রণীত প্রশ্নমালা ১৮৩

কেস স্ট্যাডি {মাঠকর্ম (জরীপ) ভিত্তিক} ১৮৪

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ময়মনসিংহ শাখা ১৮৪

মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ ১৮৬

সুবিধাভোগীদের বয়স ১৮৭

সুবিধাভোগীদের শিক্ষা ১৮৭

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৮৭

বিনিয়োগ গ্রহণ ১৮৭

বিনিয়োগ গ্রহণের সময়সীমা ১৮৮

আইবিবিএল এর প্রতি মনোভাব ১৮৮

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের উপর প্রভাব তথা গুনগত পরিবর্তন ১৮৯

আয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ১৯০

খাদ্যাভ্যাস-এর ক্ষেত্রে প্রভাব ১৯১

বাড়ি-ঘর তথা আবাসনের ক্ষেত্রে প্রভাব ১৯১

সুবিধাভোগীদের ল্যাট্রিন ব্যবহার ১৯১

সুবিধাভোগীদের খাবার পানির উৎস ১৯২

ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, কাকরাইল, ঢাকা ১৯৩

ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত জরিপ ১৯৩

রোগীর বয়স	১৯৪
রোগের ধরন	১৯৫
সেবার মান	১৯৫
ডাক্তারদের আচরন	১৯৫
আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা	১৯৫
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	১৯৬
হাসপাতাল সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত	১৯৬
ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী	১৯৬
উপসংহার	১৯৯
পরিশিষ্ট ঃ সুপারিশমালা	২০৫
গ্রন্থপঞ্জি	২১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক মৌলিক ধারণা সমূহ

মানুষের যাপিত জীবনের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম ধাপই হলো জীবিকার অন্বেষণ ও উপার্জন। আর এই জীবিকা ও জীবিকার উপকরণই হলো সম্পদ। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় প্রকার জীবন ধারার সাথেই জড়িত সম্পদ। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ নিজের নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থ সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়। অর্থ সম্পদ জীবন ধারণের জন্য এক বড় নিরাপত্তা এ উপলব্ধি তার পার্থিব জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামী মূল্যবোধে ইহকাল ও পরকাল নিয়েই জগৎ বিস্তৃত।

ইসলাম সম্পদকে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত পর্যাপ্ত দানকে (Bounties) বুঝায়। সম্পদের মালিক আল্লাহ্। মানুষ তার ভোগ-দখলকারী মাত্র। তাই মানুষকে সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে হবে। সম্পদ যেমন অবৈধ পথে উপার্জন করা যাবে না, তদ্রুপ অবৈধভাবে ব্যবহার করা যাবে না।[১] সাধারণত সম্পদ সৃষ্টির জন্য তিনটি উপকরণ জমি, শ্রম ও মূলধনের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এই অংশগ্রহণে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে, কৃষিতে জমির ভূমিকা বেশী। শিল্প ও কারিগরিতে মূলধনের ভূমিকা বিশেষভাবে অনুভূত; শ্রম উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজনীয়।[২]

পবিত্র কুরআনে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার জন্য পরিশ্রম করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। সম্পদ উপার্জনকারীকে সচ্ছলতা প্রদান করে। তাই জীবিকার অন্বেষণকালে দুইটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। তার একটি হচ্ছে জীবিকা হালাল হতে হবে এবং অন্যটি হচ্ছে পবিত্র পথে উপার্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআনে আছে,

---

[১] ড. মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা; তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কারেন্ট বুক সেন্টার, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, পৃ. ৩৬।
[২] মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৩৪।

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من واتقوا الله الذى
انتم به مومنون ٥

অর্থাৎ "ভোগ কর আল্লাহ প্রদত্ত রিজেক হালাল পন্থায় এবং যে আল্লাহর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী, তাঁকে ভয় কর"।[৩] মহানবী (সাঃ) বলেন, "ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে হালাল রিজিক সন্ধান।"[৪]

ইসলামে সম্পদ বন্টনের লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, উহার সামাজিক ও নৈতিক লক্ষ্যও রয়েছে। পৃথিবীর বৈচিত্রময় পরিবেশে মানুষের জীবিকার গুন ও মানগত পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু ধনীগরিবের স্বভাব জাত বিভাগ সৃষ্টি সত্বেও পৃথিবীতে একটি লোককেও তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। কারণ আল্লাহ্‌র নিকট জীবিকার অধিকার সবার জন্য সমান।

পবিত্র কুরআনে আছে,[৫]

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها
ويعلم مستقرها ومستودعها ط كل فى كتب
مبين ٥

অর্থাৎ "পৃথিবীতে অবস্থিত প্রত্যেকের রিজিকের তিনিই জামিনদার এবং তিনিই জ্ঞাত তাদের অবস্থান স্থল; সমস্তই কিতাবে সুস্পষ্ট রক্ষিত"।[৬]

---

[৩] আল-কুরআন, সুরা মা-য়িদাহ: ৮৮।
[৪] আল হুকুমিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৩৫।
[৫] আল-কুরআন, সুরা হুদ: ৬।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وجعلنا لكم فيها معايش
ومن لستم له برزقين ٥

অর্থাৎ আল্লাহপাক বলেন, "ব্যবস্থা করিয়াছি তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার আর যাদের তোমরা রিজিক দাও না তাদের জন্য"।[৭]

সুরা আল বাকারায় বলা হয়েছে,

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ق
ثم استوى الى السماء فسويهن سبع
سموت ط وهو بكل شئ عليم ٥

অর্থাৎ "তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) দুনিয়ার সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, পরে দৃষ্টি দেন আকাশ সৃষ্টির দিকে এবং সপ্ত আকাশ নিয়ন্ত্রিত করেন; এবং তিনি সর্ব বিষয়েই সুপরিজ্ঞাত"।[৮]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলি গোত্র, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এসব বাণীর সারকথা হচ্ছে, জীবিকা ও জীবনোপায় আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন কোষাগারের দান। তা থেকে প্রতিটি প্রাণীর উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার রয়েছে।[৯]

---

[৬] আল-কুরআন অনুবাদঃ আলহাজ্ব মাওলানা একেএম ফজলুর রহমান মুন্সি, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ৮, প্যারিদাস রোড, ঢাকা ১৯৯৩।
[৭] আল-কুরআন, সুরা হিজরঃ ২০।
[৮] আল-কুরআন, সুরা বাকারাঃ ২৯।
[৯] রূহুল মা'আনী, ২৪তম খন্ডঃ আল-বাহরুল মুহিত, ৭তম খন্ড, পৃ. ৪৮৪।

ইসলামে রুহ্ বানিয়াৎ বা বৈরাগ্যবাদকে সমর্থন করে না। ইসলাম মানব জাতির অর্থনৈতিক তৎপরতাকে বৈধ, উত্তম এবং অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যকরনীয় বলে ঘোষণা করে। সদুপায়ে উপার্জন দ্বিতীয় স্তরের ফরজ বা অবশ্যকরণীয়।

ক: পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধন শুধু তাদের মাঝেই বন্টিত হবে যারা উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। অর্থনীতির ভাষায় এদেরকে উৎপাদনকারী বলা হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চার ধরনের উৎপাদানকারী বা উৎপাদনের চারটি উপাদান (Factors of production) রয়েছে। যথাঃ

১. মূলধন (Capital)ঃ উৎপাদিত দ্রব্য বা উৎপাদনের মাধ্যম এবং উৎপাদনের উপাদান।

২. শ্রম (Labour)ঃ অর্থাৎ মানুষের মেহনত।

৩. ভূমি (Land)ঃ প্রকৃতগত উপাদান।

৪. মালিক/সংগঠন (Organization)ঃ যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এগুলোকে সমন্বিত করে তা থেকে কাজ নেয় এবং লাভ লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ঐ উৎপাদ্য বস্তু চতুষ্টয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাকে উপরিউক্ত চারটি স্থলেই বন্টন করে দেয়া হয়। পুঁজিকে একটি অংশ সুদরূপে, অপর একটি অংশ শ্রমকে মজুরী হিসাবে, তৃতীয় অংশ ভূমিকে পত্তন ও ভাড়া বাবত এবং চতুর্থ অংশ সংগঠককে মুনাফা হিসাবে দেয়া হয়ে থাকে।[১০]

[১০] মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী, ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা, ফরিদ উদ্দিন মাসউদ অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমি ও মূলধন কোনটার মধ্যেই ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া না। এখানে সবকিছু রাষ্ট্রের কর্তৃতাধীন। শুধু শ্রমের বিনিময়ে মুজরী হিসাবে তা ব্যক্তি পেয়ে থাকে। এ অর্থ-ব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে, অর্থ উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভূক্ত। কাজেই কোন বস্তুকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভূক্ত করে নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করার ও তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা অর্জন করার অধিকার কারোর নেই। সমাজের সম্মিলিত স্বার্থে ব্যক্তি যে সব কাজ করবে কেবল মাত্র সেই কাজগুলোরই সে পারিশ্রমিক পাবে। তার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ করার দায়িত্ব সমাজ গ্রহণ করবে এবং তার বিনিময়ে তাকে সমাজের নির্দেশ মতো কাজ করে যেতে হবে।

পুঁজিবাদি অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে সুদের মিল যতোটা গভীর সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে তার অমিলও ততোটাই সুস্পষ্ট। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা সুদি লেন-দেনের ভিত্তিমূলকেই ধ্বসিয়ে দেয়। এ অর্থনীতি কোন অবস্থায় ও কোন আকৃতিতে সুদকে বৈধ প্রতিপন্ন করে না। এ অর্থনীতিতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে একাধারে সমাজতান্ত্রিক থাকা ও সুদি লেন-দেন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।[১১]

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করে। এ অর্থ-ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছেঃ ব্যক্তিকে অবশ্যি তার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক ও ব্যক্তিগত অধিকার দান করতে হবে এবং এ সংগে ধন বন্টনের ভারসাম্যও বিনষ্ট হতে পারবে না। ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয়-ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করে এবং অন্যদিকে ভিতর থেকে এ সব অধিকার ও ক্ষমতার উপর কিছু নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং

---

[১১] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী; সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, অনুবাদঃ আবদুদ মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ৪।

বাইরে থেকে এগুলোকে কতিপয় আইনের শৃংখলে বেঁধে দেয়। এর ফলে কোন স্থানে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণাদির অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। ইসলামে সম্পদ সম্পর্কে ধারণা পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামে সম্পদের মালিক দুই ধরনের লোক। যথা ঃ

১. যারা উৎপাদন কাজে সরাসরি অংশীদার।

২. যারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে অংশ নেয়নি বটে, কিন্তু উৎপাদনকারীরা নিজেদের অর্জিত পণ্যে তাদের কে অংশীদার বানিয়ে নিতে নীতিগতভাবে বাধ্য। ইসলামে সম্পদের মালিকানা বন্টিত হয়েছে নিম্নরূপেঃ

(ক) পুঁজি (Capital)ঃ নগদ টাকা, খাদ্যদ্রব্য সামগ্রি যাকে ব্যয় করা ব্যতিত উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না।

(খ) ভূমি (Land)ঃ জমিন, বাসগৃহ, যন্ত্রপাতি যাকে রূপান্তর না করেই ব্যবহার করা যায়।

(গ) শ্রম (Labour)ঃ মানুষের শারিরীক ও মানসিক উভয় প্রকারের মেহনত। ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কাজও এর অন্তর্ভূক্ত।

এই উৎপাদক ত্রয়ের মিলিত শ্রমের ফলে যে সম্পদের সৃষ্টি হয় তা তাদের মধ্যে বন্টিত হয় তিন ভাবে ।

১ম অংশ ঃ মুনাফা হিসাবে পুঁজি প্রাপ্য হয় সুদ হিসাবে নয়।

২য় অংশঃ ভূমির /যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ।

৩য় অংশঃ শ্রমকে মুজরি হিসাবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এই উপাদান সমুহকে ৪টি ভাগে ভাগ করেছে। সেখানে সংগঠনকে স্বতন্ত্র উৎপাদন উপাদান হিসাবে ধরা হয়েছে। আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার কোন অস্তিত্ব নাই। সেখানে একমাত্র মজুরীকেই সম্পদের অধিকার বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ইসলামে উৎপাদকের তালিকা থেকে

মালিক বা সংগঠনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে শুধু তিন ধরনের উৎপাদনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এর অর্থ মালিকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নয় বরং মালিক আলাদা উৎপাদনকারী কর্মকর্তা না হয়ে উৎপাদানকারী ত্রয়ের কোন না কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

এখানেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গেঁ ইসলামী অর্থনীতির মূল পাথাক্য। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংগঠনের আলাদা অস্বিত্ব থাকার ফলে উৎপাদিত দ্রব্য আলাদা দুইটি স্তরে বিভক্ত হয়। ফলে পুঁজিকে তার বিনিময় "সুদ" এবং সংগঠনকে তার বিনিময় "মুনাফা" দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে পুঁজিপতির একই সঙ্গে দুইটি হিস্যার ফলে সমভোগে বৈষম্য ও ভারসম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। সর্বপরি সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার জঘন্যতম মাধ্যম "সুদকে" স্বীকার করে নেয়া হয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম সংগঠনের স্বাতন্ত্রকে বিলোপ করে একে শ্রম এবং পুঁজির মালিক হিসাবে পুঁজির অন্তর্ভূক্ত করেছে। সুদকে পরিহার করে সুদের স্থলে মুনাফাকে পুঁজির প্রাপ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধুমাত্র পুঁজির মধ্যেই লাভ লোকসানের ঝুঁকি নেয়ার প্রবনতা রয়েছে। আর উক্ত ঝুঁকি গ্রহণকারী পুঁজিপতিই সংগঠক।

পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসায়িক লেন-দেনের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ দুটি কেবল পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হয়েই যায় না বরং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরা একটি অপরটির প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[১২]

অর্থনীতির অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান ব্যাংক

বিনিময়ে সহজ মাধ্যম পরিচালিত করা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও বর্তমান যুগে ব্যাংক ব্যতিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কল্পনা করা যায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যে

---

[১২] প্রাগুক্ত পৃ: ৩।

মূলধন প্রয়োজন তার একটি বৃহৎ অংশের যোগান দাতা হলো ব্যাংক। অনগ্রসর দেশ গুলিতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সংগ্রহযোগ্য যে সম্পদগুলো রয়েছে তা সংগ্রহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যাংক। তাছাড়া ব্যাংক জনগণের অব্যহৃত ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করার মাধ্যমে জনকল্যাণ মূলক কাজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যাংক ব্যবসা আজ নির্দিষ্ট গন্ডি পেরিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই সমাজের উন্নতির প্রতিটি স্তরে ব্যাংকের ভূমিকা অনন্য। বর্তমান কালের গতিশীল অর্থনীতিতে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান অর্থ ব্যবস্থাকে আরও গতিময় করে তুলেছে। আধুনিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তাই ব্যাংক ছাড়া অর্থহীন ও গতিহীন। উন্নত অর্থনীতির বাহক হিসেবে ব্যাংক আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় তার আসন পাকা করে নিয়েছে। সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত ও গতিশীল করতে ব্যাংকের ভূমিকা তাই স্বীকৃত পন্থা।

ব্যাংক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যিক খাতকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি প্রধানতম খাত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষির উন্নয়নে ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং মেয়াদি ঋণ দিয়ে এই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ক্ষুদ্র, মাঝারি কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের প্রসার এবং উন্নয়নে ঋণ দিয়ে ব্যাংক সমূহ এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তথা দেশের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এর ফলাফলে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেমন শিক্ষিত বেকার জনগোষ্টির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে শিক্ষিত গ্রামীণ ও শহরে বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে ব্যাংক।

আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যর উন্নয়নে ব্যাংক ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এই ব্যবসায় বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত আয় অর্থনৈতিক ও দেশের উন্নয়নে মূলধনের যোগান দেয়। তদুপরি দেশের আমদানী, রপ্তানীসহ বিভিন্ন

ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংক ব্যতিত চলতে পারেনা। তাছাড়া ব্যাংক আমানতকারীর অর্থ জমা রেখে তার আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান কারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দেশের মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

বর্তমান সময়ে অনেক ব্যাংক মানুষের চহিদা পূরণের জন্য সহজ শর্তে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ে ঋণ দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। এ যেন সাধ ও সাধ্যের অপূর্ব সম্মিলন। এতদ্ব্যতীত ব্যাংক মূল্যবান অলংকার, দলিল পত্র সংরক্ষণ, বীমার প্রিমিয়াম, গ্যাস, বিদুৎ বিল পরিশোধে সহায়তা দিয়ে আধুনিক জীবনকে আরো সহজ ও নিরাপদ করেছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশ ও জনগণের কার্যকরী আর্থিক চাহিদা পূরনে ব্যাংক যে ভাবে বহুমূখি কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে তাতে উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়। মোদ্দা কথা, ব্যাংকিং কার্যক্রমের অস্তিত্ব ছাড়া আধুনিক বিশ্বের উন্নয়ন চিন্তা করা যায় না।

ব্যাংকের সংজ্ঞা

ব্যাংক আর্থিক লেন-দেন পরিচালনকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সঞ্চয়কারী বা আমানতকারী ও ব্যয়কারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে । R.S. sayer's এর মতে " ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা কর, ঋণ ও অন্যান্য লোকের ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় (A Bank is an institution whose debts are widely accepted in settlement of other peoples debts to each other)। কেয়ার্নক্রসের মতে "ব্যাংক হলো এমন একটি মধ্যস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ধার ও ঋণের ডিলার (A Bank is a financial inter wediary-a dealer in loans and debts)। ভারতীয় ব্যাংক কারবার সংক্রান্ত ১৯৪৯ সালের আইনে উল্লিখিতভাবে ব্যাংকের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, "ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত হিসাবে অর্থ গ্রহণ করে থাকে, যে অর্থ দাবী করা মাত্র বা অন্যভাবে ফেরত দিতে হয় এবং যা চেক, ড্রাফ্ট বা

অন্যভাবে উঠিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা থাকে"। -"Accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft or otherwise."[১৩] ইম্পেরিয়াল ডিক্সেনারীতে ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, " ব্যাংক হলো এমন একটি সংস্থা, যা অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে; এই সংস্থা অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে, তার তত্ত্বাবধান ও প্রচলনের ব্যবস্থা করে এবং তা ঋণদানের হুন্ডি বা বিল ভাঙ্গিয়ে দেয়ার ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে অর্থ প্রেরণের সুবিধা প্রদান করে"। -"An establishment which trades in money; an establishment for the deposit, custody and issue of money, and also for granting loans, discounting bills, and facilitating the transmission of remittances from one place to another".[১৪]

এক কথায় বলা যায় ব্যাংক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি জনগণের আমানত গচ্ছিত রাখে আবার তারাই ঋণ হিসাবে প্রদান করে।

ব্যাংকের উৎপত্তি এবং ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি

সর্বপ্রথম কোথায় এবং কখন ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে প্রাচীনকাল থেকেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে দ্রব্য ব্যবহৃত হতো এবং এরই ধারাবাহিক ফলশ্রুতি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। অর্থ জীবন ধারনের এক বড় নিরাপত্তা- এ উপলব্ধি থেকে তা সঞ্চয় এবং প্রয়োজনে ব্যবহার- এ ধারণা থেকেই সম্ভবত ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব। প্রথম দিকে যদিও এর কোন সাংগঠনিক রূপ ছিল না কিন্তু কালের বিবর্তণে সম্পদের নিরাপত্তা এবং লেনদেন সহজতর করার জন্য একে সাংগঠনিক রূপ দেয়া হয়।

---

[১৩] Banking Regulation Act, 1949, India. (Sec. 5 B)
[১৪] Imperial Dictionary.

আভিধানিক আর্থে ব্যাংক শব্দটির অর্থ নদীর তীর বা নর্দমার নিকট স্তুপীকৃত বস্তু। ইতালীতে প্রথম ব্যাংক শব্দটি "টাকা সঞ্চয়" অর্থে ব্যবহৃত হতো। পরে এর নাম দেয়া হয় মন্টি (monte) পরর্বতী সময়ে এ দুটি শব্দই ইতালীয় ভাষায় ব্যাংকো (banco) নামে পরিচালিত হয় ।[১৫]

কাউন্ট কিব্রারিও (ইতালীয় লেখক) এর মতো ১১৭১ সালে ইতালীয় সরকার ভেনিসে প্রথম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এ ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে জেনেভাতে চর্তুদশ শতকে ব্যাংক অব সেন্টজর্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বৃটেনের তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় থেকে ব্যাংকিং এর ভিত্তিগড়ে উঠে। ১১৫০ খ্রিষ্ঠাব্দে (ইতালীয়ান প্রজাতন্ত্র) ভেনিসে সরকার ৫% সুদের হারে এক বাধ্যতামূলক ঋণের প্রচলন করেন। ইহা ইতালীয়ান ভাষায় Monte এবং জার্মান ও অষ্ট্রীয়ান ভাষায় Bank নামে পরিচিত। ১১৫৭ সালে সরকারি উদ্যোগে ব্যাংক "The Bank of San Georgio" প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ সময় রাজকীয় বিনিময়কারীর (RoyaI Exchanger) উপর মুদ্রা বিনিময়ের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। প্রথম দিকে ইংরেজ জনগণ তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ রাজকোষে জমা রাখত। প্রথম চার্লসের সময় যখন জনগণ রাজকোষের জমা রাখার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে তখন তারা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট অর্থ জমা রাখতে আরম্ভ করে। কিন্তু তারাও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে আমানতী অর্থ ব্যবহার শুরু করে। ফলে বিকল্প হিসাবে তারা স্বর্ণকারদের স্মরণাপন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে গ্রাম্য এবং শহুরে মহাজন, স্বর্ণকার, বণিক সম্প্রদায় ইত্যাদির মত অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থ আমানতকারীর সৃষ্টি হয়। তারাই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তির পূর্বসূরী এবং সাংগঠনিক রূপ। প্রাথমিক ইতিহসে বিভিন্ন সময়ে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে মহাজন, কাবুলিওয়ালা, স্যাকরা, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, ঋণ ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের পূর্বসুরির পরিচয় পাওয়া যায়।

---

[১৫] মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার, ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃঃ ১-৩।

পাক-ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংক হচ্ছে ব্যাংক অব হিন্দুস্তান (Bank of Hindustan) ইহা ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই উপমহাদেশে ব্যাংক অব মাদ্রাজ এবং ব্যাংক অব বোম্বে প্রভৃতি নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে পাকিস্তান রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কাজ করলেও ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের স্থলে তা বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে এবং ইহার অধিভুক্ত জাতীয়করণকৃত ও বেসরকারী প্রায় ৩৬ টিরও অধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করছে। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখা ১৩ টি এবং বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২২টি।

ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাস

সব দেশের উন্নতির গতিপ্রকৃতি এক নয়। প্রত্যেক দেশের উন্নয়নের মূলে রয়েছে কতকগুলি প্রভাব। তাই এ সব প্রভাব ও উন্নয়নের পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে ব্যাংক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে যে কোন দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ব্যবসায়ী এবং কার্যকলাপের দিক থেকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমনঃ

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক

আবার ব্যাংকিং কাঠামোকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

১. বৃটিশ পদ্ধতির শাখা ব্যাংকিং এবং

২. মার্কিন প্রণালীর একক ব্যাংকিং।

একই ভাবে গঠন কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংককে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

১. একক ব্যাংকিং (Unit Banking)

২. শাখা ব্যাংকিং (Branch Banking)

৩. চেইন ব্যাংক (Chain Banking)

৪. গ্রুপ ব্যাংকিং (Group Banking)

৫. মিশ্র ব্যাংকিং (Mixed Banking)

একক ব্যাংকিং

এ ধরনের ব্যাংকের কোন শাখা অফিস নেই। এর শাখা ও প্রধান অফিস একটিই। কেবল একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই একক ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই ধরনের ব্যাংককে অনেকে স্থানীয় ব্যাংক বলে।

শাখা ব্যাংকিং

এ ধরনের ব্যাংক তাদের একটি প্রধান কার্যালয় ও একাধিক শাখা অফিসের সাহায্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। সকল শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয় প্রধান শাখার দিক নির্দেশনায়।

চেইন ব্যাংকিং

ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত মালিকানায় একই জাতীয় কতগুলো ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তাকে চেইন ব্যাংকিং বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যাংক প্রায় একক ব্যাংকের মত নিজের স্বাধীন স্বত্তা বজায় রেখে ব্যাংকিং কার্য চালাতে পারে এবং প্রতিটি ব্যাংক একে অপরের স্বার্থের প্রতি নজর রাখে।

গ্রুপ ব্যাংকিং

গ্রুপ ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ ব্যাংক যখন এক বা একাধিক অস্বচ্ছল বা নতুন ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে উক্ত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে হোল্ডিং কোম্পানী অধীনস্থ ব্যাংক

গুলো নিজ নিজ ব্যবসা পরিচালনা করলেও ব্যবসা পরিচালনার নীতি ও পদ্ধতি হোল্ডিং ব্যাংকটি নির্ধারণ করে দেয়। এইরূপ সামগ্রিক ব্যবস্থাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলা হয়।

মিশ্র ব্যাংকিং.

যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একই সাথে জনগণের আমানত গ্রহণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয় তাকে মিশ্র ব্যাংকিং বলা হয়। ব্যাংক ব্যবসায় মিশ্র ব্যাংকিং সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। বিশেষ করে আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্যে অর্থ প্রাপ্তির সুবিধা ও বিনিয়োগ অব্যহত রাখার মত সর্বময় কার্যক্রম মিশ্র ব্যাংক রাখতে পারে।

আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান সমূহ (The Predecessors of Modern Banks)

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই একশ্রেণীর লোক মুদ্রা ব্যবস্থার সাথে লেনদেনের মধ্যস্থতা করে আসছে। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজ কর্ম থেকেই আধুনিক ব্যাংকের সৃষ্টি। একমাত্র মধ্যস্থ লেনদেনকারীরাই আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী তারা প্রায় সকলে একই ধরনের ব্যবসায়ী। অর্থনীতিবিদগণের মতে ব্যাংকের পূবসূরীরা তিন শ্রেণীর সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করত।

(ক) মহাজন (Money Lenders)ঃ জনসাধারণের এক পক্ষের অর্থ জমা রেখে অপর পক্ষে অর্থ ধার দেয়া·এরূপ ব্যবসায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। আইনতঃ বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তারাই ব্যাংকের বিকল্প হিসাবে কাজ করতে থাকে। বর্তমানেও তাদের কিছু কিছু অস্তিত্ব নজরে আসে। কারণ অনুন্নত দেশ গুলোতে বিশেষতঃ বাংলাদেশে অর্থনীতির বিরাট অংশ এখনও ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে আনা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া গ্রাম্য অশিক্ষিত, আর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে অফিস-আদালত এখনও ঝামেলার বিষয়। তার চেয়ে গ্রামে পরিচিত মহাজনদের কাছে ঋণ গ্রহণ সহজসাধ্য। তাই অনেকেই মহাজনী প্রথাকে লেন-দেনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে।

(খ) স্বর্ণকার (Goldsmith)ঃ স্বর্ণকারের নিকট জনসাধারণ কর্তৃক ধনসম্পদ রাখার সময় থেকেই ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়া পত্তন। কালক্রমে স্বর্ণকারগণ জনসাধারণের অর্থ বা সম্পত্তি গচ্ছিত রাখার স্বীকারোক্তি স্বরূপ আমানতকারী গঠন করে এক ধরনের রশিদ এবং অল্প পরিমাণ সুদ দিতে আরম্ভ করে। স্বর্ণকারগণের এ রশিদই পরবর্তীতে ব্যাংক নোটে পরিণত হয়। সময়ের প্রেক্ষিত অভিজ্ঞতার আলোকে স্বর্ণকারগণ দেখতে পেল যে আমানতকারী একই সঙ্গে তাদের সমস্ত আমনতী অর্থ তুলে নেয় না। এ সুবিধায় মোট গচ্ছিত অর্থের একটি অংশ অন্য লোককে সুদে ঋণ দিতে থাকে এবং ঋণ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে আরম্ভ করে। একই সঙ্গে আমানতকারীদের দেয় সুদের পরিমাণ ও বাড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে আমানতকারীদের সংখ্যাও বাড়তে থকে। এ ভাবেই স্বর্ণকারগণ আর্থিক কর্মকান্ডে নিজেদের কার্যপরিধি বিস্তৃত করে।

(গ) বণিক সম্প্রদায়ঃ ব্যাংক উৎপত্তির পূর্বসুরিদের মধ্যে সর্বশেষ আসে বণিক সম্প্রদায়। স্বর্ণকার ও মহাজনদের আমানতী কারবারে সাফল্য দেখে বিভিন্ন দেশের বণিক সম্প্রদায় জনগণের নিকট থেকে অর্থ-ব্যবহার/বিনিয়োগ আরম্ভ করে। তাদের কার্যক্রম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সরবারহ করে। যেমন এ উপমহাদেশে জগৎ শেঠ পরিবার। তারা হুন্ডি ও বিনিময় বিলেরও প্রচলন করে। এই ধরনের বণিকরাই বিনিময় ব্যাংকের পূর্বপুরুষ।

দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাংক ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বিশ্বের ব্যাংক ব্যবসায়ের মত বাংলাদেশ এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসও অতি প্রচীন। এই উপমহাদেশের ব্যাংক ব্যবসারও একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং ক্রম বিবর্তণের মধ্য দিয়ে ব্যাংক ব্যবসা বর্তমান রূপ লাভ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই উপমহাদেশেও ব্যাংক ব্যবসা তার পূর্বসূরীদের কার্যাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ। অতি প্রচীনকাল হতে এই অঞ্চলে স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠি ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে আসছে।

এই উপমহাদেশের ব্যাংকিং কার্যাবলীর ইতিহাস অতি প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের ইতিহাসে এখানকার ব্যাংকিং কার্যাবলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, স্বর্ণকার, মহাজন ও বানিয়া গোষ্ঠী হুন্ডি ও হ্যান্ড নোটের আকারে অর্থ বিনিময় ও ঋণ দান কার্যক্রম পরিচালনা করতো। তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে আধুনিক ব্যাংকের কার্যাবলী সম্প্রসারিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসর আগে বৈদিক যুগেও হিন্দুদের বিখ্যাত মনু ও বেদ ধর্মগ্রন্থাবলীতে উপাসনালয়ে ব্যাংকিং কার্যাবলীর প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত বর্ষের প্রাচীন অর্থনীতিবিদ কৌটিল্যের বিখ্যাত গ্রন্থ "অর্থশাস্ত্র" তে ব্যাংকিং কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের চর্চা বৈদিক আমলেও চালু ছিল। প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ-এ সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ইঙ্গিত রয়েছে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্যাদির উল্লেখ রয়েছে। তৎকালে ব্যাংক ব্যবসায় ছিল মন্দির ও উপাসনালয় কেন্দ্রিক। ঋষি মনুর আমলে অর্থ ধার করা ও ধার দেয়ার নিয়ম ব্যাংকিং পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়। মনুর মতে ভাল পরিবারের ও চরিত্রের অধিকারী, আইন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান সম্পন্ন এবং সম্মানিত ও ধনী আত্মীয় পরিবেষ্ঠিত লোকের নিকট টাকা পয়সা আমানত রাখা উচিত। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" নামক গ্রন্থেও ব্যবসায় এবং সুদের উল্লেখ আছে। এছাড়া স্যার রিচার্ড টেম্পল গ্রামীণ ভারতে ব্যাংক ব্যবসায় চালানো হতো বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৬]

উপমহাদেশে মুসলিম আমলে ব্যাংকের কারবার থাকায় বাংলায় বিপুল পরিমাণ রপ্তানি বাণিজ্য সম্ভব হয়। উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশে মুসলমান শাসনামলে ঋণ ও জমার সুযোগ-সুবিধাসহ ব্যাংকের কারবার যথেষ্ট উন্নত হয়। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের সময় থেকে এবং প্রাচীন হিন্দু ভারত থেকে আরব বণিকদের বিরাট ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটাতে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ব্যবসায়ী মহলে এক শ্রেণীর ব্যাংক

---

[১৬] ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, খন্ড-৭, পৃঃ ২৬৬।

কারবারির উদ্ভব ঘটে। তারা ঋণ লেনদেনের কারবার করত এবং ভ্রমণকারীদের জন্য "সুফতাজাহ" নামে অভিহিত হুন্ডি চেক ও টাকা দেওয়ার আজ্ঞা পত্র প্রদান করত।[১৭]

ভারতবর্ষে মোঘল ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলে ব্যাংকিং ব্যবসায় যথেষ্ট সংগঠিত হয়ে উঠে। এই অঞ্চলের দেশীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায় তথা ব্যাংকিং কার্যাবলী বহুগুনে বৃদ্ধি করে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত শেঠ পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের মার্চেন্ট হাউসের মত জগৎ শেঠেরও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনার এজেন্সি ছিল। এই পরিবার তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যাংকিং কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতো। তবে কোম্পানী আমল প্রতিষ্ঠা হলে এই পরিবারের প্রভাব অনেকটা খর্ব হয়।

সপ্তাদশ শতাব্দিতে এই অঞ্চলে ইংরেজ বণিকদের আগমণ ঘটলে ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মহাজন ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই অঞ্চলের প্রথম যৌথ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান "দি হিন্দুস্থান" স্থাপিত হয়। এটি ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে খ্যাত। এর পর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল ব্যাংক" এবং "সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮০৬ খ্রষ্টাব্দে "ব্যাংক অব ক্যালকাটা" ১৮৪০ সালে "ব্যাংক অব বোম্বে" এবং ১৮৪৩ সালে "ব্যাংক অব মাদ্রাজ" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই তিনটি ব্যাংক "প্রেসিডেন্সি ব্যাংক" হিসাবে পরিচিত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই তিনটি ব্যাংক একত্রিত করে "ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" গঠন করা হয়। পরবতী পর্যায়ে দেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা থেকে ১৯৪৩ সালে "রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" আইন পাশ করা হয়। উক্ত আইনানুযায়ী ১৯৩৫ সালে ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে "রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

[১৭] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৬১।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল ঘটনা বহুল। বৃটিশ শাসনের অন্তিম লগ্নে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এই প্রদেশকে "প্রিমিয়ার প্রভিন্স" বলে উল্লেখ করেন। অনেক কারণেই এই অভিধা সঙ্গত। বাংলা শুধু উর্বর বা জনবহুল নয়, তা ছিল ব্রিটিশ পুঁজির সেরা বিনিয়োগ কেন্দ্র। পূর্বভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ পুঁজির আশি শতাংশ ছিল বাংলাদেশে।[১৮] এভাবেই বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রসারিত হয়। ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রমও সুসংগঠিত হতে থাকে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে "ভারত" ও "পাকিস্থান" নামে দুইটি ভিন্ন দেশের সৃষ্টি হয়। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক "রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে। পরে ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক "দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠা হয়। এর পর তালিকাভূক্ত ব্যাংক হিসাবে ১৯৪৯ সালে পাকিস্থানের বৃহত্তম ব্যাংক "দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যাবলীতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অচলাবস্থা দূরকরণার্থে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে "বাংলাদেশ ব্যাংক" দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত দুইটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও দশটি ব্যাংকের শাখা কার্যালয়সমূহকে একত্রিত করে ছয়টি পৃথক ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। নিম্নে তার বিবরণ প্রদান করা হলো;

---

[১৮] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ১-৩।

প্রাক্তন নাম	রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসাবে পরিবর্তিত নতুন নাম
১. দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্থান ২. দি ব্যাংক অব বাহওয়ালপুর লিঃ ৩. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	১. সোনালী ব্যাংক
৪. দি ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ ৫. দি ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ	২. জনতা ব্যাংক
৬. দি হাবিব ব্যাংব ৭. দি কমার্স ব্যাংক লিঃ	৩. অগ্রণী ব্যাংক
৮. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ৯. দি স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ ১০. দি অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিঃ	৪. রূপালী ব্যাংক
১১. দি ইস্ট্রার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	৫. পূবালী ব্যাংক
১২. দি ইস্ট্রার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ	৬. উত্তরা ব্যাংক

সম্প্রতি ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছে। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার আলোকে পূবালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক দুইটি পূর্বতন মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে রূপালী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক সমূহকে পাবলিক কোম্পানী লিমিটেডে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে মুক্ত অর্থনীতির কারণে বেসরকারীভাবে ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে বিগত কয়েক বছরে দেশীয় মালিকানায় বেসরকারী ব্যাংক হিসাবে দি সিটি ব্যাংক লিঃ, দি ইউনইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভূক্ত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে.। তাছাড়া দেশী ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আর-বারাকা ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি।

বিশ্বের কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক. শান্সী ব্যাংক (Shansi Bank) ঃ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বিশ্বের প্রথম ব্যাংক হিসাবে খ্যাত।

খ. ব্যাংক অব ভেনিস (Bank of Venice) ঃ ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বিশ্বের প্রথম সংগঠিত ব্যাংক। ইহা বিশ্বের প্রথম সরকারী ব্যাংক হিসাবে খ্যাত।

গ. ব্যাংক অব সান জর্জিও (Bank of San Giorgio)ঃ ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয়। জেনেভার বণিকগণ প্রথম যৌথ উদ্যোগে ইহা গঠন করে। ইহা বিশ্বের প্রথম যৌথ উদ্যোগী ব্যাংক হিসাবেও পরিচিত।

খঃ আধুনিক বা পাশ্চাত্য ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাথমিক ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন

দ্রব্য বিনিময় প্রথার সংগে অর্থ আবিস্কারের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, অর্থের সংগেও ব্যাংক ব্যবসার উৎপত্তিরও সেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থ আবিস্কারের ফলে দ্রব্য বিনিময় প্রথার সুবিধা হয়। ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্থনীতি সেই সময় সামাজিকতার রূপ লাভ করতে থাকে। এইরূপ সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং লেনদেনের ফলে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ থেকে যায়, তারা ঐ অর্থ জমা রাখার উপায় খুঁজতে থাকে। তৎকালীন সমাজে স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ আর্থিক দিক দিয়ে খুব স্বচ্ছল ছিল। তারা ব্যবসার প্রয়োজনে নিজেদের সততা, বিশ্বাস এবং নিরাপত্তাসূচক গুনাবলীর প্রভাব সমাজে বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ফলে জনগণ তাদের অতিরিক্ত অর্থ ও মূল্যবান অলংকারাদি নিরাপদ হেফাজতের জন্য তাদের নিকট জমা রাখতে শুরু করে। এই জমার পরিবর্তে জমাকারীকে একটি রসিদ প্রদান করা হতো। কালক্রমে তাই ব্যাংক নোটে পরিণত হয়।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়;[১৯]

ক. প্রাচীনকালের ব্যাংক ব্যবস্থা

খ. মধ্যযুগীয় ব্যাংক ব্যবস্থা

গ. আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা

প্রাচীনকালের ব্যাংক ব্যবস্থা

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ব্যাংক ব্যবসার শুরু বলে ধারণা করা হয়। খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন সিন্ধু, গ্রীক, রোম, ব্যাবিলন ও চীন দেশীয় সভ্যতায় ব্যাংকের অস্তিত্বের ইতিহাস পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীক, ব্যাবিলন ও মিসরীয় ব্যাংকিং কর্মকান্ডের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয় গুলিকে কেন্দ্র করে ব্যাংক ব্যবসা গড়ে উঠে। মূলতঃ ধর্মীয় উপাসনালয় গুলি চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে মুক্ত ছিল এবং ধর্মযাজকগণ সৎ, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বাসী ছিলেন বলেই জনগণ আস্থা সহকারে তাদের আমানত সেখানে গচ্ছিত রাখার আগ্রহ দেখায়। এইরূপ উপাসনালয় কেন্দ্রিক ব্যাংক ব্যবসায়কে "উপাসনালয় ব্যাংকিং" (Temple Banking) বলা হতো।

মধ্যযুগের ব্যাংক ব্যবস্থা

ব্যাংকিং ইতিহাসের ৪০০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যযুগ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত সময় থেকেই ব্যাংকের কার্যাবলী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ঐ সময়ে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে ইটালীয় প্রজাতন্ত্র গুলি ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয়ে খুব উন্নত ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ইটালীয় রোম শহরে ইহুদী ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ যৌথ উদ্যোগে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তণ করে। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভেনিস সরকার যুদ্ধকালীন সংকট মোকাবিলার জন্য শতকরা ৫% হার সুদে একটি

---

[১৯] মোঃ হাফিজ উদ্দিন, আখতারুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম; আধুনিক ব্যাংকিং (নীতি ও পদ্ধতি), দি এনজেল পাবলিকেশনস্, ১৯৯২, পৃ. ৪-৫।

বাধ্যতামূলক স্তুপীকৃত ঋণের প্রচলন করে। এই ঋণকে ইটালীয় ভাষায় "মন্টি" এবং জার্মান ভাষায় "ব্যাঙ্কি" বলা হতো। তার পরপরই ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে ভেনিস সরকারের প্রচেষ্টায় "ব্যাংক অব ভেনিস" প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত ব্যাংকই বিশ্বের সর্ব প্রথম সংগঠিত ব্যাংক হিসাবে পরিচিত। ব্যাংক অব ভেনিস প্রতিষ্ঠার পরে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে জেনোয়ার ব্যবসায়ীগণ যৌথ প্রচেষ্টায় "দি ব্যাংক অব সান জর্জিও" প্রতিষ্ঠা করে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহুদীরা ইটালীর লোম্বার্ডি শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংল্যান্ডে এসে স্থায়ীভাবে ব্যাংক ব্যবসা শুরু করে।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা

ব্যাংক ব্যবস্থার আধুনিক যুগের সূচনা হয় ১৪০০ শতাব্দী হতে। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে "ব্যাংক অব বার্সিলোনা" প্রতিষ্ঠা হয় যা বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৪০৭ সালে "ব্যাংক অব জেনোয়া", ১৫৭৩ সালে "ব্যাংক অব হামবুর্গ" প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাংকিং কার্যক্রম আধূনিক হতে শুরু করে। এর পর বিশ্বের প্রথম সনদ প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে ১৬৫৬ সালে সুইডেনে "ব্যাংক অব সুইডেন" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ১৬৯৪ সালে ইংল্যান্ডে বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে "ব্যাংক অব ইংল্যান্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এই ব্যাংক দেশের নোট ও মূদ্রা প্রচলনসহ মূদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। "ব্যাংক অব ইংল্যান্ড" প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংক হিসাবে ১৭০০ খ্রষ্টাব্দে কলিকাতায় "দি হিন্দুস্থান ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮০০ সালে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক "দি ব্যাংক অব ফ্রান্স", ১৮৭৫ সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাংক "দি রেইখ ব্যাংক", ১৮৮২ সালে জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক "ব্যাংক অব জাপান" এবং ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে "দি ফেডারেল রির্জাভ সিস্টেম" প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বে আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of Modern Banking System)

প্রয়োজনের তাগিদে প্রথমে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। পরবর্তীতে এ সকল ব্যাংকের কর্মকান্ডে শৃংখলা এবং নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মুনাফা নীতি দ্বারা পরিচালিত হতো বলে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান এবং বিনিয়োগে এরা নিজেদের কর্মকান্ড সীমিত রাখে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন দেশের শিল্প, কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি দ্রুত সম্প্রসারণ হেতু বাণিজ্যিক ব্যাংকের পক্ষে ঋণ এবং বিনিয়োগ চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দেশ উপলব্ধি করে। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণদান সংস্থা, কৃষি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, আমদানী রপ্তানি ব্যাংক প্রভৃতি গড়ে উঠে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা এবং প্রকৃতি (Nature and Conecpt of Commerial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে T. T. Sethi বলেন, There are many kinds of banks: Commercial banks, savings banks, investment banks, industrial banks, co-operative banks, central banks. But when we use the term "bank" without any perfix, or qualification, it refers to the "commercial bank".[২০]

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাবসায়ীক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে মনুফা অর্জন করে। Prof. A. Nath বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Commercial bank is an intermediary

[২০] T.T. Sethi, Money banking and international trade, S. Chand and Company Ltd. Ram Nagar, New Delhi, India, 2001. p.173.

profit making institution". Mr.Roger এর মতে, যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ ও অর্থের মূল্য নিরূপনযোগ্য পণ্য দ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। (The bank which deals with profit is know as commercial Bank).

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদাহরণ স্বরূপ গ্রেট ব্রিটেনের দি মিডল্যান্ড (The Midland), দি ওয়েস্ট মিনিস্টার (The west Minister), বার্কলেজ (Barklays), লয়েডস্ (Loyds), দি ন্যাশনাল প্রভিনসিয়াল (The National Provincial) এই পাঁচটি ব্যাংকের নাম করা যেতে পারে। এরা "Big Five" নামেও পরিচিত।[২১] বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি হলো সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ

বিভিন্ন কার্যাবলী, গঠন প্রকৃতি, সাংগঠনিক কার্যক্রম, মালিকানা এবং কেন্দ্রিয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) কার্যপদ্ধতি ভিত্তিক	(খ) ব্যাংকিং কাঠামো ভিত্তিক	(গ) মালিকানা ও সংগঠন ভিত্তিক	(ঘ) কেন্দ্রিয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে
১। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক ২। বিনিময় ব্যাংক ৩। সঞ্চয়ী ব্যাংক	১। একক ব্যাংক ব্যবস্থা ২। শাখা ব্যাংক ব্যবস্থা ৩। গ্রুপ ব্যাংক ব্যবস্থা ৪। চেইন ব্যাংক ব্যবস্থা	১। একক মালিকানাধীন ব্যাংক ২। অংশীদারী ব্যাংক ৩। যৌথ কোম্পানী ব্যাংক ৪। সমবায় ব্যাংক	১। তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ২। অ-তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

[২১] মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of a Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমস্ত কার্যাবলীকে প্রথমতঃ তিনভাবে বিভক্ত করা যায় যেমন;

১. সাধারণ কার্যাবলী (General Functions)

২. জনহিতকর কার্যাবলী (Public Utility Functions)

৩. প্রতিনিধিত্ব মূলক কার্যাবলী (Agency Functions)

সাধারণ কার্যাবলী (General Functions)

ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো;

ক. আমানত গ্রহণঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক (প্রচলিত ব্যাংক) জনগণের বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা সঞ্চয় চলতি হিসাব, স্থায়ী হিসাব এবং সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণ থেকে আমানত গ্রহণ করে। আমানতকারীদের চলতি আমানতের উপর কোন সুদ দেয়া হয় না কিন্তু, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী আমানতের উপর বেশী হারে সুদ প্রদান করে।

খ. ঋণ-প্রদানঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক সংগৃহীত আমানতী অর্থ সুদের বিনিময়ে ব্যবসায়ী, জনগণ, শিল্প মালিক, কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তা থেকে মুনাফা অর্জন করে।

গ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টিঃ প্রচলিত এই ব্যাংকগুলি বিভিন্ন প্রকারের চেক, হুন্ডি, ড্রাফট ইত্যাদির ড্রাফট টাকার মতই লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ সকল ব্যাংক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প সমূহের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

ঘ. সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠনঃ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বৃহদাকার মূলধন এবং প্রকল্প ভিত্তিক পুঁজি যোগান দেয়।

জনহিতকর কার্যাবলী (Public Utility Funtions)

বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলি সাধারণ কার্যাবলী ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীতে স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।

ক. অর্থ স্থানান্তর এবং ওয়েজ আর্নার হিসাবেঃ প্রচলিত ব্যাংক গুলি প্রয়োজনে মক্কেলদের সুবিধার্থে দেশে বিদেশে ব্যাংকের শাখা ও প্রতিনিধির মাধ্যমে নিরাপদে একস্থান হতে অন্য স্থানে টাকা প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া বিদেশে কর্মরত জনগণের বৈদেশিক মজুরী সংগ্রহ করে দেশীয় প্রতিনিধি/মালিককে প্রদান করে।

খ. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মূলবান জিনিসপত্র দলিল, পত্রাদি, শেয়ার, স্বর্ণ, রুপা, বিভিন্ন বন্ড, ঋণপত্র, গুরুত্বপূর্ণ দলিল ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণ করে। এমন কি প্রয়োজনে এর বিনিময়ে অর্থ ও প্রদান করে।

গ. বাণিজ্য সহায়তা ও পরামর্শ দানঃ প্রচলিত ব্যাংক গুলি দেশের অর্থ প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া দেশের আর্থিক কার্যাবলী এবং ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সাময়িকী প্রকাশ করে জনগণকে অবহিত করে। জনগণ এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ঘ. সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের কৃষি, শিল্প, বনজ ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে সহায়তা করে। ফলে একদিকে যেমন অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে সকল অর্থনৈতিক খাতের অবদান দেশকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করে।

ঙ. মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ প্রদানঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিল্প ব্যবস্থাকে ঋণ প্রদান করে শিল্প উন্নয়নে সহায়তা করে। তাছাড়া দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মাঝেও বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী (Agency Functions)

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহককে পরামর্শ প্রদান করে প্রতিনিধিত্ব মূলক ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে;

ক. প্রতিনিধিত্ব (Representative)ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহক, অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করে ।

খ. শেয়ার বা বন্ড ক্রয় বিক্রয়ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষে কমিশনের বিপরীতে শেয়ার বন্ড, ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য সম্পর্কিত দলিল পত্র ক্রয় বিক্রয় করে ।

গ. অবলেখন (Under Writing)ঃ সরকার বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্তৃক প্রবর্তিত বাণিজ্যিক বা জনসাধারণের শেয়ার অবলেখনের কাজ করে ।

ঘ. অন্যান্য কার্যাবলীঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের পাসপোর্ট, জাহাজ বা বিমানের টিকিট সংগ্রহ, প্রাইজবন্ড ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

এ ছাড়াও দেশের অবস্থা, সংস্কৃতি এবং পরিবেশসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেনদেন কার্য সম্পাদন করে। এক কথায় বলা যায় যে, প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলি অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন খাত থেকে জমা গ্রহণ, দেশে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সৃষ্টি, এবং বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ একমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি প্রদান করে থাকে। সামগ্রিক অর্থে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষতঃ দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজগুলো

অপরিহার্য। ষ্টিভেনশনের ভাষায় " ব্যাংকগুলো আমাদের বাণিজ্যিক এবং শিল্প সম্বন্ধীয় কার্যক্রমের জীবন প্রবাহ"।

বিশ্বের কতিপয় উল্লেখযোগ্য আধুনিক ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক. ব্যাংক অব বার্সিলোনা (Bank of Barcelona)ঃ ১৪০১ সালে ইটালীতে যাবতীয় সাংগঠনিক নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংক। ইহা বিশ্বের প্রথম আধুনিক সাংগঠনিক ব্যাংক হিসাবে বিখ্যাত।

খ. ব্যাংক অব আমস্টার্ডাম (Bank of Amstardum)ঃ ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রথম আমানতী ব্যাংক।

গ. রিক্স ব্যাংক অব সুইডেন (Riks Bank of Sweden)ঃ ১৬৫৬ সালে সুইডেনের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বিশ্বের প্রথম নোট ইস্যুকারী ও সনদ প্রাপ্ত ব্যাংক বলা হয়।

ঘ. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (Bank of England)ঃ ১৬৯৪ সালে ইংল্যান্ডে স্থাপিত হয়। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ও প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বিখ্যাত।

ঙ. হিন্দুস্থান ব্যাংক (The Hindustan Bank)ঃ ১৭০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। ইহা ভারত উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক।

চ. ব্যাংক অব প্রুশিয়া (Bank of Prussia)ঃ ১৭৬৫ সালে জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছ. বেঙ্গল ব্যাংক (The Bengal Bank)ঃ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ. সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Central Bank of India)ঃ এই ব্যাংক ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে স্থাপিত হয়। ইহা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঝ. ব্যাংক অব ফ্রান্স (Bank of France)ঃ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আমলে ইহা ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

ঞ. ব্যাংক অব ক্যালকাটা (Bank of Calcutta)ঃ ১৮০৬ সালে ভারতের কলিকাতায় প্রথম প্রেসিডেন্সি ব্যাংক।

ট. ব্যাংক অব বোম্বে (Bank of Bombay)ঃ ১৮৪০ সালে বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি ব্যাংক।

ঠ. ব্যাংক অব মাদ্রাজ (Bank of Madras)ঃ ১৮৪৩ সালে ভারতের মাদ্রাজ শহরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ব্যাংক।

ড. ব্যাংক অব জাপান (Bank of Japan)ঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জাপানে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঢ. ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Federal Reserve System)ঃ ফেডারেল রিজার্ভ আইনানুযায়ী ১৯১৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ণ. ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Imperial Bank of India)ঃ ১৯২০ সালের "রিজার্ভ ব্যাংক অব ক্যালকাটা", "ব্যাংক অব বোম্বে" ও "ব্যাংক অব মাদ্রাজ" এই তিনটি ব্যাংক একত্রিত করে আইনানুযায়ী "ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" গঠন করা হয়। ইহা ভারতের তৎকালীন বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে পরিচিত।

ত. রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India)ঃ ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া আইনানুযায়ী ১৯৩৫ সালে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

থ. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড (Habiab Bank Limited)ঃ ১৯৪১ সালে ভারতের বোম্বে শহরে প্রতিষ্ঠিত ভারত উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম ব্যাংক।

দ. স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (State Bank of Pakistan)ঃ ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই পাকিস্তানের করাচী শহরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম ব্যাংক।

ধ.দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (The National Bank of Pakistan)ঃ ১৯৪৯ সালে ইহা পাকিস্তানের প্রথম বাণিজ্যিক ও তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ন. ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক (The Eastern Mercantile Bank)ঃ ১৯৫৯ সালে চট্রগ্রামে প্রথম বাঙ্গালী মালিকানায় ও বাংলাদেশীদের দ্বারা এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বর্তমান নাম "পূবালী ব্যাংক লিঃ"।

প. বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank)ঃ ১৯৭২ সালে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঢাকাস্থ আঞ্চলিক শাখাকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং ইহার নাম দেয়া হয় "বাংলাদেশ ব্যাংক"।

ফ. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ (Islami Bank Bangladesh Limited)ঃ ১৯৮৩ সালে ঢাকায় স্থাপিত প্রথম শরিয়ত সম্মত সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বায়ন ও ইসলাম

মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদানে পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়। মানুষ এক মুহূর্তেই বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সাথে যোগাযোগসহ তথ্য আদান প্রদান করতে পারে। তা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে ব্যবধান বিস্তর। এক দেশের মানুষ অন্য দেশের উপর, এক জাতি অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় নিয়োজিত। এর ফলে মানুষে মানুষে বেড়ে চলেছে অবিশ্বাস, বঞ্চনা, বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্য। অথচ আল্লাহ সমস্ত মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এক জোড়া মানব মানবী থেকে। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন মানবকুলের রহ্‌মত স্বরূপ। কাজেই দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই ইসলাম এককেন্দ্রিক বিশ্বের উপর জোর দিয়ে এসেছে। পবিত্র কুরআনে মানুষ শব্দটি ৬৫ বার এবং মানবকুল শব্দটি ২৪০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বে "বিশ্বায়ন" শব্দটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আজ বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় অস্থির। প্রাথমিকভাবে বিশ্বায়নে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ক্রমে সামাজিক, সংস্কৃতিক বিষয়ও এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। তবে বিশ্বব্যপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহকে একই নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা এর মূখ্য উদ্দেশ্য।

Re Sanau Zvi তাঁর বিখ্যাত Current History গ্রন্থে বিশ্বয়ান সম্পর্ক বলেন, "বিশ্বায়ন একটি সীমানা অতিক্রমকারী বৈশিষ্ট যা ভূখন্ড এবং ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মানব সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল ধারণাকে সমৃদ্ধ করে"। এই সংজ্ঞায় বিশ্বায়নকে একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছ যা চলমান আর্ন্তজাতিকতাবাদকে জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার আলোকে মূল্যায়ন করে।

উদারীকরণ প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে তার মধ্যে বাজার সম্পর্কীয় নীতি, সরকারী ব্যয় হ্রাস সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ ধারণার বিলোপ সাধন ইত্যাদি রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নকে দুটো ভিন্ন উপাদানের সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। প্রথমত এটি আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তঃমহাদেশীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সেতুবন্ধন রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ডঃ মাহাথির মোহাম্মদ এর মতে বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন শব্দ যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বের সকল দেশকে একটি অভিন্ন সত্তার আওতায় নিয়ে আসা। দরিদ্র দেশগুলোর বাজার দখল ও তাদের অর্থনীতি খর্ব করাই এ বিশ্বায়নের লক্ষ্য। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বায়নের ধারণাটি প্রচার পেলেও অষ্টাদশ শতাব্দিতে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের সাথে এর বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে সময় এ ধারণাটি উদারীকরণ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৭৬ সালে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ এ্যাডম স্মিথ তাঁর "An enquiry into the nature and causes of wealth of nations" গ্রন্থে প্রথম উদারীকরণ সম্পর্কে ধারণা দেন। স্মিথ ও তাঁর অনুসারীদের মতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারী হস্তক্ষেপ কমানো উচিত। একমাত্র মুক্ত অর্থনৈতিক বাণিজ্যই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম পদ্ধতি। এরূপ অর্থনৈতিক উদারীকরণের পথ ধরেই জন্মলাভ করেছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারণা। এভাবে অবাধ বাণিজ্য থেকে বিশ্বায়ন শুরু উনিশ শতকের ষাট এর দশকে "ক্লাব অব রোম" অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে ঘোষণা করে। সে থেকেই মূলত বিশ্বয়ান কথাটির সূত্রপাত।

ফরেন এফেয়ার্স পত্রিকা মার্চ-এপ্রিল ২০০০ সংখ্যায় তিন লেখক ডব্লিউ বার্ডম্যাপ, কান্ট্রার জোয়ান স্পেরো, ও থরডি আড্রিয়া টাইসন "New world new doll" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় বলেছেন, ১৯৯৩ সালে বিল ক্লিনটন যখন ক্ষমতা হাতে নেন তখনই বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু এর

স্থায়িত্ব, কার্যকারিতা কিংবা ব্যাপকতা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। মার্কিন পন্থার সাথে বিশ্বের আরও কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, কানাডা, এবং জাপান নিজেদের নতুন অর্থনৈতিক কৌশলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। কার্যক্ষেত্রে কখনও তা শুধু অর্থনৈতিক কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছে। তাই বিশ্বায়ন এখন শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নামান্তর হয়ে বিশ্ব ব্যাংক (WB), আন্তজার্তিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম বিশ্বজনীন মতাদর্শ। ইসলামের রয়েছে বিশ্বদৃষ্টি (International Outlook)। সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার অনন্য বৈশিষ্ট্যে ইসলাম সমৃদ্ধ। পাশ্চত্য থেকে আমদানীকৃত যে "বিশ্বায়ন" সারা বিশ্বে প্রতিধ্বণিত হচ্ছে তা দেড় হাজার বছর পূবেই ইসলামের বিশ্বজনীন আহবান আমাদের "বিশ্বায়ন" থেকে অনেক শ্রেষ্ট ও ব্যাপক। ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলাম শুধু মুসলমানের জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্য। ইসলামে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই সমান। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের ফালাহ কল্যাণ বিশ্ব জাহানের জন্য। এজন্য ইসলামে আল্লার পরিচয় "রাব্বুল আলামীন" বিশ্বজাহানের রব "রাব্বুন নাস" সমগ্র মানব জাতির প্রভু/প্রতিপালক হিসাবে। ইসলামে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে বলা হয়েছে "রাহমাতুল্লীল আলামীন"– বিশ্ব জাহানের জন্য করুণা, আর কুরআন হচ্ছে "জিকরুল লিল আলামীন"- বিশ্ব জাহানের জন্য উপদেশ। ইসলামের আবেদন ও আহবান বিশ্বজনীন। বর্ণ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মুল উৎস একজন পুরুষ ও একজন নারী। তাই ইসলাম ঘোষিত বিশ্বজনীনতা আজকের বিশ্বায়নের চেয়ে অনেক বেশী বলিষ্ঠ ।[১]

---

[১] মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বিশ্বায়ন: ইসলামী দৃষ্টিকোন, Thought on Econonics Vol. 15. No.4. 2005, Pp. 52-75.

ইসলাম একমাত্র কালজয়ী সার্বজনীন আদর্শ। এই ধর্মের নবী (সাঃ) কে গোটা মানবজাতীর মুক্তির ও কল্যাণের জন্য কেবল তাকেই মনোনীত করা হয়েছে। এর পূর্বে আরও অনেক নবী রাসুল এসেছেন । কিন্তু তারা নিদিষ্ট জাতির জন্য আর্শিবাদ স্বরূপ প্রেরিত হয়ে ছিলেন, ব্যতিক্রম শুধূ মুহাম্মদ (সাঃ)। বিভিন্ন অমুসলিম মনিষী দার্শনিকসহ অনেকে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর শ্রেষ্টত্ব ও সৎ গুনাবলীর প্রশংসা করেছেন। সাম্প্রতিককালের ইতিহাসবেত্তা, গণিত শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতিবিদ মাইকেল হার্ট তাঁর দি হান্ড্রেড ((The Hundred). নামক সাড়া জাগানো গ্রন্থে পৃথিবীর একশ জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তালিকায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে তালিকার শীর্ষদেশে সন্নিবেশিত করেছেন। শ্রেষ্ঠগণের মাঝে প্রথম পরিগণিত করার কারণ সম্পর্কে তার অভিমত হলো- "First Muhammad played a far more important role in the development of Islam then Jesus did in the development of Chiristianity". তাঁর যুক্তি নিম্নোক্ত বক্তব্যে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে- "My choice of Muhammad to be the best of the Worlds most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels".[২] পৃথিবীর অনেক বিশেষজ্ঞ ও অমুসলিম পন্ডিত ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়ন ছাড়া সুখ, শান্তি ও কল্যাণ সম্ভব নয়। যেমন প্রখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার ও দার্শনিক জর্জ বার্ণার্ড-শ বলেন; "If all the world was united under one leader Mohammad (sm) would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness". মহানবী (সাঃ) ইসলামের কালজয়ী আদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবীর বুকে যে শান্তি স্বস্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তাপূর্ণ মানব-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তাঁর পরিপূর্ণ ধারেকাছেও আজ পর্যন্ত কেউ

[২] M.H. Hart the 100; A making of the most influential persons in History. New York, 1978 P. 33.

যেতে পারেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু সকল বিশ্বের মানুষ একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে গোষ্টিতে বিভিক্ত হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম বিশ্বের কোন জাতি গোষ্টির জন্য নয়, ইসলাম মানুষের জন্য। ইসলামের বিশ্বজনীনতা মানুষকে মূল্যায়ন করেছে মানুষ রূপে। ইসলাম বৈশ্বিক ধারণায় দূর্বলের উপর সবলের আধিপাত্য নাই। আছে সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। ইসলামের বিশ্বজনীতার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে জীবনের অর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যয় বিচার। ইসলামি দৃষ্টিতে যে কথা বলা হয়েছে যেখানে আদল ও ইহসানের ভিত্তিতে সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

ইসলাম এক শাশ্বত ও চিরন্তন ধর্ম। মহানবী (সাঃ) এর যুগ থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সর্বকালের সর্বযুগের সকল পেশার সকল স্তরের সকল বর্ণের মানুষের জন্য এটি আদর্শ। মানুষের জীবন যত ব্যাপক ইসলাম তার চেয়েও ব্যাপকতর ও বিস্তৃত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শে ও চিন্তায় রয়েছে মানুষ তথা সকল জীবের কল্যাণ কামনা।

মুসলিম বিশ্ব ও বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

আজাকের বিশ্বে বিশ্বায়ন যেমন বাস্তবতা, সম্পদের অসমবন্টন তেমনি বাস্তবতা। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদী বৈশ্বীকরণের দুনিয়ায় গ্রামে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের শ্লোগান হারিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় বিশ্বের ২০% মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত ৮৬% সম্পদ। দারিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ মানুষের মালিকানায় রয়েছে পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র ১%। বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ২৫০ কোটি মানুষ এখনও দরিদ্র। এবং ১৩০ কোটি মানুষের আয় দৈনিক

১৫ ডলারের কম। বিশ্বের ৩ জন ধনী ব্যক্তির আয় একত্রে পৃথিবীর দরিদ্রতম ২৬ টি দেশের আয়ের সমান। মাত্র ২০০ জন ধনী ব্যক্তির সম্পদের পরিমান পৃথিবীর মোট আয়ের ৪১%।

আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তারের সাথে সাথে এমন সব জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে যে গুলো কোন রাষ্ট্রের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। ইউরোপিয় রাষ্ট্রাগুলি এ কারণেই নিজেদের মধ্যে ভিসা ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালুর মাধ্যমে ইউরোপিয় ইউনিয়ন গঠন করেছে। শিল্পোন্নত ৭ টি দেশ জি-৭, আবার তৃতীয় বিশ্বের ১৩২টি দেশে নিয়ে গঠিত হয়েছে ৭৭ জাতি গোষ্টি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২০টি দেশ গঠন করেছে এপেক, ১০টি মুসলিম দেশ মিলে গঠন করেছে "ইকো" বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলি গঠন করেছে সার্ক ও সাপটা ।

বার্ণাড'শ বলেন, "If all the world were united under one leader Muhammad (Sm) would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness" যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আদর্শের ধারক মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একনায়কের শাসনাধীনে আনা হতো, তবে একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) ই সর্বাপেক্ষা যোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন। তিনি আরো বলেন, "Sooner or later time will surely come, when the world will be free to admit that the only means to all its trouble is to follow the perfect teaching and example of the holy Prophet". শীঘ্রই আর বিলম্বেই হোক, নিশ্চিতই এমন এক সময় আসবে যখন

সমগ্র বিশ্ববাসী স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তার সমস্যা সমূহ সমাধানের একমাত্র উপায় মহানবীর পূর্ণ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত গুলির অনুসরণ করা ।[৩]

মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মধ্যযুগের মুসলিম অঞ্চলে কেন্দ্রিয় ব্যাংক বলতে বোঝায় বায়াত আল-মাল যা খলিফা হযরত ওমর কর্তৃক সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বায়তু'ল মাল এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। বায়তুলমাল শব্দটি সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় কোষাগার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বায়তুল মাল বলতে সরকারের অর্থ-বিভাগীয় কর্মকেন্দ্রকে বুঝায় না, পুঞ্জিকৃত ধন-সম্পদকেই বলা হয় বায়তুলমাল।[৪] ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তু'ল মাল বলা হয়। রাসুল (সাঃ) এর যুগ হতে কোন না কোনরূপে বায়তু'ল মালের অস্তিত্ব ছিল অর্থাৎ রাসুল (সাঃ) এর নিকট গানীমত, চাঁদা, সাদাকা ইত্যাদিরূপে যে অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হতো তিনি তা তৎক্ষণাৎ স্বীয় সাহাবীগণের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। রাসুল (সাঃ) এর যুগে বায়তু'ল মালের মাল সঞ্চিত করে রাখার সুযোগ ছিল না। তাই তার জন্য পৃথক কোন ঘরও নির্মাণ করা হয়নি, বরং বায়তু'ল মালের সকল প্রকার ধন মসজিদে নববীতে জমা করে তা সঠিকভাবে প্রাপকের নিকট বন্টন করা হতো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর খিলাফতের যুগেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতের যুগেই পরিপূর্ণরূপে প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক বায়তু'ল মাল অস্তিত্ব লাভ করে ।[৫]

উমাইয়া আমলে এই বায়তুল মাল ৩টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। The Bayt-al-Mal (Public treasury), the Bayt-al-Mal-al Muslim-in (The treasury of Muslims) and the

---

[৩] কাজী দীন মুহাম্মদ, বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্ব শান্তির দিশারী মুহাম্মদ (সাঃ), সীরাতুন্নবী (সাঃ), জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃঃ ১২৫-১২৭।

[৪] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ: ২৫৬।

[৫] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫ ম খন্ড, পৃঃ ৫৯৫-৬০৩, ১৯৮২।

Bayt–al-Mal-al-khas (Private treasury of the Khalifah). এটা ছিল সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ। এই বিভাগ পরিচালিত হতো খাযিন আল-মাল অথবা সাহিব আল-মাখযান উপাধিধারী একজন কর্মর্তার তত্ত্ববধানে। এছাড়া প্রাদেশিক ট্রেজারারের উপাধি ছিল খাযিন বা আমিন। প্রধান ট্রেজারার দেশের একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা যাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল অনারব। তাদের অনেকেই ছিল খৃষ্ট ধর্মানুসারী। কেন্দ্রীয় বায়াত আল মালের সর্বময় কর্মকর্তা ছিলেন স্বয়ং খলিফা এবং প্রদেশের প্রধান ছিলেন আমীর। তাঁদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত বিভাগ সুচারুরূপে পরিচালিত হতো। জনগণের এই কোষাগার সাধারণত আমীর এবং খলিফার প্রাসাদের নিকটে অবস্থিত হতো। অপর দিকে বায়াত আল-মাল-আল মুসলিমীন ছিল কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রধান কাযীর তত্ত্বাবধানে এবং প্রদেশে সহকারী কাযীর অধীনে। স্পেনে ১ম মুহাম্মদ এর সময়ে প্রাদেশিক কোষাগার গভর্ণরের প্রাসাদ সিজোনিয়ায় ছিল যা পরে লুণ্ঠিত হয়ে যায় ।[৬]

খলিফা পরে আল-ফাই এবং তাঁর নিজের অংশের সম্পত্তির বেশীরভাগ জনগণের জন্য কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক কোষাগারে প্রদান করে দেন। প্রধান কোষাধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক কোষাগার থেকে অর্থ গ্রহণ ও ব্যয় করার ক্ষমতা রাখতেন। কোষাগারে ভবিষ্যৎ জরুরী প্রয়োজনে ব্যয়ের জন্য অর্থ সংরক্ষণ করত এবং তা থেকে ঋণ নেয়া যেত। জরুরী প্রয়োজনে যেমন দেশ রক্ষার কাজে অর্থ সমূহ "বায়াত আল মাল" থেকে "বায়াত আল-মুসলিমীন" এ প্রেরণ করা হতো। দূর্গ প্রাচীর ও পরীখা খননসহ সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় করা হতো।

বায়তুল মাল শুধূমাত্র মুসলমানদের সম্পত্তিই ছিল না এতে যিম্মি (অমুসলিম যারা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করত) তাদেরও অংশ ছিল। বায়ত-আল মালের থেকে রাষ্ট্র দরিদ্র যিম্মী ও মুসলিমীনদের প্রয়োজনে ব্যয় করত। খলিদ বিন ওয়ালিদ এবং হীরায় জনগণের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে শেষে বলা হয়েছিল বৃদ্ধ

---

[৬] Dr. S.M. Imamuddin; A Historical Background of Modern Islamic Banking, Thought on Islamic Banking, IERB, 1982, Pp. 175-183.

এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিজনদের কেবল জিযিয়া থেকে অব্যাহতি দিলেই চলবে না, বরং তারা যতদিন মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন তাদের নিয়মিত অর্থনৈতিক সহায়তা করতে হবে। "সাদাকাহ্" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিবলী নোমানী বলেন, এই টাকা মুসলিমদের দারিদ্রের বিরূদ্ধে এবং জিম্মিদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো।

উমাইয়াদের সময়ে বায়াত আল-মাল কৃষি ঋণ দান ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা পালন করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়ে আব্দুল মালিক এবং ওয়ালিদের অধীন ইরাকের গভর্ণর ক্ষুদ্র চাষিদের ২০ লক্ষ দিরহাম কৃষি ঋণ দিয়েছিলেন। আহমেদ আলির মতে, এই ঋণের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না তবে তাঁর মতে এই ঋণের কোন সুদ ধরা কিংবা নেয়া হয় নাই। বাণিজ্যিক কাজ কর্ম সহজ ভাবে পরিচালনার জন্য ইহা ব্যবসায়ীদের খুবই কাজে লাগত। ব্যবসায়ীগণ এক জায়গা থেকে ঋণ গ্রহণ করে অন্য জায়গার "বায়তুল মালে" পরিশোধ করতে পারতো এবং এই অর্থ প্রকৃত যেখানে থেকে উত্তোলন করা হয়ে ছিল সেখানে সমন্বয় করা হতো। উদাহরণ স্বরূপ উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর বসরায় বায়াত আল-মাল থেকে ঋণ নিয়ে (কুফার গভর্ণর আবি মুসা আল আশারির সময়ে) পণ্য ক্রয় করে হিজাযে তা বিক্রয় করে হিজাযের বায়তুল মালে এই অর্থ পরিশোধ করেন।

অর্থ ঋণ একটি পুরনো রীতি যা উমর বিন খাত্তাব কর্তৃক অনুমোদিত। কথিত আছে যে, ওমরের দুই পুত্র আব্দুল্লাহ্ ও ওবায়দুল্লাহ্ উমরের ইরাক অতিক্রম করার সময় বায়তুল মাল থেকে তাদের মায়ের অংশ আবু মুসা আশারী কর্তৃক প্রাপ্ত হন। তারা এ অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। পরে তাদের মায়ের অংশ পুনরায় পরিশোধ করে লভ্যাংশ রেখে দেন। উমর এটি জেনে খুব রাগান্বিত হন এবং খলিফার সন্তান বলে তাদের অপ্রত্যাশিত কোন সুযোগ গ্রহণ অনুচিত তা জানিয়ে দেন। প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলেন যদি তারা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হতো তাহলে এটা তারা পুনরায় ফিরিয়ে দিতে পারত না। খলিফা উমর অর্থ ফিরিয়ে দেয়া এবং তা যথাস্থানে

রাখার বিষয়ে অবগত আছেন মর্মে জানান। তখন তাঁরা বলেন যে ইহা ঋণ হিসাবে বিবেচ্য হওয়া উচিত। তাদের পরামর্শ অনুমোদিত হয়। এই ঘটনা ব্যবসায়ে অর্থ ঋণের প্রচলনের কথা প্রমান করে। বিনাসুদে ঋণ দেওয়ার কাজ প্রথমদিকে ব্যক্তিগতভাবেই সম্পন্ন হতো। সাহাবাগণ এমনকি স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)ও লোকদের নিকট থেকে প্রয়োজন অনুপাতে ঋণ গ্রহণ করেছেন।[৭]

এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্র গুলোতে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল যারা ব্যাংক হিসাবে কাজ করত। সমসাময়িক মধ্যযুগীয় আরবী সাহিত্যে "যাবাদাহ"(Jahbadh) এবং "সার্‌রাফা" (sayrafah) এই শব্দগুলি প্রায়ই দেখা যায়। "যাবাদাহ" শব্দটি পার্সি শব্দ "কাবাদাহ" (kahbadh) থেকে নেয়া যার অর্থ "অর্থ বিনিময়", "ব্যাংকার" অথবা "কর আদায়কারী"। সাসানীয় শাসনকর্তা "জামসিদের" শাসন কালে ফিরে গেলে দেখা যায় "যাবাদাহ"এর কার্যালয় (অফিস) উমাইয়া খিলাফতের প্রাথমিক যুগ থেকেই বর্তমান ছিল। আব্বাসীয়রা "যাবাদাহ"র কার্যক্রম আরো বর্ধিত করে। বেসরকারী ভাবেও অর্থ বিনিময় ব্যবসা সার্‌রাফদের দ্বারা পরিচালিত হতো যাদের অধিকাংশই ছিল ইহুদি, খ্রীষ্টান এবং অল্প সংখ্যক মুসলিম। ব্যবিলনীয় সময়কাল থেকেই "আল সার্‌রাফ" শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়।

সাসানীয় সময়কালে মাদাইনে কিছু খ্রীষ্টান সংখ্যালঘু বসবাস করতো যাদের বেশীর ভাগই অর্থ বিনিময় ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। তারা পার্সিয়ান রুপার মুদ্রার সঙ্গে বাইজান্টাইন সোনার মুদ্রার বিনিময় করতো। তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অভিবাসন (migration) করে কুয়েতে আসে, সঙ্গে আসে তাদের পুরনো "অর্থ-বিনিময়" ব্যবসা। তারা ব্যাপক হারে মুদ্রার ওজন ও মুদ্রামান সম্পর্কিত দিনার ও দির্‌হমের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। তারা ইরাকে "ব্যাংক প্রতিষ্ঠান" উন্নয়নের জন্য গুরুতপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। প্রচলিত বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রের এক প্রান্তে বিশেষতঃ স্পেন এবং মিসরে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

---

[৭] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম; ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ; ২৬০।

আব্বাসীয় আমলে "সার্‌রাফ" সোনা, রুপা মুদ্রা মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পরিবর্তে সমমূল্যের মুদ্রা দিত সেই রত্নের দাম অনুযায়ী। এইভাবে তারা সোনা, রুপার প্রকৃত মূল্যমান থেকে লাভ অর্জন করত। দিনার ও দিরহামের বিনিময় মূল্যে পার্থক্য ছিল সাধারণত ১ দিরহাম। সর্‌রাফরা (সার্ফ) ব্যবসাতেই অর্থ-ঋণ দিয়ে সহায়তা করত, পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করত ঋণ বা লাভ ক্ষতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণনা করত। অষ্টম ও নবম শতকে আব্বাসীয়রা পূর্বাঞ্চল সমূহে দির্‌হামে এবং পশ্চিমাঞ্চলে দিনারে কর আদায় করত। কিন্তু দশম শতাব্দীতে এসে তা শুধু দিনারে আদায় করা হতো। তা সত্বেও সরকারী হিসাবে দির্‌হাম এবং দিনারের অনুপাত ছিল ১০ঃ১। বাজারে এই মূল্যমানের হ্রাস বৃদ্ধি হতো কিছুটা চাহিদা ও যোগানের উপর, আর কিছুটা ছিল সার্‌রাফদের অসততার কারণে। অর্থ বিনিময়কারীদের আয় এবং সোনা ও রূপার এই দুই মুদ্রার মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ করতে "যাবাদাহ" নামক একজন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। তার প্রধান দায়িত্ব ছিল রূপার মুদ্রাকে সোনার মুদ্রামানে পরিবর্তন করা। ৯২৮ খ্রীঃ আব্বাসীয় আমলে একজন খ্রীষ্টান কর্মকর্তার (ইব্রাহিম বিন আইয়ুব) অধীনে যাবাদহর একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয়। ইহা সম্ভবত একজন ইহুদী কর্মকর্তার (যিনি ৯০৮ খ্রীঃ থেকেই অর্থবিভাগে চাকুরী করতেন) সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। দিওয়ান আল্‌-আম্‌ওয়াল্‌ সজ্জিত হয়েছিল কতকগুলি যাবদাহের মাধ্যমে। মিসরে ফাতিমীয় খলিফা আল-আযীযের প্রধানমন্ত্রী ইয়াকুব বিন খিলিজ-এর প্রসাদের নিকট ঐ যাবদাহ গুলো অবস্থিত ছিল।

বেসরকারী ইহুদী ব্যাংকারগণও অর্থ লেনদেন বিষয়ে সাহায্য করত। তারা ঋণের বিনিময় মাধ্যম যা সুফ্‌তাযাই এবং খাত-ই-সারর্‌ার্ফ এগুলো সম্পর্কে তাদের অবহিত করে। সুফ্‌তাযাহ্‌ পার্সি শব্দ "সাফ্‌তাযাহ" থেকে আরবীতে নেয়া হয়েছে যার অর্থ দাঁড়ায় "কাগজের টাকা" বা "ঋণ পত্র"।[৮] এই ঋণ পত্রের মাধ্যমে সাধারণতঃ চল্লিশ দিনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দুই ব্যক্তির পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বাহনকারীকে

[৮] Dr. S.M. Imamuddin; Some aspects of Banking in medieval Countries (661-1258 AD), Thought on Islamic Economics, IERB, 1982, Pp. 181-185.

প্রদত্ত এক ধরনের অনুমতি পত্র হিসাবে বিবেচিত হতো। সে সময়ে মুসলিম দেশ গুলিতে চেকের মাধ্যমে এজাতীয় আদান প্রদান ব্যাপক প্রচলন ছিল। এটি সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে সরকারী কাজে এবং বেসরকারী লেনদেনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতো । বিভিন্ন কোম্পানী যেমন, বাগদাদের যোসেফ বিন পিন্‌স ও এ্যারন বিন এমরান এবং কায়রোর শাল ভাতৃদ্বয় এই পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাত। এ প্রসংগে জানাযায়, একজন ভ্রমণকারী তার স্পেনে ভ্রমণকালীন ব্যয় নির্বাহ এবং কেনাকাটার জন্য এ ধরণের একটি অনুমতি পত্র লাভ করে। বাগদাদের খলিফা মুক্তাদির (আব্বসীয় খলিফা ৯০৮-৯৩২) মিশরের একজন ব্যাংকারের সাহার্য্যে মিসর এবং সিরিয়া সরকার কর্তৃক প্রেরিত ১৪৭০০০ দিনারের একটি "সুফ্‌তাযাহ্‌" প্রাপ্ত হন। আরও জানা যায়, একজন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে সুফ্‌তাযাহ্‌-এর মাধ্যমে ২০০ দিনার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বাগদাদের বায়াত-আল-মালে ফারস, ইস্পাহান এবং অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ থেকে প্রেরিত আমওয়াল সাফাতিজ (amwal safatij) অর্ন্তভূক্ত হতো এবং সাফাতিজ বহনকারী বিশেষ দূতকে বলা হতো ফিজ। এই সুফ্‌তাযাহ্‌ ব্যবহৃত হয় "বিল অব একচেঞ্জ" এবং "ট্রাভেলারস্‌ চেক" হিসাবে। প্রতিটি "সুফ্‌তাযাহ্‌"র সাধারণতঃ ৪০ দিনের একটি মেয়দ থাকতো। মেয়দান্তে যদি এটাকে নগদ করা হতো.তবে প্রাপক এক সঙ্গে সমস্ত অর্থ অথবা কিস্তিতে তার সুবিধামত গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি এটাকে নগদ করা হতো তবে কিছুটা মূল্য হ্রাস হতো । পূর্বাঞ্চলে একজন আলী বিন ঈসা সময়ের আগেই নগদ করার জন্য ১$^{১/২}$ দানিক (daniq) (১ দির্‌হাম=৬ দানিক) অথবা ১/৬ দানিক প্রতি দিনারের পরিবর্তে তাকে পরিশোধ করতে হয়েছিল। বসরার ব্যবসায়ীগণ ব্যাংকে তাদের হিসাব (একাউন্ট) খুলে খাত্‌-ই-সার্‌রাফ ইস্যু করে। এমনকি স্থানীয় লেনদেনের ক্ষেত্রেও তারা তা করতো। দশম শতকের মধ্যভাগে সিজিলমাসার একব্যক্তি একই শহরের অন্য একব্যক্তির নামে ৪২,০০০ দিনার উত্তোলন (draw) করে।

এভাবে সুফ্তাযাহ্ এবং "খাত-ই-সার্‌রাফ গ্রহণ সেই সময়ের জনগণের ব্যাংকিং মানসিকতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রমান পাওয়া যায়। এই আলোচনায় শেষে এসে বলা যায় যে, মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুপরিচিত ছিল। বিখ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ এন্ড্রু সেভস বলেন "সুফ্তাযহ্" লেনদেন এক নূতন রীতি যা লেনদেনের অনেক সমস্যর সমাধান করে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগ থেকে মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রীয়ভাবেই সীমিত আকারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হতো। আর্থিক লেন দেন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনেকটা রাষ্ট্রীয়ভাবেই পরিচালিত হতো। সুগঠিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্মেষ মুসলিম শাসকগণের চিন্তা-চেতনার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল।

বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত সুদবিহীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। 'ইসলামী ব্যাংকিং' পরিভাষাটি আধুনিককালে উদ্ভাবিত। বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের জনগণ পরিচিত ছিল না। তবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা তথা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছিল ইসলামের শুরু থেকেই। পবিত্র কুরআনে সুদের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হবার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সর্ব প্রকার সুদকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং সমগ্র আরবে সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা চালু করেন। সাহাবায়ে কিরাম ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতেই ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আধুনিক কালের ন্যায় কোন ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল না বটে; কিন্তু মুসলমানগণ ইসলামী পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা

করেন। 'বায়তুল মাল' এর লেনদেন ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও 'বায়তুল মাল' বহাল ছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন 'বায়তুল মাল' এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হতো। প্রাথমিক যুগের এ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কেবলমাত্র আরব জাহানেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সমগ্র বিশ্বেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু ছিল।[৯] এমন এক যুগ ছিল যখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলামনদের হাতে, আর চালু ছিল সুদ বিহীন অর্থ ব্যবস্থা। কিন্তু মুসলিম জাতি বিবিধ কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যের শক্তি মুসলিম দুনিয়ার উপর প্রধান্য বিস্তার করলে মুসলিম জাতি সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে। ফলে সুদ বিহীন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহুদী ও সম্রাজ্যবাদ শক্তি সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদকে মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেয় এবং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত সুদ বিহীন যে অর্থ ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে প্রায় সমগ্র বিশ্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দয়ে। ইহুদীরাই ছিল সুদের প্রবর্তক এবং সুদী প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক। যতদূর জানা যায়, প্রাচীন গ্রীক সমাজে যখন ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে তখন ব্যাংক সুদ গ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। খৃষ্টানদের 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট' ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদী জাতি এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ব্যাংক সমূহে সুদের প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে খৃষ্টানরাও তাদের অনুসরণ করে এবং উত্তরোত্তর মুসলমানরাও সুদী কারবার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমানে মুসলমানদের মননে ও চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, ব্যাংকিং বলতে তারা কেবল সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝে। ইসলামী ব্যাংকিং বললে তারা যেন অবাক হয়ে যায়। ব্যাংকিং বলতে তারা সুদী ব্যাংকের নাম, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে।

---

[৯] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৬০।

এখানে এ কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রের অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর, আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাংকের সাহায্যে অনেক এজেন্সী সার্ভিস ও সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। সমাজের অসংখ্য লোকের হাতে কম-বেশী পরিমাণের যে পুঁজি বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে তা এই ব্যাংকের মাধ্যমেই একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে সামষ্টিক কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ হতে পারে। ব্যাংক ব্যতীত এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে ব্যাংক একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সুদ প্রথার কারণে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাই মানবজাতির জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বর্তমানে সুদী ব্যাংকের মাধ্যমে অসংখ্য হাতের বিক্ষিপ্ত পুঁজি এককেন্দ্রিক হয়ে তা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন হয়ে সৃষ্টি করেছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ। ব্যাংক থেকে যদি সুদের মত এ ভয়াবহ পাপ ও অভিশাপটিকে দূর করা যায় তাহলেই ব্যাংক সত্যিকার অর্থে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ শুরু থেকেই গোটা ব্যাংক ব্যাবস্থাকে ইসলামীকরণের জন্যে তথা ব্যাংক থেকে সুদ প্রথাটিকে দূর করে এটিকে একটি প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এবং মুসলিম জাতিকে সুদের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে আসছেন। তাঁরা কখনো নীরব থাকেননি। মুসলিম মনীষীগণ সর্বযুগেই ইসলামী নীতিমালাকে পুনঃ প্রবর্তনের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করার বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ওলামায়ে কিরাম, ইসলামী আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গবেষক এবং দার্শনিকগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি, কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করতে থাকেন এবং

লিখিতভাবেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করতে থাকেন। তাঁদের এ বক্তব্য লিখনীয় ভাষা কখনো ছিল বলিষ্ট আবার কখনো ছিল মন্থর। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বপক্ষে ব্যাপক গবেষণা, লেখালেখি এবং জোরালো বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। তাঁদের এ বক্তব্য ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং ষাটের দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক, বীমা, ইন্সুরেন্স কোম্পানী, সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৬৩ সালে মিসরে সর্বপ্রথম সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মিশরীয় অধিবাসী যুক্তরাজ্য ও জার্মানীতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ আহম্মদ আল নাগগার স্বউদ্যোগে ১৯৬৩ সালে মিসরীয় বদ্বীপ শহর মিটগামার নামক স্থানে 'মিটগামার ব্যাংক' নামে একটি সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক। স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ব্যাংক বিপুল সাফল্য অর্জন করে। ১৯৬৩-৬৭ সালের মধ্যে মিসরের ৯টি প্রদেশে মোট ৯টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু মিসরের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অতঃপর মিসর সরকার জনগণের দাবী ও আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্যে ১৯৭২ সালে 'নাসের সোস্যাল ব্যাংক' নামে অপর একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন।

অপর দিকে সরকারী উদ্যোগে বর্তমান বিশ্বে প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ায়। ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়া পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'তাবুং হাজী' নামে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভবিষ্যত হজ্ব পালনেচ্ছুক লোকদের আমানত সংগ্রহ এবং হাজীদের সর্ব প্রকার সেবা ও সহযোগিতা করাই হচ্ছে মূলতঃ এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুনাম ও সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। 'তাবুং হাজী' এর স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজকীয় অধ্যাপক আবদুল আজীজ।

১৯৭০ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসি'র পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রথম বারের মতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের অপর এক সম্মেলনে 'আইডিবি' (ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক) চার্টার গৃহীত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে অক্টোবর মাসে সৌদী আরবে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৭ সালে সুদানে এবং মিশরে 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক' এবং কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে জর্দানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট'। এ সময়েই পাকিস্তান এবং ইরান সরকার সে দেশের সকল ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সৌদী আরবের তায়েফে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে ইরান সে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পুণর্গঠন করে। এ দশকেই পাকিস্তান ও সুদানের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে মালয়েশিয়া সে দেশের গোটা আর্থিক ব্যবস্থা ইসলামীকরণের কথা ঘোষণা করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে গোটা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের উত্থান ঘটতে থাকে। কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, মিশর, সুদান, যুক্তরাজ্য, বাহমাস, কাতার, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্দান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক কেবলমাত্র মুসলিম দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানীর মত অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৪৫টিরও অধিক দেশে দুই শতাধিক সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং শরীয়ার

নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেদিন বেশী দূরে নয় যখন গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ তাঁদের ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালনা করবে এবং সুদের ভয়াবহ অভিশাপ, শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং প্রবর্তণের পটভূমি ও অগ্রগতি

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূখ্য বিষয় হচ্ছে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকা। এ কারণেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ পাশ্চাত্য ব্যাংকসমূহের প্রকৃতি থেকে মৌলিক ভাবে ভিন্ন। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ায় অর্থায়নের প্রকৃতি এবং পদ্ধতি মুনাফায় অংশীদারিত্ব ভিত্তিক হতে হবে অথবা ইসলামী শরীয়া অনুমোদিত কোন পন্থায় হতে হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় ৪৫টির মত দেশ এবং কিছু অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংক অথবা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম দেশগুলির ভূমিকা অত্যান্ত দৃঢ় অবস্থায় ছিল। এঅঞ্চলের ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামী অর্থনীতির বিষয়ে কুরআন হাদিসের আলোকে পূর্ব থেকেই তাদের বলিষ্ঠ লিখনী এবং বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে বক্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা জনসম্মুখে তুলে ধরতে থাকেন। পাকিস্তান এবং ইরান একমাত্র দেশ যারা ইসলামিক শরীয়াহ্ অনুযায়ী তাদের দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ।[১০] প্রথম দিকে পাকিস্তানে ব্যাংক গুলি শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালনায় অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়ে। পরবর্তীতে ব্যাংক গুলি ভালভাবেই শরীয়াহর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। শুধুমাত্র দেশীয় ব্যাংক গুলিই নয় বরং পাকিস্তানে কর্মরত আন্যান্য বিদেশী ব্যাংকসমূহও শরীয়াহর ভিত্তিতে সুষ্টুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

[১০] মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন; সুদ, সমাজ, অর্থনীতি, আইআইআরবি, ১৯৯২, পৃঃ ১-৩।

পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাংকিং

দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার পথিকৃত হচ্ছে পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন-শোষণ থেকে মুক্তিলাভের পরপরই ইসলামী শরীয়ার আলোকে পাকিস্তানের গোটা অর্থব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবী তীব্র হতে থাকে। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যক্রম উদ্বোধনের দিনে ১ জুলাই ১৯৪৮ সালে আয়োজিত বিরাট সভায় স্টেট ব্যাংকের প্রথম গভর্ণর মরহুম জাহিদ হুসাইন ঘোষণা করেছিলেন, "Banking practices must be subjected to careful scrutiny on scientific lines by competent economists well acquained with the basic principles and requirments of islam and that the research organisation proposed to be established by the State Bank of Pakistan would devote special and unremitting attention to this most important aspect of our ideological problem", এরপর বহুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে স্টেট ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর উপর সুসংগঠিত ও কার্যকর গবেষণা করার জন্য "Islamic Economic Section" নামে একটা সেকশন খোলা হয়। পরবর্তী সময়ে এটা একটা পরিপূর্ণ ডিভিশন এ পরিণত হয়। এ ডিভিশনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেন। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের ৩৭নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে অর্থনীতি থেকে সুদ বিলোপের উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাষ্ট্রকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক অর্থনীতি থেকে সুদ নির্মূলকরণের জন্য সময়সীমা বেধে দেন এবং Council of Islamic Ideology (CII) কে এজন্য প্রয়োজনীয় নীল নক্সা প্রণয়নের জন্য তাগিদ প্রদান করেন। সরকারের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থা তথা অর্থনীতি ইসলামীকরণের পথ অত্যন্ত সহজ হয়ে

আসে ।[১১] Council of Islamic Ideology দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে ১৫ জনকে নিয়ে অর্থনীতি থেকে সুদ বিলোপ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য একটি প্যানেল গঠন করে ।[১২]

প্যানেল ১৯৮০ সালের জুন মাসে সরকারের নিকট একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে ইসলামে সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রকৃতি এবং যৌক্তিকতাসহ সুদ রহিত করে লাভ -ক্ষতি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক পদ্ধতির দিক তুলে ধরা হয়। ১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারী থেকে পাকিস্থানে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলিকেও পর্যায়ক্রমে ইসলামীকরণ করা হয়। এভাবেই পাকিস্থানে ইসলামী ব্যাংকিং এর অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তানের ইসলামী ব্যাংকিং দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ।[১৩]

মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং

মালয়েশিয়ায় সর্বপ্রথম ১৯৬২ সালে সরকার তীর্থ স্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে সুদমুক্ত লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে। জনগণ তাদের সঞ্চয় সুদমুক্তভাবে নিরাপদে ব্যাংকে গচ্ছিত রাখার সুযোগ পায়। এই পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে সরকার ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ইসলামীকরণার্থে "ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যাক্ট" প্রণয়ন করে। এই এ্যাক্টই হচ্ছে মালয়েশিয়ায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামীকরণ

---

[১১] Dr. Ataul Hoque; Reading in Islamic Banking, Islamic Foundation Bangladesh, 1987, Pp. 254-256.

[১২] A.S.M. Fakrul Ahsan; Text Book On Islamic Banking. IERB, 2003. Pp. 425-429.

[১৩] Islamic Finance; Islamic Finance Buletten, Central Shareah Board of Islamic Banks of Bangladesh, 2nd Issue, May 2005.

অর্থাৎ শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং এর মূল ভিত্তি ।[১৪] তখন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০-৬০ টি প্রতিষ্ঠান শরীয়াহ্ ভিত্তিতে তাদের আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

ভারতে ইসলামী ব্যাংকিং

ভারতে ইসলামী ব্যাংকিং প্রথার ইতিহাস সাম্প্রতিক কালের। ভারতে সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে "আল-আমিন ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঃ" প্রতিষ্ঠা করা হয় ।[১৫]

ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

একমাত্র ইসলামই কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থার রূপকার। এর নির্দেশনায় রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক ও পরকালীন সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তি। ইসলাম সম্পৃক্ত করেছে আধ্যাত্মিকতার সাথে কর্মময়তাকে। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে মহান আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করতে, "হে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সুন্দর, কল্যাণময় করো"। কাজেই কর্মহীন দারিদ্রপূর্ণ জীবন ইসলামে কাম্য নয়।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরনের জন্য প্রতিনিয়তই আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার অর্ধেক কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বাক্ষর করেছে দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র বা "পিআরএসপি"। বাংলাদেশ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম মাডারেট দেশ। এখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যাংকিং সেক্টরে প্রচলিত ধারার সাথে ইসলামী ধারার সহাবস্থান রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং এর মূল থিমই হলো ইসলামী অর্থনৈতিক মূলনীতির আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন। ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্ঠা করা।

---

[১৪] Dilshad Ara; Banking in Islam- Genesis and Development from Historical Perspective, Hamdard Islamicus, Vol. XXIII, April- June, 2005. Pp. 425-429.
[১৫] Do.

উন্নয়ন বা Development শব্দটি একটি অর্থনীতির ব্যাপক ব্যাঞ্জনাময় শব্দ। ভিন্ন ভিন্ন মতালম্বীদের মতে এক কথায় উন্নয়ন বা Development বলতে A dynamic process which involves change plus growth বা একটি শক্তিশালী গতিশীল প্রক্রিয়া যা প্রবৃদ্ধি যুক্ত পরিবর্তন বুঝায়। কিন্তু উন্নয়ন বলতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই বুঝায় না। ধন সম্পদ যেমন একটি শক্তি তেমনি এর অভাবও নানা সমস্যার উদ্ভাবক। তাই উন্নয়নের সংজ্ঞায় বর্তমানে বলা হয় "The reduction or elemination of proverty, inequality and unemployment within the content of a growing econmy" অর্থ একটি প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে দারিদ্র, অসাম্য ও বেকারত্বের মাত্রা হ্রাস করা বা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করাই হলো উন্নয়ন। অধ্যাপক Michael P.Todaro উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলেছেন উন্নয়ন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যা কাঠামোগত, আচরনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরুঙ্কুশ দারিদ্রের মূলৎপাটন করে। এর ব্যাখায় তিনি বলেছেন উন্নয়ন সামগ্রিক পরিবর্তন বুঝায় যা দ্বারা গোটা সামাজব্যবস্থা বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজন এবং ব্যক্তি সামাজিক গোষ্ঠি সমূহে আশা আকাংখা সেই ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বিত হবে। Todaro এর সংজ্ঞাটি ইসলামের উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে তুল্য। ইসলাম মানুষের জাগতিক জীবন এবং পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ করে। মহানবী বলেছেন, "দুনিয়ার জন্য কাজ কর যেন তুমি চিরদিন এখানে বসবাস করিবে। আর পরকালের জন্য কাজ কর যেন তুমি কালই মরিয়া যাইবে"।

এক কথায় ইসলাম বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দিকসমূহকে সমান গুরুত্ব সহকারে ধারণ করে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষকে মানুষের ও মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। তাই মুসলিম জনগণের বৈষয়িক কল্যাণের সাথে পরকালীন কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টা করতে হবে উন্নয়নের বহুমূখী প্রক্রিয়ায়। ইসলামের মূল লক্ষ্যই হলো সামাজিক উন্নয়ন। এর উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ সামাজিক সফলতা। সফল সমাজ বলতে অর্থনীতি, সমাজ এবং রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন বুঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে

প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন, শ্রমিক আয়, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই ত্রিমাত্রিক উন্নয়ন। ইসলাম উন্নয়ন বলতে এই সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকতে হবে। এই প্রেক্ষিতে উন্নয়ন মূল্যমান হিসাবে ৩টি বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন;

১. Life sustenance- জীবনের স্থায়িত্ব/পরিস্ফুটিতকরণ, সংরক্ষণ

২. Self esteem- আত্মসম্মানবোধ জাগ্রতকরণ/আত্মসচেতন।

৩. Freedom from servitude- সর্বপ্রকারের দাসত্ব থেকে মুক্তি।

জীবনের স্থায়িত্ব/পরিস্ফুটিতকরণ, সংরক্ষণ (Life sustenance)

উন্নয়নের মূল শর্তই হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন। Todaro এর সূত্র মতে এই মৌলিক চাহিদার কোন একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তবে এখানে নিরুঙ্কুশ বা পুর্ণাঙ্গ অনুন্নয়তা বিরাজমান। এর উদ্দেশ্যই হলো বেশী সংখ্যক লোককে মৌলিক চাহিদা পূরণের সঠিক পন্থা বের করে দেয়া।

ইসালামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ ও প্রাণীর রুজীর ব্যবস্থা করেন আল্লাহ। এক্ষেত্রে মানুষের কাজ শুধু জীবন ধারনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রচেষ্টা করা। কুরআনে আছে "আকাশ মন্ডল যমীনের ভান্ডারের কুঞ্জিকা তাঁহারই হাতে নিবদ্ধ। যাহাকে তিনি চাহেন তাহাকে প্রশস্ত রিযক দান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ইল্‌ম রাখেন"। (৪২ঃ১২) এখানে "রিযক" শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যা জীবনের সকল প্রয়োজনের পরিপূরক। আল্লাহ তাঁর নিয়ামত সমূহের উৎস মানুষের জীবিকার জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। কিন্তু সেগুলোর প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার, প্রয়োগ বা ভোগ সম্পূর্ণ মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে ইসলাম পণ্যের উচ্চতর উৎপাদন কিংবা উচ্চতর মাথাপিছু আয়, অথবা জীবন যাত্রার উচ্চমানকে পূর্ণ মাত্রার উন্নয়নের একমাত্র মানদন্ড বলে স্বীকার করেনা। দীন-ইসলাম কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত বান্দেগীতে মশগুল থাকা

এবং নিজের ও জনগণের জন্য কল্যাণ মূলক কোন কাজ না করাকে স্পষ্টভাবে আগ্রহ্য করেছে। একজন মুসলিমের নিকট তার ও তার পরিবার বর্গের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিমান খাবার আছে, ইসলাম শুধু এতটুকুতেই সন্তুষ্ট নয়। খাওয়া ছাড়াও তার উপর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে জীবনের মহত্তর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য তাকে অবশ্যই পূরণ ও পালন করতে হবে।

আত্মসম্মানবোধ জাগ্রতকরণ/আত্মসচেতন (Self esteem)

মানুষের মানুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন আত্মমর্যাদাবোধ। সমাজে তার গুরুত্ব ও স্বতন্ত্র মর্যদা স্বীকৃত। এই বোধ ও চেতানা প্রতিটি নাগরিকই পেতে চায়। আর মুসলমানদের কর্তব্য হলো প্রকৃত মানুষ হিসাবে বিশ্ব সমাজে তাদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক ধারণা ও ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট। এর প্রত্যেকটি বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত। আর এসব বিষয়ই বর্তমান কালের উন্নয়ন ধারণার ব্যবস্থা সমূহ যা অপরিবর্তনীয় (Constant), অবিচল ও বিশ্বজনীন।

ইসলামে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা নির্বিঘ্নে ভোগ করার অধিকারী। সেই সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ সাধনের অধিকার তার আছে। প্রত্যেকেই স্বীয় ভাগ্যের উন্নয়ন সাধনের, বৈধ পথে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতার সুযোগ পাবে। তবে কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছাচারিতা বা নৈরাজ্য সৃষ্টির সুযোগ সে পাবেনা।

সর্ব প্রকারের দাসত্ব থেকে মুক্তি (Freedom from servitude)

উন্নয়নের তৃতীয় বিশ্বজনীন মূল্যমান হলো স্বাধীনতার ধারণা ও বোধ। কিন্তু ইসলামে স্বাধীনতা বলতে কেবল বস্তুবাদী বৈরীতা, মূর্খতা, সর্বপ্রাকরের দুর্দশা, লাঞ্ছনা, কুসংস্কার থেকে নিস্কৃতি লাভ নয়। মানুষের স্বাধীনতা তার জন্মগত অধিকার। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তার নিজস্ব। মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি দিনই কোন না কোন ছোট বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ইসলামের

সমাজ ও সরকারের ভূমিকা হলো এমন এক উপযুক্ত পরিমন্ডল গড়ে তোলা যেখানে জনগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে সর্বোত্তম বিকল্প, বাছাই ও তার আনুকুল্য পাওয়া সম্ভব ও সহজ হবে। সেটা রক্ষার জন্য আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে সর্বপ্রকারের বিভ্রান্তি ও ভুল প্রকাশনা, প্রচারকে প্রতিরোধ ও নিরুৎসাহিত করা হবে। আর ইসলামের কাজ হলো মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুরই দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা।

উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপর্ণ উপাদান। একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাত্রা দেখে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইসলামের আছে একটি অনন্য রাজনৈতিক আদর্শ। ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ধারণায় বলা হয়েছে সার্বভৌমত্ব কোন ব্যক্তির বা শাসকের নয়। তা নিরংকুশভাবে আল্লাহর। আল্লাহর সর্বভৌমত্ব প্রয়োগের অধিকার শাসকের নিকট একটি পবিত্র আমানত। শাসক একজন প্রশাসক মাত্র যিনি জনগণের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজ করার জন্য নিয়োজিত।

উন্নয়নের দ্বিতীয় গুরুত্বপর্ণ সূচক হচ্ছে ধণাত্বক পরিবর্তন। কিন্তু পরিবর্তনই চরম লক্ষ্য নয়। মূলতঃ এ একটি উপায় মাত্র। একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উপায় বা হাতিয়ার মাত্র। পরিবর্তন জীবনের বাস্তবতা। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতেই তা আসে। ইসলামও পরিবর্তন পন্থাকে অবলম্বন করে। Dr. Ceaser A. Majul এই ধারাণার ব্যাখ্যায় বলেছেন ইসলাম নিছক পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের পক্ষপাতি নয়। যে পরিবর্তন প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমতা ও নৈতিক পবিত্রতার উন্নয়ন সাধন করে গোটা জাতিকে শক্তিশালী বানায় সেই পরিবর্তনই প্রকৃত উন্নয়ন ধারক। ইসলাম আদর্শগতভাবে পরিবর্তনশীল জীবন ধারাকে গ্রহণ করে। ইসলামে জীবন ও প্রকৃতি উভয়েরই রূপান্তর সমর্থিত। কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী না হলে মুসলমানরা যে কোন নুতন চিন্তা, ধ্যান, ধারণা ও নতুন জ্ঞান উদ্ভাবন আবিস্কারকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারে। এই পরিবর্তনের দায়িত্ব ব্যক্তিগত ও

১২. ১৯৭৮ সালে জর্দানে "জর্দান ইসলামীক ব্যাংক ফর ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট" প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩. ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তার সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়।

১৪. ১৯৮৩ সালে "বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫. ১৯৮৩ সালে তুরস্কে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬. ১৯৮৪ সালে ইরান তার সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরকে ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়।

১৭. আলজেরিয়ার আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য "The Accounting and Auditing Organization for Islamic Banks and Financial Institutions" (AAOIFI) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালে বাহরাইনে AAOIFI একটি আন্তর্জাতিক অমুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত হয়।

যে সব দেশে এ যাবত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

১. আফগানিস্থান ২. আলজেরিয়া ৩. আলবেনিয়া ৪. আর্জেন্টিনা ৫. অস্ট্রেলিয়া ৬. বাহামা ৭. বাহরাইন ৮. বাংলাদেশ ৯. ব্রুনাই ১০. কেইমান দ্বীপপুঞ্জ ১১. সাইপ্রাস ১২. ডেনমার্ক ১৩. জিবুতি ১৪. মিসর ১৫. জার্মানী ১৬. গিনি ১৭. গাম্বিয়া ১৮. ভারত ১৯. ইন্দোনেশিয়া ২০. ইরান ২১. ইরাক ২২. জর্দান ২৩. কাজাকিস্থান ২৪. কিরকিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র ২৫. কুয়েত ২৬. লেবানন ২৭. লিচেনস্টিন ২৮. লুক্সেমবার্গ ২৯. মালয়েশিয়া ৩০. মৌরিতানিয়া ৩১. মরোক্ক ৩২. নাইজার ৩৩. পাকিস্তান ৩৪. প্যালেস্টাইন ৩৫. ফিলিপাইন ৩৬. কাতার ৩৭. রাশিয়া ৩৮. সউদী আরব ৩৯. সেনেগাল ৪০. দক্ষিণ আফ্রিকা ৪১. সুদান ৪২. সুইজারল্যান্ড ৪৩. থাইল্যান্ড ৪৪. তিউনিশিয়া ৪৫. তুরস্ক ৪৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত ৪৭. যুক্তরাষ্ট্র ৪৮. যুক্তরাজ্য ৪৯. ইয়েমেন।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা

বর্তমান বিশ্বে এ পর্যন্ত স্থাপিত বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ।[১৬]

বাংলাদেশ

১। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

২। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

৩। আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৪। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

৫। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ভারত

৬। আল আমীন ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং

৭। আমানাহ ব্যাংক, বাঙ্গালোর

৮। ইত্তেফাক ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ, বোম্বে

৯। ফালাহ ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ, বোম্বে

পাকিস্তান

১০। এ বি এন আমরু ব্যাংক এন, ভি

১১। সিটি ব্যাংক এন. এ. পাকিস্তান

১২। ফয়সাল ব্যাংক লিঃ

১৩। ফার্ষ্ট হাবীব মুদারাবা

---

[১৬] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী; সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, কি কেন, কিভাবে, আহসান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৬, পৃঃ ১৬০-১৭১।

১৪। ফার্ষ্ট উমেন ব্যাংক লিঃ

১৫। হাবীব ব্যাংক লিঃ

১৬। ইনদোস ব্যাংক লিঃ

১৭। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান

১৮। ইনভেষ্টমেন্ট কার্পোরেশন অব পাকিস্তান

১৯। মাশরিক ব্যাংক

২০। মেহরান ব্যাংক লিঃ

২১। মেট্রোপলিটান ব্যাংক লিঃ

২২। মুসলিম কর্মাশিয়াল ব্যাংক

২৩। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

২৪। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কার্পোরেশন

২৫। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কার্পোরেশন

২৬। ন্যাশনাল ইনভেষ্টেমেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ

২৭। পাক কুয়েত ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ

২৮। পাক লিবিয়া হোল্ডিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

২৯। প্রুডেনশিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ

৩০। পাঞ্জাব প্রুভেন্সিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক

৩১। রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

৩২। ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

৩৩। ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ

৩৪। ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ

৩৫। ইয়ুথ ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন সোসাইটি

সৌদী আরব

৩৬। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

৩৭। আল বারাকা ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোঃ

৩৮। আল রাজী ব্যাংকিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কার্পোরেশন

৩৯। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোং, গালফ

কাতার

৪০। কাতার ইসলামিক ব্যাংক, কাতার

৪১। ইসলামিক একচেঞ্জ এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী

৪২। কাতার ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক

৪৩। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ (সারজাহ)

৪৪। আল জাজিরা ইনভেষ্টমেন্ট কোং

ইরান

৪৫। ইসলামিক ব্যাংক, তেহরান

৪৬। ব্যাংক মিল্লি ইরান

৪৭। ব্যাংক মিল্লাত ইরান

৪৮। ব্যাংক সাদারাত ইরান

৪৯। ব্যাংক সিপাহ

৫০। ব্যাংক তিজারাত

৫১। ইসলামিক ব্যাংকিং সিষ্টেম

৫২। এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব ইরান

জর্দান

৫৩। জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেন্টমেন্ট

৫৪। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট হাউজ

৫৫। ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক

৫৬। জর্দান ফাইন্যান্স হাউজ, আম্মান

৫৭। বায়তুল মাল সেভিংস এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং

কাজাকিস্তান

৫৮। আল বারাকা কাজাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল কর্মাশিয়াল ব্যাংক

৫৯। ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক

কিরগিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র

৬০। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিয়া লিঃ কে টি আর

কুয়েত

৬১। কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ

৬২। দি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেষ্টর

লিচেন্সটাইন

৬৩। আরিন্‌কো আরব ইনভেষ্টমেন্ট কোং

৬৪। আই বি এস ফাইন্যান্স এস এ

আফগানিস্তান

৬৫। ইসলামিক ব্যাংক আফগানিস্তান

আলজিরিয়া

৬৬। ব্যাংক আল বারাকা ডি আলজেরিয়া

আর্জেন্টিনা

৬৭। ইসলামিক প্যান-আমেরিকান ব্যাংক

বাহামাস

৬৮। দার আল-মাল আল-ইসলামী ট্রাষ্ট

৬৯। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ

৭০। আফ্রিকান- আমেরিকান ইসলামিক ব্যাংক

৭১। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহামাস লিঃ

৭২। মাসরাফ ফয়সাল আল ইসলামী (ব্যাংক এন্ড ট্রাষ্ট) বাহমাস লিঃ

৭৩। ইসলামিক তাকাফুল এন্ড রি-তাকাফুল কোম্পানী লিমিটেড

৭৪। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেডিং লিঃ

বাহরাইন

৭৫। বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক বি. এস.

৭৬। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন

৭৭। বাহরাইন ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোং

৭৮। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ

৭৯। আরব ব্যাংকিং করপোরেশন

৮০। গালফ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক

৮১। ফয়সাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক অব বাহরাইন

৮২। আল তাওফীক কোং ফর ইনভেষ্টমেন্ট ফান্ডস

৮৩। আল বারাকা ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক

৮৪। আরব ইসলামিক ব্যাংক

৮৫। তাকাফুল ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানী

৮৬। ইসলামিক ইন্সুরেন্স এন্ড রি-ইন্সুরেন্স কোং

৮৭। মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামিক

সাইপ্রাস

৮৮। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সাইপ্রাস

৮৯। কিবরিজ ইসলামিক ব্যাংক, কিফকোসা, নিকোশিয়া, তুর্কী সাইপ্রাস

৯০। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিজ লিঃ তুর্কী, সাইপ্রাস

ডেনমার্ক

৯১। ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল

৯২। ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক

জিবুতি

৯৩। ব্যাংক আল বারাকা জিবুতি

মিসর

৯৪। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট

৯৫। ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট

৯৬। নাসের সোস্যাল ব্যাংক, মিসর

৯৭। ইজিপ্সিয়ান সৌদী ফাইন্যান্স ব্যাংক

৯৮। ব্যাংক মিশর-ইসলামিক ব্রাঞ্চেস

৯৯। আরব ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক, কায়রো

১০০। জেনারেল ইনভেষ্টমেন্ট কোং, কায়রো

১০১। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোং, কায়রো

জার্মানী

১০২। আল বারাকা ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী, ফ্রাঙ্কফুর্ট

গিণি

১০৩। মাসরাফ ফয়সাল ইল-ইসলামী

১০৪। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী

১০৫। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব গিণি

ইন্দোনেশিয়া

১০৬। ব্যাংক মুআ'মালাত

লুক্সেমবার্গ

১০৭। ইসলামিক ব্যাংকিং সিষ্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং

১০৮। ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানী

১০৯। ফয়সাল হোল্ডিং এস এ

১১০। ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ ইউনির্ভাসাল হোল্ডিং

মালয়েশিয়া

১১১। ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বারহেড

১১২। তাবুং হাজী

১১৩। শিরকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া

১১৪। আল বারাকা ব্যাংক মালয়েশিয়া

১১৫। দাল্লা আল-বারাকা মালয়েশিয়া

১১৬। পিলগ্রিমস ফান্ড বোর্ড

মৌরিতানিয়া

১১৭। আল বারাকা ইসলামিক ব্যাংক

মরক্কো

১১৮। ব্যাংক আল আজিদাহ, মরক্কো

নাইজার

১১৯। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব নাইজার

১২০। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী

১২১। মাশরিক ফয়সাল ইসলামিক

ফিলিস্তিন

১২২। প্যালেষ্টাইনী ইসলামী ব্যাংক

ফিলিপাইন

১২৩। ফিলিপাইনস আমানাহ ব্যাংক

১২৪। আমানাহ ব্যাংক, লামবোঙ্গা

সেনেগাল

১২৫। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক

১২৬। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী

১২৭। মাশরিক ফয়সাল আল ইসলামী

দক্ষিণ আফ্রিকা

১২৮। ফার্ষ্ট মুসলিম ইন্টারেষ্ট-ফ্রি বিজনেস ইন্সটিটিউশন

১২৯। ইসলামিক ব্যাংক, ডারবান

সুদান

১৩০। এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব সুদান

১৩১। আল সাফা ইনভেষ্টেমেন্ট এন্ড ক্রেডিট ব্যাংক

১৩২। আল বারাকা ব্যাংক

১৩৩। আল শামাল ইসলামিক ব্যাংক

১৩৪। ব্রুনাইল ব্যাংক লিঃ

১৩৫। সিটি ব্যাংক এন. এ

১৩৬। কো-অপারেটিভ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

১৩৭। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান

১৩৮। ফার্মস ব্যাংক অব ইনভেষ্টমেন্ট

১৩৯। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোং

১৪০। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

১৪১। সৌদী সুদানিজ ব্যাংক

১৪২। সুদান কর্মাশিয়াল ব্যাংক

১৪৩। সুদানিজ ফ্রান্স ব্যাংক

১৪৪। তাদামুন ইসলামিক ব্যাংক

১৪৫। ওয়ার্কাস ন্যাশনাল ব্যাংক

১৪৬। ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েষ্টার্ন সুদান

১৪৭। ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

১৪৮। তাদামুন ইসলামিক কোম্পানী ফর ট্রেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট

১৪৯। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী

১৫০। আল বারাকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী

১৫১। তাদামুন ইসলামিক কোম্পানী ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট লিঃ

সুইজারল্যান্ড

১৫২। দার আল-মাল ইল-ইসলামী (ডি এম আই)

১৫৩। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ

১৫৪। শরীয়া ইনভেষ্টমেন্ট সার্ভিসেস এস এ

১৫৫। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট পুল (ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড)

১৫৬। তাকওয়া ব্যাংক

১৫৭। সারজাহ ইনভেষ্টমেন্ট সার্ভিসেস এস এ

১৫৮। খিরো ক্রেডিট ব্যাংক সুইজারল্যান্ড লিঃ

থাইল্যান্ড

১৫৯। এরাবিয়ান-থাই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী

১৬০। এরাবিয়ান-থাই ইনভেষ্টমেন্ট কোং ব্যাংকক

তিউনিসিয়া

১৬১। আল সৌদী আল তিউনিসি ফাইন্যান্সিং হাউজ

১৬২। বাইত ইত্তামুইন সোদী তিউনিশ

তুরস্ক

১৬৩। আল বারাকা তার্কিস ফাইন্যান্স হাউজ

১৬৪। ফয়সাল ফাইন্যান্স ইনষ্টিটিউশন

১৬৫। কুয়েত তার্কিস আওকাফ ফাইন্যান্স হাউজ

১৬৬। ফয়সাল ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেটিং কোং

১৬৭। ফয়সাল রিয়েল এষ্টেট কনষ্ট্রাকশন এন্ড ট্রেডিং কোং

সংযুক্ত আরব আমিরাত

১৬৮। দুবাই ইসলামিক ব্যাংক

১৬৯। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোং অব দি গালফ (সারজাহ)

১৭০। ইসলামিক আরব ইন্সুরেন্স কোম্পানী

যুক্তরাজ্য

১৭১। আল রাজী কোম্পানী ফর ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট

১৭২। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী অব ইউকে।

১৭৩। ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ পি এল সি (ইংল্যান্ড)

১৭৪। আল বারাকা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ

১৭৫। ফাষ্ট ইন্টারেষ্ট ফ্রি ফাইন্যান্স কনসোর্টিয়াম

১৭৬। মাসেরাফ ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক

১৭৭। আল বারাকা ইনভেষ্টমেন্ট

১৭৮। উম্মাহ ফাইন্যান্স হাউজ

১৭৯। ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকিং ইউনিট

১৮০। ইউনাইটেড ব্যাংক অব কুয়েত পিএলসি. লন্ডন

১৮১। দাল্লাহ আল-বারাকা (ইউকে) লিঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১৮২। ডি এম আই ইনভেষ্টমেন্ট সার্ভিসেস

১৮৩। আর বারাকা ব্যাংকোরপ, টেক্সাস

১৮৪। আল বারাকা ব্যাংকোরপ, ক্যালিফোর্নিয়া

১৮৫ । মুসমিল সেভিংস এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট (এম এস আই)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ক. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সে নৈতিক শক্তি ও আইন উভয়ের সাহায্য নিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসকে এ ব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য করার জন্য তৈরী করে। অন্যদিকে আইনের বলে তাদের উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যার ফলে তারা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য করে। এ নৈতিক বিধি-বিধান ও আইনসমূহ হচ্ছে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না। বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটি মূলনীতি রয়েছে, তা হচ্ছে ধন উপার্জনের যে সব পন্থা ও উপায় অবলম্বন হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যে সব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সংগত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ।

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা বর্ণনায় প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড. এসএম হাসানউজ্জামান বলেন, "Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allahand the society."[১]

---

[১]S. M. Hassanuz Zaman, Definition of Islamic Economics, Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Winter 1984, p. 52.

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. এম, উমার চাপরার মতে, "Islamic economics is that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances."[২]

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম পথিকৃত ড. এম. এ. মান্নান তাঁর যুগান্তকারী বই Islamic Economics: Theory and Practice গ্রন্থে একটি সরল অথচ কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, "Islamic economics is a social science which studies the economic problems of a people imbued with the values of islam."[৩]

ইসলামী অর্থনীতির রয়েছে সাতটি অনন্যধর্মী ও কালজয়ী মূলনীতি। এই মূলনীতিগুলির নিরিখেই ইসলামী অর্থনীতির সকল স্ট্রাটেজি বা কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি ও কর্মদ্যোগ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।[৪] এগুলো যথাক্রমে;

১. সকল ক্ষেত্রে "আমর বিল মারুফ" এবং "নেহী আনিল মুনকার" এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে "তাযকিয়া" ও "তাকওয়া" অর্জন;

২. সকল কর্মকান্ডেই শরীয়াহর বিধান মান্য করা;

৩. "আদল" (বা ন্যায়বিচার) ও "ইহসান" (বা কল্যাণ)-এর প্রয়োগ;

৪. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা;

---

[২] M. Umer Chapra; What is Islamic Economics? Islamic Research and Traning Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1996, p. 33.

[৩] Muhammad Abdul Mannan; Islamic Economics: Theory and Practice, The Islamic Academy; Cambridge, (Rev, edn.) 1986, p. 18.

[৪] শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান; ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাজশাহী, ২০০০, পৃ. ১০।

৫. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়াস;

৬. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করা; এবং

৭. যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য

মহানবী (সাঃ) সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রদান করেছিলেন যার মাধ্যমে ধনী দরিদ্র সকলের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত হয়েছিল। মোস্তাফিজুর [৫] এর মতে মহানবী (সাঃ) পৃথিবীতে অর্থনৈতিক শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চত করার জন্য যে মডেল রেখে গেছেন তাতে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল তা হলোঃ

১. সম্পদের ন্যায় ভিত্তিক বন্টন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বৈষম্য দুর করা।

২. অর্থনীতিতে ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি ও সুবিচার কায়েম করে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সুশৃংখলা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা।

৩. মানব সম্পদ ও ব্যক্তিগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ। তাদের দুঃখ মোচন ও জীবন মানের উন্নয়ন ।

৪. অর্থনৈতিক মুক্তির পথে বাধাদানকারী সুদ থেকে অর্থনৈতিক জীবনকে মুক্ত করে আয়ের উৎস হিসাবে শ্রমের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা।

৫. অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সামাজিক ও সামষ্ঠিক কল্যাণের আদর্শ কায়েম।

৬. ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য দূর করে সকলের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৭. যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের বৃদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের ব্যবস্থা।

৮. সম্পদ উপার্জন ও ভোগসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রাখা।

---

[৫] মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান; দারিদ্র বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্ব নবীর আদর্শ, ১৯৯২, পৃ: ২৪-৪৭।

মহানবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অর্থব্যবস্থার রূপরেখা অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন অনেক। দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে সম্মুখীন হতে হয় প্রচুর মৌলিক প্রয়োজনের। এসব মৌলিক প্রয়োজন পূরনের জন্য মানুষ সব সময় উদগ্রীব। এ প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ যুগে যুগে উদ্ভাবন করেছে অনেক পথ। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ কিংবা ধর্মের নামে বৈরাগ্যবাদ এর কোনটাই মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেনি। ইসলামী অর্থনীতিই একমাত্র পথ যা মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করেছে। মহানবী (সাঃ) দুনিয়াতে তা বাস্ত বায়ন করে দেখিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি সমাজ সংসারের উপর পূর্ণ দায়িত্বশীলতার উপর দৃঢ় ও মজবুত ছিল। কুরআন মজীদে আল্লাহ এরশাদ করেন:

ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم
واتينه الانجيل ۵ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة
ورحمة ط ورهبانية ابتدعوها ما كتبنها عليهم الا
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ج فاتينا
الذين امنوا منهم اجرهم ج وكثير منهم فسقون ٥

অর্থৎ "তারপর তাদের অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসুলদিগে এবং মরিয়ম পুত্র ঈসাকে, দিয়াছিলাম তাকে ইঞ্জিল আর তার অনুগামীদের দিয়াছিলাম অন্তরে করুণা ও দয়া; এবং তারা যে বৈরাগ্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিল যা আমি বিধিবদ্ধ করি নাই বরং তা তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য করিয়াছিল, কিন্তু তাও তারা যথাযথ পালন করে নাই, ওদের যারা ছিল বিশ্বাসী, তাদিগে দিয়াছিলাম পুরস্কার, ওদের অধিকাংশই ছিল পাপী।"[৬] মহানবী (সা:) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন- "ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।"[৭]

---

[৬] আল-কুরআন, সুরা আল হাদীদ: ২৭।
[৭] বুখারী শরীফ।

বৈধ ও উত্তম জীবিকা অর্জন

আল্লহ্ পাক বৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জনকে হালাল করেছেন। তাই বৈধ ও উত্তম জীবিকা অর্জনকে হারাম না করার প্রসঙ্গেঁ আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন;

(ক)

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ط قل هى للذين امنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيمة ط كذلك نفصل الايت لقوم يعلمون ۔

অর্থাৎ "বল, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যের বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তা হারাম করিয়াছে কে ? বল, এসব তাদের জন্যই যারা পার্থিব দুনিয়া বিশেষত: কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, এসব তাদের উদ্দেশ্যেই; এ প্রকারেই আমি জ্ঞানী কওমের জন্য আয়াত সবিস্তারে বর্ণনা করি" ।[৮]

(খ)

وسخر لكم ما فى السموت وما فى الارض جميعا منه ط ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥

অর্থাৎ " তিনি (আল্লাহ) আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে করিয়াছেন তোমাদের অধীন, এতে রহিয়াছে চিন্তাশীল কওমের জন্য নিদর্শন" ।[৯]

---

[৮] আল-কুরআান, সুরা-আরাফ: ৩২।

[৯] আল-কুরআন, সুরা জা-ছিইয়াহ; ১৩।

আল্লাহ্ তায়ালা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তির যে দিগন্ত উন্মোচন করেন তা অবাধও নয় আবার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে অনেক দূরে। এক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায় সঙ্গত অধিকারকে ব্যক্তির আয় ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথে ব্যয়

ইসলামী বিধান অনুযায়ী ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে বৈধ আর কিছু কাজকে অবৈধ চিহ্নিত করা হয়েছে। উপার্জন, উৎপাদন, ভোগ বন্টন সকল ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউ স্বাধীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। মহানবী (সাঃ) জনগণকে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের পাশাপাশি সম্পদ উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। পাক কুরআনে আছে,

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ٥

অর্থাৎ "অতঃপর নামাজ শেষ হইলে নামিয়া পড় রোজগারে, অন্বেষণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ, বেশী বেশী আল্লাহর স্মরণ কর হয়তো সফলকাম হইবে।"[১০] অন্য আয়তে আছে আল্লাহ পাক বলেছেন, "হে লোক সকল তোমরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজ করে যাও আমি ও তো কাজ করে থাকি।" এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে অকর্মণ্য ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু আর উপার্জনকারী, কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বন্ধু। বস্তুত মহানবী (সাঃ) নিজে যেমন শ্রম দিতেন, তেমনি তার কাছে শ্রম ও স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা ছিল অপরিসীম। রাসুলে কারীম (সাঃ) উপার্জন ও উৎপাদনের জন্য কেবল উৎসাহই দেননি, পাশাপাশি উৎপাদনের বিভিন্ন পথ ও পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে জীবজন্তু, বৃক্ষগুল্ম, জড়পদার্থ, শিল্প, পরিবেশ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

[১০] আল-কুরআন, সুরা জুমুআহ: ১০।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

আরব সমাজে উৎপাদন ও উপার্জনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। ভৌগলিক কারণে মক্কা ছিল তৎকালিন বিশ্বের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র। মহানবী (সাঃ) এর নিকট ব্যবসায়ীর যে মর্যাদা রয়েছে তা হচ্ছে "সত্যবাদী মুমিন ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী-সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত" (মিশকাত)। মহানবী সম্পদ উপার্জন ব্যবস্থা বলার সাথে সাথে এর অর্জনের সীমা রেখা ঠিক করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে অর্থ অবৈধ পথে সম্পদ আয় করলে দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি হবে, দারিদ্রতা বাড়বে এবং আখেরাতেও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। সমাজও রাষ্ট্রে গুটি কয়েক লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে আর বাকীরা ফুটপাতে অনাহারে দিনাতিপাত করবে ইসলাম কখনও এ বেইনসাফী বরদাশ্‌ত করে না। পাক কুরআনে আছে,

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ق ولا تقتلوا
انفسكم ط ان الله كان بكم رحيما ٥

অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল গ্রাস করিও না, কিন্তু বৈধভাবে তা তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে হয় আর তোমরা পরস্পরকে হত্যা করিও না, বস্তুত: আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপালু।"[১১]

ব্যক্তি স্বার্থ নয় সামষ্টিক কল্যাণ

আর্থ সামাজিক ন্যায় বিচার কায়েম করা ইসলামী অর্থব্যস্থার লক্ষ্য। ব্যক্তি স্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণ ইসলামী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। শুধু মুষ্ঠিমেয় মানুষের মাঝেই সম্পদ যাতে আবর্তিত না হয় ইসলাম সে নিশ্চয়তা বিধান করতে চায়। ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। এই জীবন বিধান প্রনয়ন

[১১] আল-কুরআন, সুরা-নিসা; ২৯।

করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। মানব জাতির পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে এ জীবন বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। কুরানিক জীবন বিধান সমগ্র সৃষ্ট জগতের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করেছে। ইসলামী বিধান মতে সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহতায়ালা। যেহেতু ধন-সম্পদ আল্লাহ্ প্রদত্ত, তাই এ সম্পদ ব্যবস্থার নীতিমালাও আল্লার আদেশ অনুযায়ী নির্দেশিত। মুলত উপার্জিত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহতায়ালার পবিত্র নিয়ামত। এ নিয়ামত ভোগ করতে হবে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায়, পবিত্রভাবে। ব্যক্তির অধিকৃত সম্পদের উপর সৃষ্টি জগতের অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। উপার্জনকারীর দায়িত্ব হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত পথে তা ব্যবহার করা। বর্তমান বিশ্বে যে সকল সমস্যা মানব জীবনের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে, বিশ্ব রাজনীতির প্রশস্ত অঙ্গন থেকে শুরু করে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গন্ডিতেও যার প্রভাব সুস্পষ্ট তা হচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের উপর অর্থ ব্যবস্থার প্রভাব। অর্থ উপার্জন, উৎপাদন ও ব্যবহার এই ত্রিবিধ চেইন বা সাইকেল একটি ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের অবস্থান ও মানদন্ড সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে।

ইসলামে অর্থনীতির স্থান

ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। মানব জাতির হালাল পথে অর্থনৈতিক তৎপরতাকে বৈধ, উত্তম এবং অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যকরণীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানব জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইসলামের দৃষ্টিতে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। সদুপায়ে উপার্জন ফরজ, তবে তাই বলে ইসলামের দৃষ্টিতে আর্থিক সমস্যাই একমাত্র মৌলিক সমস্যা নয়। অর্থনৈতিক উন্নতিই মানব জাতির জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নয়। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনৈতিক সকল উপায় উপকরণ মানব জীবনের যাত্রাপথে সহায়ক মাত্র। ইসলামের লক্ষ্যই হলো এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা প্রতিটি মানুষ কোন রকম বল প্রয়োগ ছাড়াই আপনার সহজাত প্রবৃত্তিতে নিজের যোগ্যতা ও ইচ্ছানুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে পারে। সম্পদ বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

কোন শ্রেণীর নিকট পুঞ্জিভূত না হয়ে যেন সামাগ্রিকভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে আবর্তিত হতে পারে। এভাবে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য যেন দূরীভূত করা সম্ভব হয়।

খ. ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিতি

কিছু সুর্নিদৃষ্ঠ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। তেমনিভাবে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক সমূহেরও কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক। কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করা কিংবা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ইসলামী ব্যাংকের মূখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। ইসলামী ব্যাংকের যে সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১। সুদ বিহীন ও কল্যাণ মুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

২। অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান কায়িম করা।

৩। লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে পূঁজি গঠন ও বিনিয়োগ করা।

৪। ইসলামী পদ্ধতিতে উৎপাদনশীল ও কল্যাণকর খাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

৫। ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়িম করা।

৬। জনগণকে ইসলামী নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

৭। দারিদ্র বিমোচন তথা গরীব, অসহায়, বেকার ও স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

৮। সমাজের অসহায় ও দরিদ্র লোকদেরকে প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করা।

৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখা।

১০। অর্থ ব্যবস্থায় ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব হবার পথ সৃষ্টি না করা।

১১। শ্রমিকের মর্যাদা, অধিকার এবং আর্থিক নিরাপত্ত নিশ্চিত করা।

১২। মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে মুসলিম উম্মার উন্নতি ও সংহতি জোরদারে অবদান রাখা।

১৩। ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সম্পাদন করা।

১৪। ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ এবং শোষণহীন সমাজ গঠনে প্রচেষ্টা চালানো।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত সুদমুক্ত ব্যাংকেই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে, কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে কেবলমাত্র সুদ প্রথাকে রহিত করা হলেই বুঝি তা পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী প্রতিষ্ঠান হয়ে যায়, আসলে তা নয়। কেবলমাত্র সুদমুক্ত ব্যাংক মানেই ইসলামী ব্যাংক নয়। ইসলামী ব্যাংককে সুদী লেনদেন পরিহার করার সাথে সাথে এর যাবতীয় কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় এবং করতে বাধ্য থাকে। কেউ যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করে কিংবা প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড-এ ইসলাম শব্দ ব্যবহার করে অথবা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে অনুসরণ করে, আবার কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে উপেক্ষা করে চলে তাহলে সেটিকে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ রূপে ইসলামী প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। অবশ্য কোন প্রতিষ্ঠান যদি তার কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামী শরীয়াকে অনুসরণ করে তাহলে সেটিকে আংশিক ইসলামিক বলা যেতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে এবং সম্পূর্ণরূপে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তখনই হয়, যখন তার কর্মকান্ডের সকল স্তরে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে এবং মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইসলামী ব্যাংকের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ১৯৭৮ সলের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট মন্ত্রীদের সম্মেলনে

ইসলামী ব্যাংকের একটি সংজ্ঞা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। ওআইসি কর্তৃক দেয় সংজ্ঞা অনুযায়ী "Islami Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of riba on any of its operations." অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন কানুন ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালাকে মেনে চলে এবং তার যাবতীয় লেনদেনে সুদের লেন-দেনকে বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ"।[১২]

উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্যাংক থেকে কেবল সুদ বর্জন করলেই তা ইসলামী ব্যাংক হয়ে যায় না। বরং ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকান্ড তথা উদ্দেশ্য, পুঁজি সংগ্রহ, অর্থ বিনিয়োগ, ক্রয় বিক্রয়, জমা গ্রহণ, প্রদান, মালিকানা ও শ্রমিকের সম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার, ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক তার কর্মকান্ডের সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং সকল পর্যায়ে সুদকে পরিহার করতে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলী

সুদী ব্যাংক হতে ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ঠ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি) কর্তৃক দেয়া সংজ্ঞা থেকেই ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যাবলী স্পষ্ট হয়ে উঠে। বর্তমান বিশ্বে দুই শতাধিক ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। সকল ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ঠ্য একরকম নয়। মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী অভিন্ন হলেও প্রতিটি ইসলামী

[১২] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিংঃ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, ইসলামী ব্যাংক জার্নাল, ঢাকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃঃ ২৪-৩৭।

ব্যাংকেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে ইসলামী ব্যাংক সমূহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১। ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

২। ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় লেনদেন ও কর্মকান্ড সম্পূর্ণ সুদমুক্ত।

৩। ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।

৪। ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড ইসলমী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত।

৫। ইসলামী শরীয়ায় অনুমোদন করে না এমন কোন কর্মকান্ড বা ব্যবসা বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং কোন প্রকার সহযোগিতাও করতে পারে না, যদিও তা লাভজনক খাত হয়ে থাকে।

৬। ইসলামী ব্যাংকের কর্মকান্ড শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকিকরণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে একটি শরীয়া কাউন্সিল।

৭। ইসলামী ব্যাংক মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।

৮। ইসলামী ব্যংক ইসলামী পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে অর্থ বিনিয়োগ করে।

৯। ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র মুনফাই অর্জন করে না বরং জনগণের কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

১০। দরিদ্র জনগণকে প্রয়োজনে কর্জে হাসানা প্রদান করে এবং যাকাত আদায় করে।

১১। ইসালামী ব্যাংক মানুষকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার না করে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিঃস্ব, গরীব এবং স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

১২। ইসলামী ব্যাংকে ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সম্পর্ক থাকে অংশীদারিত্বের। এখানে মহাজন-গ্রাহক কিংবা প্রভু-গোলামের মত সম্পর্ক থাকে না।

ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক বিশ্বে আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অনেকের মাঝে এ ধারণা বিদ্যমান আছে যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যক ব্যাংক রয়েছে। ঐ সকল ব্যাংকের মাধ্যমেই তো মানুষ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে নিতে পারে। তাই নতুন করে আবার ইসলামী ব্যাংকের কি প্রয়োজন। এ প্রসংগে বলা যায় যে, ইসলাম একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকারসহ সর্ব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহতায়ালা যে জীবন বিধান দিয়েছেন এবং রাসুল (সাঃ) যে পথ দেখিয়েছেন তাই মানব জাতির জন্য আর্শিবাদ এবং কল্যাণকর। অর্থনীতি এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কুরআন এবং হাদিসে যে দিক নির্দেশনা রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যিকভাবে ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকিং হলো ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি প্রধান দিক।

ইসলাম মানব জাতির জন্য প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক দিক সমূহের সুসমন্বিত সমাধান রয়েছে ইসলামী জীবন বিধানে। বৈষয়িক বিষয় গুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয় মানুষের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়েও ইসলাম মানব জাতির কল্যাণ সহায়ক বিধি-বিধান দিয়েছে এবং অকল্যাণকর কাজ নিষিদ্ধ করেছে।

সুদপ্রথা একটি অমানবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। সুদ মানুষের আর্থিক লাভের আকর্ষণ সৃষ্টির অন্তরালে বয়ে আনে এক মারাত্মক পরিনতি। সুদ মানুষকে স্বার্থপর, অর্থলোভী ও আত্মপূজারী করে মানব সমাজ থেকে ভ্রাতৃত্ব সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মত মানবীয় গুনাবলী ধ্বংস করে দেয়। এতে সমাজে আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি

হয়। সামাজিক শৃংখলা ও শান্তি বিঘ্নিত হয়। ইসলাম তাই সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুদী কারবারকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলা হয়েছে।

বহুমাত্রিক সুদী ব্যবস্থাই হলো অর্থনৈতিক শোষণের প্রধানতম বাহন। সুদ মানুষের নৈতিক গুনগুলোকে বিনাশ করে দেয়। কোথাও কোথাও বাহ্যত বৃদ্ধির প্রবণতা থাকলেও এর অন্তর্নিহিত চাহিদা হলো বিনাশ। মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত হয়ে সমাজে অর্থের অবাধ আবর্তনকে তা রুদ্ধ করে দেয়। পরিনামে দরিদ্র আরও দরিদ্র হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি সমাজে মানুষে মানুষে এক অসম আর্থিক প্রতিযোগিতার জুয়া খেলায় লিপ্ত হয়।

কুরআনে আর কোন পাপ সম্পর্কে আল্লাহর বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। একমাত্র সুদী ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সুদী ব্যবসার ধারকরা এই ক্ষেত্রে আল্লাহর বিরূদ্ধেই যেন যুদ্ধ ঘোষণা করলো। তাই সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সুদের মারাত্নক প্রভাব সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজন।

ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ বোর্ড

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের জন্যই একটি শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যেই এ শরীয়াহ বোর্ড গঠিত। শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদন করে না এমন কোন প্রকল্পের ইসলামী ব্যাংক কোন অর্থ বিনিয়োগ করে না। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্যেই এ শরীয়াহ বোর্ড গঠিত হয়। শরীয়াহ বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন।[১৩] আইবিবিএল-এর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১২৩ নং ধারা অনুযায়ী এ বোর্ড

[১৩] মোঃ মুখলেছুর রহমান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়াহ বোর্ড, ঢাকা, জুন ২০০৪, পৃ. ১৩৩।

গঠিত। বিগত ১৯৮৩ সালে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরপরই এ শরীয়াহ বোর্ড গঠিত হয়।[১৪] শরীয়াহ বোর্ড ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকান্ড বিশেষ করে বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহে ইসলামী শরীয়াহ-এর নীতি প্রতিফলন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্য-নির্বাহে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেসব বিষয়ে শরীয়াহ সম্মত পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জন্যে শরীয়াহ বোর্ডের নিকট পেশ করা হয়। শরীয়াহ বোর্ড ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সে সকল বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত পেশ করে থাকে। শরীয়াহ বোর্ডের মনোনীত মুরাকিবগণ (অডিটর) প্রয়োজনমত বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম অডিট করেন এবং রির্পোট পেশ করেন। দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, ফকীহ, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের নিয়ে শরীয়াহ বোর্ড গঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ বোর্ডের মধ্যে ১০ জন প্রখ্যাত আলেম, একজন আইনজীবী, দুইজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রয়েছেন।[১৫] ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যগণ কেবলমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়েই পন্ডিত নন, বরং আমল, আখলাক, খোদাভীতি ও পরহেজগারির দিক দিয়েও সর্ব মহলে স্বীকৃত ও আস্থাভাজন। ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের কোন সদস্যই ব্যাংকের কর্মকর্তা নন। ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

রিবাহ্ ও ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি

রিবাহ্র সংজ্ঞা

পবিত্র কুরআনে সুদ বা কুসীদ এর প্রতিশব্দ হিসেবে রিবাহ্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী রিবাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আধিক্য, পরিবৃদ্ধি, চড়া, পরিবর্ধন, বেশী, বৃদ্ধি, স্ফীত, বিকাশ, মূল থেকে বেশী হওয়া ইত্যাদি। রিবাহ্র ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে সুদ বা কুসীদ। সুদ হচ্ছে ফারসী ও উর্দূ শব্দ যা আরবী রিবাহ্র

[১৪] এম আযীযুল হক, ইসলামী ব্যাংক: শরীয়াহ কাউন্সিলের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংকিং, আইবিবিএল, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৬১।
[১৫] শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ১২১।

প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত। বাংলা ভাষায় বলা হয় কুসীদ। সুদ শব্দটি বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয় রিবাহ্‌র প্রতিশব্দ হিসাবে। ইংরেজীতে বলা হয় Usury, interest, interest on loan, premium for the use of money. রিবাহ্'র দুইটি লেখ্যরূপই পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয়টিই বিশুদ্ধ।[১৬] বস্তুত ইসলামে এক বিশেষ অর্থে "রিবাহ্" শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে ইসলামে প্রদত্ত ঋণের উপর পূর্ব নিদ্ধারিত হারে অর্থ আদায়কে "রিবাহ্" বলা হয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগে আসলের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থ এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হতো রিবাহ্। কুরআনে রিবা শব্দকে প্রচলিত এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসলামে "রিবাহ্" অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হলেও সকল প্রকার বৃদ্ধিকে ইসলামে রিবাহ্ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করা হয়নি। কারণ ব্যবসা বাণিজ্যেও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, যা মুনাফা নামে আখ্যায়িত। মূলধনের এ বৃদ্ধি অর্থাৎ মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা হারামও নয়। ইসলামে একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে "রিবাহ্" বলে আখ্যায়িত করে হারাম করা হয়েছে, যা প্রদত্ত মূলধনের উপর চুক্তি মোতাবেক আদায় করা হয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্যের বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক পূর্বনির্ধারিত হারে কোন বিনিময় ব্যতিত যে অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্য আদায় করা হয় কিংবা একই শ্রেণীভুক্ত মালের হাতে হাতে লেনদেন কালে কোন বিনিময় ব্যতিত অতিরিক্ত যে পরিমাণ মাল গ্রহণ করা হয় তাকে রিবাহ্ (সুদ) বলে।[১৭]

পবিত্র কুরআনে রিবাহ্‌কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের কোথাও রিবাহ্‌র সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। এর কারণ এ হতে পারে যে, "রিবাহ্" শব্দটি আরবী। আরববাসীদের ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং রিবাহ্‌র আয়াতসমূহ যখন নাযিল হয় তখন আরববাসী "রিবাহ্‌র" অর্থ সহজেই বুঝতে পেরেছিল।

---

[১৬] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, কি, কেন, কিভাবে, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৪।
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

আরবরা স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, তারা যাকে দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে "রিবাহ্" বলত এবং যার লেনদেন করত, পবিত্র কুরআন তাকেই হারাম ঘোষণা করেছে। রিবাহ্র অর্থ শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরামগণই যে বুঝতে পেরেছিলেন তা নয়; বরং গোটা আরবজাতিই এর অর্থ বা স্বরূপ বুঝতে পেরেছিল। আর এ জন্যই আরবের কাফির, মুশরিক ও ইহুদীরা খোদায়ী এ বিধানকে মেনে নিতে রাজি হল না। বরং তারা উত্তর দিয়েছিল যে, "ক্রয় বিক্রয় (ব্যবসা) তো সুদের অনুরূপ"।

পবিত্র হাদীস পাকে রিবাহ্ বা সুদের সংজ্ঞা ও বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরামগণ এবং বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ রিবাহ্কে বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে রিবাহ্ বা সুদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো;

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ঋণ কোন মুনাফা আকর্ষণ করে তাই রিবাহ্ (সুদ)।"

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবু ইসহাক আল যাজ্জাজ (রঃ) এর মতে, "ঋণের ক্ষেত্রে আসলের অতিরিক্ত যা কিছু নেয়া হয় তা রিবাহ্।"[১৮]

ইমাম আবু বকর আল জাসসাস (রঃ) ও ইমাম আল রাযীর (রঃ) মতে "যে ঋণ আদায়ের একটি মেয়াদ শর্তারূপে থাকে এবং গ্রহীতার উপর আসলের অধিক মাল দিবার শর্ত আরোপিত থাকে তাই রিবাহ্।"[১৯]

ইমাম রাযী তার বিখ্যাত গ্রন্থ তফসীরে কবীরে উল্লেখ করেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ অর্থ লগ্নি করত এবং মাসে মাসে "রিবাহ্" আদায় করত, যদিও মোট লগ্নিকৃত অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত। পরিশোধের সময় হলে মূলধন ফেরত চাওয়া হতো। ঋণ গ্রহীতা ফেরত দিতে না পারলে ঋণদাতা পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত । ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, "পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হচ্ছে রিবাহ্"; যেমন, এক দীনারের বিনিময়ে দুই দীনার" ।[২০]

---

[১৮] তাজুস আরুস ; রিবা দ্রঃ।
[১৯] আহকামুল কুরআন; মিসর।
[২০] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ, সমাজ, অর্থনীতি, আইআইআরবি, ১৯৯২, পৃঃ ১-৩।

সুদের ধারণা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন কালে মানুষকে ঋণ দেয়া হতো মূলতঃ কৃষি, ব্যবসা এবং শিল্প খাতে। সে যুগে অসহায় দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে কোন ধরণের ঋণ প্রদান করা হতো না। কারণ ঋণ গ্রহণকারীকে সুদ প্রদাণের সমর্থ হতে হতো। সুদ সম্পর্কে প্রাচীনকালে যে ধারণা গুলো প্রচলিত ছিল তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ;[২১]

সুমেরিয়ন যুগঃ

"Since the stability of a society may be partly measured by the inverse relation with the rate of interest, we may suspect that Sumerian business, like ours, lived in an atmosphere of economic and political uncertanity and doubt.[২২]

ব্যাবিললীয়ন যুগঃ

"A plague of usury was the price that Babylonian industry, like our own paid for the fertilizing activity of a complex credit system."[২৩]

আসারিয়ান যুগঃ

"Industry and trade were financed in part by private bankers who charged 25% for loans."[২৪]

প্রাচীন চৈনিক যুগঃ

"Trade was facilitated by an ancient system of credit and coinage", "wholesale robbers," said an old Chinese proverb, "start a bank".[২৫]

---

[২১] Dr. Ataul Hoque, Reading in Islamic Banking, Islamic Foundation Bangladesh, 1987, p. 6.
[২২] Will Durant; Our Oriental Heritage, p. 125.
[২৩] Ibn Qayyim, Illam, Vol. 2, p. 265
[২৪] Nasia, Al-Fraid al-Duriyya (An Arabic Dictionary).
[২৫] Ibn Taymiyya Fatawa, Vol. 3 p. 138.

পবিত্র কুরআনে সুদ ও এর প্রাসংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে ১৫টি আয়াতের সন্ধান পাওয়া যায় যা নিম্নরূপঃ[২৬]

সুরা আল বাকারাঃ আয়াত নম্বরঃ ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১

সুরা আল-ইমরানঃ আয়াত নম্বরঃ ১৩০ ও ১৩১

সুরা আন নিসাঃ আয়াত নম্বরঃ ১৬০, ১৬১ ও ১৬২

সুরা মায়িদাঃ আয়াত নম্বরঃ ৬২ ও ৬৩

সুরা রুমঃ আয়াত নম্বরঃ ৩৯

রিবাহ্'র (সুদের) প্রকারভেদ

রিবাহ্ বা সুদ দুই প্রকার। যথা;

ক. রিবাহ্ আন নাসিয়া বা মেয়াদী ঋণের সুদঃ ঋণের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে মূলধনের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশ সে ঋণ নগদ অর্থও হতে পারে আবার পণ্যও হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই "রিবাহ্ আন নাসিয়া'র উদ্ভব ঘটে।[২৭]

রিবাহ্ আন নাসিয়ার সংজ্ঞা এভাবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্যের বিপরীতে মেয়াদান্তে চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত হারে কোনরূপ বিনিময় ব্যতিত যে অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্য আদায় করা হয় তাকে রিবাহ্ আন নাসিয়া বলে। এ প্রকার রিবাহ্ হারাম হবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। বরং সকল মুসলমানদের মধ্যে সর্বসম্মত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন সময়ই এর মধ্যে কোন প্রকারের সংশয় বা সন্দেহ দেখা যায়নি।

---

[২৬] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, কি, কেন, কিভাবে, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৩।

[২৭] ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ৩২৭।

খ. রিবাহ্ আল ফাদল বা হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থঃ একই জাতীয় জিনিসের হাতে হাতে ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময়ের সময় কম বেশী করে বিনিময় করা হলে রিবাহ্ আল ফাদল এর উদ্ভব ঘটে। বিনিময় জিনিস পণ্য হউক বা মুদ্রা হউক। কেউ কেউ রিবা আল ফাদলকে বাংলায় সংক্ষেপে মালের সুদ বলে বঙ্গানুবাদ করেছেন।[২৮]

ওজন বা পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এরূপ সমজাতীয় কোন জিনিসের হাতে হাতে ক্রয় বিক্রয় বা লেনদেন কালে কোনরূপ বিনিময় ব্যতিত যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তাকে রিবা আল ফাদল বলে।

উল্লেখ্য যে, সমজাতীয় জিনিষের কেবলমাত্র হাতে হাতে অসম বিনিময়ের ক্ষেত্রেই রিবা আল ফাদল এর উদ্ভব ঘটে।

রিবাহ্ আন নাসিয়ার অবৈধতা কুরআনের দ্বারা প্রমাণিত; আর রিবাহ্ আল ফাদল এর অবৈধ্যতা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত।

রিবাহ্ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

আরবে প্রাক-ইসলামী যুগে রিবাহ্ এবং মুনাফাকে একই রকম মনে করা হতো। এ ব্যাপারে কুরআনে আছে, "তারা বলে ব্যবসাতো রিবাহ্র মত"। কিন্তু আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

الذين ياكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه
الشيطان من المس ط ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل
الربوا ٥ واحل الله البيع وحرم الربوا ٥ فمن جاءه موعظة
من ربه فانتهى فله ماسلف وامره الى الله ومن
عاد فاولئك اصحب النار هم فيها خالدون ٥

[২৮] ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২শ খন্ড, পৃ. ৪৩৭।

অর্থাৎ "যারা সুদখোর তারা কিয়ামতের দিন শয়তানের আছর প্রাপ্ত লোকের ন্যায় দিশাহারাভাবে দাঁড়াইবে; তা এ কারণে যে, তারা বলিয়া বেড়াইত: ব্যবসায় তো সুদের মতই। বস্তুত: আল্লাহ ব্যবসায় হালাল আর সুদ হারাম করিয়াছেন; সুতরাং যে কেহ রব্বের নির্দেশ পাওয়ার পর পূর্ব কর্ম ছাড়িয়া দেয় তবে তার জন্যই থাকিবে সুফল, তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে, আর যারা পুনরাবৃত্তি করিবে ওরা দোজখবাসী, হইবে তাতে চিরস্থায়ী"।[২৯]

রিবাহ্ ও মুনাফার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, মুনাফা মূলতঃ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়, তথা ব্যবসা থেকে অর্জিত হয়। কিন্তু রিবাহ্র সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে। ব্যবসায়ে মুনাফা নিশ্চিত ও নির্ধারিত কিছু নয়, বরং সম্পূর্ণ অনির্ধারিত এবং অনিশ্চিত। কিন্তু সুদ বা রিবাহ্র ক্ষেত্রে ঋণ দাতা ঋণ দেয়ার সময়ই নির্ধারন করে দেয় কত সময়ে কত সুদসহ আসল ফেরত দিতে হবে। অনেকের ধারণা সুদ ও মুনাফা একই, শুধু নাম পরিবর্তন করে বলা হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে সুদ ও মুনাফা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। মূলত মুনাফা পণ্য-সামগ্রী ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসার স্বাভাবিক ফল স্বরূপ অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে পণ্য সামগ্রী অর্থ দ্বারা ক্রয় করে অর্থকে পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়। রূপান্তরের ঝুঁকি গ্রহণের স্বাভাবিক ফল স্বরূপ বিনিয়োগকৃত পুঁজি বর্ধিত হয়। আর পুঁজির এই বর্ধিত অংশই হচ্ছে মুনাফা। পক্ষান্তরে সুদের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়, রূপান্তর ও ঝুঁকি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুদ পুঁজির রূপান্তরের ফসল নয়, বরং চাপিয়ে দেয়া হস্তান্তরিত অংশ মাত্র। সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে আর মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয় বা সেবার সাথে।[৩০]

---

[২৯] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ ; ২৭৫।

[৩০] মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা, ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১২।

সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

সুদ	মুনাফা
১. সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।	১. মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।
২. সুদের ক্ষেত্রে ঋণ দাতাকে শ্রম ও সময় দিতে হয় না।	২.মুনাফা বিক্রেতার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগের ফল।
৩. সুদ পূর্ব নির্ধারিত ও নিশ্চিত। এতে ঋণ দাতার লাভ নিশ্চিত।	৩. মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত।
৪. সুদের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার লাভের নিশ্চয়তা থাকে না।	৪. মুনাফায় লোকসানের হুমকি রয়েছে।
৫. মূল ধনের উপর ঋণ দাতা বার বার সুদের পরিমাণ নির্ধারন ও আদায় করতে পারে।	৫. ব্যবসায়ে ব্যক্তি ক্রেতার নিকট থেকে যত লাভই করুক, তা একবারই করতে পারে।
৬. সুদ হারাম।	৬. মুনাফা হালাল।
৭. সুদ পুঁজির জন্য ব্যয়।	৭. মুনাফার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে পুঁজির জন্য কোন ব্যয় নাই।
৮. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না।	৮. মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

আল-কুরআনের আলোকে রিবাহ্ (সুদ)ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক বিকাশের ফলে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনেরা বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার থেকে ফায়দা লুটতে থাকে। তারা পুঁজিবাদ নামক শিল্প ও ব্যবসার এক নুতন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। মূলত পুঁজিবাদের জন্ম হয় ব্যবসায়ী, সুদখোর পেশাদার প্রভৃতি বুর্জোয়া শ্রেণী সমূহকে অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রদান এবং কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীকে আরো নিষ্পেষিত করার মাধ্যমে। পুঁজিবাদের মূল কথাই হলো ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের মালিক সে নিজেই, এতে অন্যকারো কোন অধিকার নেই, সে নিজ ইচ্ছামত তা ভোগ করবে তাতে কোন নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা থাকবেনা। সুদকে সে বৈধ মনে করে। এর ফলে ধনী আরো ধনী

হতে থাকে এবং গরীব আরো গরীব হতে থাকে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আল্লাহর। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তা ব্যবহার করবে মাত্র। তাই তার আয়ের উৎস হারাম হতে পারবেনা এবং হারাম কাজে অর্থ ব্যয়িত হতেও পারবেনা । আল কুরআনে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত প্রদান করা হলোঃ

(ক)

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى
يتخبطه الشيطان من المس ط ذلك بانهم قالوا
انما البيع مثل الربوا ج واحل الله البيع وحرم الربوا ط
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ط وامره
الى الله ط ومن عاد فاولئك اصحب النار ج هم فيها خلدون ٥

অর্থাৎ "যারা সুদখোর তারা কিয়ামতের দিন শয়তানের আছর প্রাপ্ত লোকের ন্যায় দিশাহারাভাবে দাঁড়াইবে; তা এ কারণে যে, তারা বলিয়া বেড়াইত: ব্যবসায় তো সুদের মতই। বস্তুত: আল্লাহ ব্যবসায় হালাল আর সুদ হারাম করিয়াছেন; সুতরাং যে কেহ রব্বের নির্দেশ পাওয়ার পর পূর্ব কর্ম ছাড়িয়া দেয় তবে তার জন্যই থাকিবে সুফল, তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে, আর যারা পুনরাবৃত্তি করিবে ওরা দোজখবাসী, হইবে তাতে চিরস্থায়ী।" (সুরা বাকারাহ্: ২৭৫)

(খ)

وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا
عند الله ج وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله
فاولئك هم المضعفون ٥

অর্থাৎ "আর যা তোমরা সুদ দিতেছ লোকের ঐশ্বর্য বর্ধিত হইবে বলিয়া ফলতঃ উহা আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয় না, বস্তুতঃ তোমরা যা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত প্রদান কর, তাই বহুগুণ বর্ধিত হইতেছে।" (সুরা রূমঃ ৩৯)

(গ)
يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى
من الربوا ان كنتم مومنين ٥

অর্থাৎ "হে মুমিনরা! যদি প্রকৃত মুমিন হইয়া থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সুদী কারবার ত্যাগ কর।" (সুরা বাকারাহ্: ২৭৮)

448915

(ঘ)
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ۚ
وان تبتم فلكم رءوس اموالكم ۚ لا تظلمون ولا تُظلمون ٥

অর্থাৎ "যদি এরূপ না কর তবে আল্লাহ ও রাসুলের সাথে যুদ্ধে প্রস্তুত হও, আর তওবা করিলে তোমাদের মূলধন বজায় থাকিবে, জুলুম করিও না, মজলুম হইবে না।"(সুরা বাকারাহ্: ২৭৯)

পুঁজি বিনিয়োগে সুদী লেনদেন ইসলামে একটি অগ্রহণযোগ্য পন্থা। একজন ঋণের আকারে তার পুঁজি বিনিয়োগ করবে অন্যজন নিজ শ্রম ও মেধা খাটাবে। ক্ষতির বোঝা কেবল মেহনতী জনকেই বহন করতে হবে, কিন্তু পুঁজির প্রাপ্য সুদ সর্বাবস্থায়ই নির্দিষ্ট হারে বিদ্যমান। এতে লাভ-লোকসানের কোন প্রশ্নই থাকেনা। ইসলাম এ সুদী পন্থাকে সম্পূর্ণ হারাম বলে ঘোষণা করেছে। সুদের দাবির পরিত্যাগ করার অর্থ ঋণদাতা শুধু আসল অর্থই ফেরত পাবে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আল হাদিসের আলোকে রিবাহ্ (সুদ)

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর বহু সংখ্যক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা রিবাহ্ (সুদ) হারাম প্রমাণিত। সুদের অবৈধতা এবং সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করা হলো;

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সুদী লেনদেনের সাক্ষীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন (পাপের দিক থেকে) তারা সকলেই সমান অপরাধী।"[৩১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভাষায় সুদের মধ্যে তিহাত্তরটি গুনাহ্ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজের মাকে বিবাহ করার ন্যায় (পাপ)।"[৩২]

মহানবী (সা:) সুদখোরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করে বলেন, "মিরাজের রাতে সপ্তাকাশে পৌঁছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ ও গর্জন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট এলাম যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সাপে ভরপুর, যা বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেসা করলাম, হে জিব্রাঈল (আ:) তারা কারা? তিনি বললেন, তারা সুদখোর।"[৩৩]

রিবাহ্ (সুদ) সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনা

আল-কুরআনে একাধিক আয়াতে "রিবাহ্"(সুদ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর তা এ জন্য যে, বেচা-কেনা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন (সুরা বাকারা-২৭৫)। এই আয়াত সুদখোরদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এর সঙ্গে আরেকটি আয়াত

---

[৩১] আল-হাদিস, সুনানুত তিরমিযী হাদীস নং-১১২৭।
[৩২] আল-হাদীস, ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং-২২৬৬।
[৩৩] আল-হাদীস, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৮২৮৬।

সংযোজন করা হয়েছে "বেচা-কেনা তো সুদের মতই"। রিবাহ্ ও বেচা-কেনার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিন্তু তারা বুঝাতে চেয়েছে রিবাহ্ও এক ধরণের ব্যবসা। কিন্তু কুরআনে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে-"সুদ হারাম" এবং ক্রয়-বিক্রয় হালাল। বস্তুত বেচা-কেনা ও সুদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তা নিম্নে দেয়া হলোঃ-

(ক) বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদকে ব্যবসার মত মনে হলেও পরিনামের দিক থেকে তা এক নয়। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। যার উদ্দেশ্যই হলো পারস্পারিক সহযোগিতা কিন্তু সুদের ভিত্তিই হলো ব্যক্তি স্বার্থ।

(খ) ব্যবসার মধ্যে বিনিময় হয়। সেটা বস্তু/পণ্যের বদলে পণ্য বা পণ্যের বদলে অর্থ ও হতে পারে। কিন্তু সুদের মধ্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হয় তা কোন বস্তুর বিনিময়ে নয়।

(গ) ক্রয়-বিক্রয়ের ফলাফল হচ্ছে ব্যাপক। সকলেই এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সুদের ফলাফল মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করতে পারে। সাধারণ্যে এর সুফল ভোগী নয়। মানুষের প্রয়োজন সীমা অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একা একা নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারেনা। এজন্য আল্লাহ বিনিময়ের মাধ্যমকে অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে অন্যায় এবং জুলুম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর তা বিধান দিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন। স্বাভাবগত ভাবে মানুষ নিজের লাভ-লোকসানের প্রতিই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখে। কিন্তু আল্লাহর বিধানে সর্ব প্রথম সর্বসাধারণের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয় পরে ব্যক্তিগত বিষয় গুলি আসে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বিষয়টির গুরত্ব বিবেচনা করে এ বিষয়ে যেন কোন দ্বিমত না থাকে এ উদ্দেশ্যে বিদায় হজ্জের সময় এ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। এটি ছিল তার জীবনের সর্বশেষ বক্তব্য। বস্তত ইসলাম ধর্মে এ বক্তব্য একটি গঠনতন্ত্র হিসাবে গুরুত্ব রাখে। মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে আরাফার ময়দানে এ

রিবাকেই রহিত ঘোষণা করেন। কুরআনে আছে আল্লাহতায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে করেন বর্ধিত।

সুরা আল-ইমরানে আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মুমিনগণ তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো"। বস্তুত যাহেলী যুগে আরবের মধ্যে এরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। নির্ধারিত মেয়াদের ভিত্তিতে তারা পরস্পর ঋণ দিত। নির্ধারিত মেয়াদান্তে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দেয়া হতো।

অন্য আরোকটি আয়াতে বলা হয়েছে –"তোমরা যদি সুদ থেকে তওবা করে নাও এবং সুদের বকেয়া অর্থ-গ্রহণ না করার দৃঢ় সংকল্প কর তবে মূলধন তোমাদের থাকবে। মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করে তোমরা কারো প্রতি জুলুম করতে পারবে না এবং মূলধনের মধ্যে হেরফের করে তোমাদের প্রতি যুলুম করার অধিকারও কারো নাই"। মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে "যুলুম" আখ্যায়িত করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা যুলুম। এ জুলুমের/অত্যাচারের কারণেই সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ধর্ম ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে রিবাহ্

সকল ধর্মেই সুদের অপকারিতার কথা বলে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দুনিয়ার প্রখ্যাত দার্শনিক চিন্তাশীল ও গবেষকগণ যুগে যুগে সুদের অশুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করে এর বিরূদ্ধে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের যুক্তি গুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো;

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টেটল তাঁর "পলিটিক্স" নামক গ্রন্থে সুদকে "কৃত্রিম মুনাফা" আখ্যায়িত করে বলেছেন, অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা একটি কৃত্রিম জালিয়াতি ব্যবসা, সুতরাং এর কোন

বৈধতা থাকতে পারে না। তিনি আরো বলেছেন, "একটা টাকা আর একটা টাকার জন্ম দান করতে পারে না।"[৩৪]

প্লেটো তার "লজ" পুস্তকে সুদের নিন্দা করেছেন।[৩৫] তাছাড়া ক্যাটোস, সেনেকা, পোটাস প্রমুখ দার্শনিকগণও অর্থকে বন্ধ্যা এবং এর উপর সুদ ধার্য করাকে অযৌক্তিক বলে অভিমত দিয়েছেন।[৩৬]

থমাস একুইনাস সুদের বিরূদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন, "অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহার পৃথক করা যায় না। তাই অর্থের ব্যবহার করা মানে অর্থকে নিঃশেষ করা বা খরচ করে ফেলা। এক্ষেত্রে একবার অর্থের ব্যবহারের মূল্য নেওয়ার পর পুনরায় সে অর্থের মূল্য নেয়া হলে, একই দ্রব্যকে দুবার বিক্রি করার অপরাধ হবে অথবা দ্বিতীয়বারে এমন দ্রব্যের মূল্য নেয়া হবে, যা প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার দখলে নাই। নিঃসন্দেহে এটি একটি অবিচার। সুদকে সময়ের মূল্য বলে যারা দাবী করেন, তাদের যুক্তি খন্ডন করে তিনি বলেছেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ, যার ওপর ঋণ গ্রহীতা, ঋণদাতা ও অন্যান্য সকল মানুষের সমান মালিকানা অধিকার রয়েছে। এমতাবস্থায় ঋণদাতা কর্তৃক সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি একটি ভন্ডামি ও অসাধূ ব্যবসা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইতালীয় লেখক মিসাব্যু সুদকে অযৌক্তিক বলেছেন কারণ, "একদিকে অর্থ একটি প্রতীক মাত্র এবং এর নিজস্ব কোন ব্যবহার নাই, অন্যদিকে বাড়ী ঘর ও আসবাবপত্রের মতো অর্থের ক্ষয়-ক্ষতিও হয় না।

আধূনিক যুগে লর্ড কীণসের মত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদও সুদের অশুভ পরিনতির ব্যাখ্যা করেছেন এবং সুদের হারকে শুণ্যের কোঠায় আনার জন্য সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।[৩৭]

---

[৩৪] Aristotoles politics, Book I, Chap X, p. 23.
[৩৫] Plato, Laws, Book. V.
[৩৬] Boom Bowark. Capital and interest, v. I. 1954. p. 10-11.
[৩৭] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ, সমাজ, অর্থনীতি, আইআইআরবি, ১৯৯২, পৃঃ ১-৩।

হযরত মুসা (আঃ) এর দুইটি কিতাব, যা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত, সেগুলোতে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। "Exodus" এর ২২তম স্তবকে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি আমার কোন গরীব লোককে টাকা ধার দাও, তবে তোমরা তার উত্তম মহাজন হবে না এবং তোমরা তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না"।

অনুরূপভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় আরও একটি গ্রন্থ "Deuteronomy" এর ২৩তম স্তবকে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ধার দেবেনা- অর্থের উপর সুদ, খাদ্য সামগ্রীর উপর সুদ এবং যে কোন জিনিস যা ধার দেয়া হয় তার উপর সুদ"।

হিন্দু মতবাদ মতে মহাজনী ব্যবসা বা সুদের ব্যবসা শুধু বৈশ্যদের একচেটিয়া ছিল। প্রাচীন Mosaic অনুশাসনে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু এই বিধান ছিল সম্পূর্ণভাবে ইহুদীদের জন্যে।

খ্রীষ্ট ধর্মের একেবারে শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং রোমে পোপের আওতাধীন চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিভক্তিকাল পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্ট বলেছেন, "ধার দিতে চাইলে অতিরিক্ত কিছু আশা না করেই দাও"।[৩৮]

রিবাহ্ (সুদ) একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ

রিবাহ্ (সুদ) সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আর ও ধনী হয়।[৩৯] সুদ আজ জাতীয় ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সুদ প্রথা একটি অমানবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। সুদ মানুষের আর্থিক লাভের আকর্ষণ সৃষ্টির আড়ালে মানুষকে স্বার্থপর অর্থলোভী করে মানব সমাজ থেকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মত মানবীয় গুনাবলী ধ্বংস করে দেয় এবং সুদ গ্রহীতাকে করে

---

[৩৮] বার্ষিক প্রতিবেদন; ২০০৫, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, পৃ: ৬।
[৩৯] ড. হাসান জামান, ইসলামী অর্থনীতি, ৩য় সংস্করণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৪।

দেয় সর্বস্বান্ত। এতে সমাজে আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজের শান্তি নষ্ট হয়। বহুমাত্রিক সুদী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার। সুদ মুষ্টিমের শ্রেণীর হাতে অর্থ পুঞ্জিভূত হয়ে সমাজে অর্থের অবাধ আবর্তনকে রুদ্ধ করে দেয়। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি সমাজে মানুষে–মানুষে এক অসম আর্থিক প্রতিযোগিতার জন্ম দেয় ।[৪০] সুদের আরবি হলো "রিবাহ্" আর "রিবাহ্র" আভিধনিক অর্থ অতিরিক্ত। আল-কুরআন রিবা বলে ঐ অতিরিক্ত পরিমাণকে বুঝনো হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নাই।

রিবাহ্ যুক্তি ও ন্যায়সংগত নয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর আদৌ কোন প্রয়োজন নাই উপরন্তু এর মধ্যে যর্থাথ লাভ ও উপকারের কোন অংশও নাই। কিন্তু শুধুমাত্র এ নেতিবাচক কারণগুলোর ভিত্তিতে রিবাহ্ হারাম ঘোষিত হয়নি। বরং রিবাহ্ হারাম হবার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, এটি চুড়ান্তভাবে ক্ষতিকর এবং অনেক দিক দিয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর।[৪১]

রিবাহ্র (সুদ) বিলোপ সাধন

সুদ অর্থনীতির জটিল সমস্যা, সুদ অর্থনৈতিক শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থার ফলে পণ্যের সাথে টাকার সম্পর্ক থাকে না এবং আয়ের ক্ষেত্রে অসমতা বাড়িয়ে তোলে। মহানবী (সাঃ) আরবের চক্রবৃদ্ধি হারের সুদসহ সকল প্রকার সুদী কারবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুদের সাথে যারা যুক্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ অন্য কোন ব্যবস্থার জন্য আল্লাহ্/নবীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নি।

---

[৪০] মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদ, সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ, ২০০৪, পৃঃ ১৭-৩৫।

[৪১] সাইয়েদ আবুল আ"লা মওদুদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৫৫।

দারিদ্র্য এবং ইসলাম

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের অক্ষমতাকে দারিদ্র বলা হয়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বল্পতা ও সংকট হল দারিদ্র্যতা। বিশেষত: মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে মানুষের অভাব ও সমস্যাকে দারিদ্র্যতা বলা হয়। মানুষের প্রয়োজন অনেক থাকে কিন্তু মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও প্রাপ্তি প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। ইউএনডিপি এর development রিপোর্টে দারিদ্র বোঝাতে দৈনিক আয়কে ব্যবহার করা হয়েছে।[৪২] যেমন ঃ

(ক) প্রথম ধরণের দরিদ্র যার দৈনিক আয় এক ডলারের কম

(খ) দ্বিতীয় ধরণের দরিদ্র যার দৈনিক আয় দুই ডলারের কম।

বিশ্বে বর্তমান ১২৫ কোটি লোক আছে যাদের দৈনিক আয় এক ডলারের কম। এশিয়ায় এর সংখ্যা ৫০কোটি বাংলাদেশে ৫কোটি বা মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ। বলা হয়ে থাকে দুটি কারণে একটি দেশ দারিদ্রে জর্জরিত হতে পারে; প্রথমতঃ দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সম্পদ আছে কিন্তু তা গুটিকয়েক লোকের হাতে রয়েছে অর্থাৎ সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন এবং ব্যবহার না হওয়ায়। বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় কারণটি প্রযোজ্য। ইউএনডিপি সূচকে ২০০০ সালে দারিদ্রের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৩ টি দেশের মধ্যে ১৪৫ এ। মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, শিশু মৃত্যু, মাতৃ মৃত্যু, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা ইত্যাদি কে সূচক ধরে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২ তম।[৪৩]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের দারিদ্রতা দূরীকরণ এবং বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসে দারিদ্র বিমোচনে তাদের প্রকল্প গ্রহণের কথা। প্রকল্প

---

[৪২] মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ, স্টাডি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪-১৮।
[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা শ্রেণী ভিত্তিক পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের দারিদ্রের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাতে এই শ্রেণীকে ৪টি পর্যায়ে আলাদা করে দেখা যেতে পারে;

১. এমন দরিদ্র যারা কর্মক্ষম কিন্তু কর্মসংস্থানের বা আয়ের কোন ব্যবস্থা নাই।

২. কাজে নিয়োজিত আছে বটে কিন্তু উপার্জিত আয় দিয়ে তাদের সংসারের প্রয়োজন পুরণ হয় না।

৩. যাদের কোন কর্মক্ষমতা নাই। যেমন, বৃদ্ধ,পঙ্গু, অসুস্থ্য, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ ইত্যাদি।

৪. মূলতঃ দরিদ্র নয় বটে কিন্তু হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা, সমস্যা, কোন বিপদ ও দুযোগের কারণে অসুবিধায় পড়ে সাময়িক ভাবে অভাবী হয়ে পড়েছে।

দারিদ্র্য বিশ্বমানবতার জন্য এক চরম অভিশাপ। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারে। মহানবী (সাঃ) বলেন, "দারিদ্র্য মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।"[৪৪] দারিদ্র একটি সামাজিক ব্যাধি। দারিদ্রের কষাঘাতে ও ক্ষুধার নির্মম যাতনা মানুষকে যে কোন অপরাধ করতে বাধ্য করে। দারিদ্রপূর্ণ সমাজে মানবতাবোধ লোপ পায়। আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভীর ভাষায়, ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহর নিয়ামত মনে করে, যার শোকর আদায় করা উচিত। আর দারিদ্রতাকে মনে করে মছিবত। যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা অত্যাবশ্যক।[৪৫]

প্রকৃত পক্ষে দারিদ্র্য মানুষকে অনেক সময় অপকর্মের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাব কে খারাপ করে দেয়। দারিদ্র্য মানুষের সুষম চিন্তাকে বিলুপ্ত করে। দারিদ্র্য শিক্ষা অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, জাতিকে পঙ্গু করে ফেলে। দারিদ্র্য মানুষকে মান-মর্যাদা উপেক্ষা করতে শেখায়। তাই দারিদ্র্য সমস্যা সমাধান ইসলামের অন্যতম মৌল লক্ষ্য। ইসলাম দারিদ্র্যকে লালন করে না পছন্দ করে না। শ্বাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম তাই দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী সম্বৃদ্ধ সমাজ গঠনে বদ্ধ পরিকর। বাস্তব সম্মত পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র বিমোচনের কালজয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে যে

[৪৪] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, ২য় সংস্করণ, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩১৬।
[৪৫] ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খাতিব: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৭-১৯।

শক্ত ভূমিকা পালন করেছে, মানুষের গড়া কোন অর্থনীতিতে তাঁর কোন নজির নাই। মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের বিধানের মাধ্যমে সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানুষের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি এবং সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করার অন্যতম উপায় হলো অবিরত কাজে থাকা। মহানবী (সাঃ) নিজে সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে কাজে উৎসাহ দিতেন।[৪৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন কারবার ব্যবসায় পুঁজি তিন পন্থায় বিনিয়োগ করা যেতে পারেঃ

(ক). মালিকানা কারবারঃ অন্যের অংশীদারী ব্যতিরেকে পুঁজি বিনিয়োগে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি নিজেই বিনিয়োগ করে তবে এ ক্ষেত্রে তার যে প্রতিদান মিলবে তা ব্যবহারিক পরিভাষা এবং আইনগত দিক থেকে কেবল মুনাফা হিসাবেই বিবেচিত হবে। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় উক্ত প্রতিদান পুঁজি খাটানো হিসাবে লাভ এবং ব্যবসা চালানোর মেহনত হিসাবে শ্রম, উভয়েরই সমষ্টি ধরা হবে।

(খ) অংশীদারী কারবার ঃ পুঁজি বিনিয়োগের দ্বিতীয় পন্থা হলো কয়েকজন একত্রে মূলধন বিনিয়োগ করবে এবং কারবার পরিচালনে অংশ নেবে। সকলেই লাভ লোকসানের ঝুঁকি নেবে। একে ইসলামী ফেকাহর পরিভাষায় শিরকাতুল উকুদ বা সম্মিলিত কারবার বলা হয়। এই পন্থাটিতে ইসলাম বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। প্রাক-ইসলামী যুগেও এ ধরনের কারবার প্রচলিত ছিল।

(গ) মুযারাবাত ঃ পুঁজি বিনিয়োগের আরোকটি পন্থা হলো একজন মূলধন বিনিয়োগ করবে আর অন্যজন তার শ্রম ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করবে এবং উপার্জিত মুনাফায় উভয়েরই অংশ থাকবে। ইসলামী পরিভাষায় একে মুযারাবাত বলা হয়। একইভবে ব্যবসায়ে লোকসান হলে উভয়েই ক্ষতি স্বীকার করবে।

---

[৪৬] Moulana Fariduddin Masuod, Worker's Right in Islam. 1st ed. Islamic Foundation, Dhaka, 1987, p. 44.

ব্যবসায়ের এ পদ্ধতিও ইসলাম সমর্থন করে। নবী করীম (সাঃ) নিজে হযরত খাদিজা (রাঃ) এর সাথে বিবাহের পূর্বে এমনি ধরণের তেজারতি কারবার করেছিলেন ।

ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

কেউ কেউ মনে করেন ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের লেনদেনের মধ্যে তো তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আসলে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের লেনদেন, বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে বাহ্যিক তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও দু'য়ের কার্যক্রমের নীতিমালা, পদ্ধতি ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে বহু পার্থক্য। নিম্নে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

ইসলামী ব্যাংক	সুদী ব্যাংক
১। ইসলমী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্ম পদ্ধতির সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকান্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইসলামী ব্যাংকে সুদের কোন অস্তিত্ব নেই।	১। সুদী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার কর্মকান্ডের সকল স্তরেই ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। সুদই হচ্ছে তাদের আয়ের প্রধান উৎস এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মূলমন্ত্র।
২। ইসলামী ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে না, বরং পণ্যের ব্যবসা করে; ইসলামী ব্যাংকে নগদ অর্থ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং নগদ অর্থকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	২। সুদী ব্যাংক নির্দিষ্ট হার সুদে অর্থের ব্যবসা করে অর্থাৎ অর্থকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে।
৩। ইসলামী ব্যাংক সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার নির্দেশাবলী পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকে।	৩। সুদী ব্যাংকের অস্তিত্ব যেহেতু সুদের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং সেখানে শরীয়া বোর্ড থাকার

এতদুদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকে একটি তদারককারী শরীয়া বোর্ড থাকে। শরীয়া অনুমোদন করে না এমন কোন কাজে হাত দেয়া ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব নয়।	কোন প্রশ্নই আসে না।
৪। ইসলামী ব্যাংকের মূখ্য উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করা নয়। ইসলামী ব্যাংক-কে সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাই লাভজনক হলেও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর এমন কোন খাতে ইসলামী ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।	৪। সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দিতে সুদী ব্যাংকগুলো বাধ্য নয়। এ ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ। সুদসহ মূলধন ফেরত আসবে কিনা, এটাই তাদের দেখার বিষয়। সেখানে হালাল হারামের প্রশ্ন অবান্তর।
৫। ইসলামী ব্যাংক আসলের অতিরিক্ত কোন অর্থ পাবার উদ্দেশ্যে কাউকে কোন নগদ অর্থ লোন বা ঋণ হিসেবে প্রদান করে না। কারণ লোন বা ঋণের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কেবল আসল ফেরত নিবে, চুক্তির ভিত্তিতে আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়া যাবে না। আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়ার ইচ্ছে থাকলেও ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ অর্থের সাহায্যে পণ্যের ক্রয় বিক্রয় (ব্যবসা) করতে হবে।	৫। সুদী ব্যাংক আসলের অতিরিক্ত কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্য ঋণ গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট হার সুদে নগদ অর্থ লোন বা ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সুদী ব্যাংক কোন ধার ধারে না, বরং সুদসহ আসল ফেরত পাবে এটাই তাদের হিসাব।
৬। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অংশীদারী কারবারে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব থাকে এবং পূর্ব	৬। সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ব্যাংক সুদসহ আসল পূর্ণভাবে আদায় করে নেয়।

নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে ব্যবসার লাভ লোকসানে অংশ নেয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব ও লোকসানের বোঝা বিনিয়োগ গ্রহীতার উপর ছেড়ে দেয় না, বরং ইসলামের বিধান অনুযায়ী লোকসানেরও বোঝা বহন করে।	ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব ও লোকসানের বোঝা ঋণগ্রহীতাকে একাই বহন করতে হয়। ব্যাংক কোন দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না। ঋণ গ্রহীতার লোকসানের দিকে সুদী ব্যাংক আদৌ কোন নযর দেয় না।
৭। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের নিরাপত্তা এবং সুনির্দিষ্ট আয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে ব্যবসায়ে লাভের জন্যে এবং লোকসানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ব্যাংক বিশেষজ্ঞগণ সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।	৭। সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় মূলধন পূর্ণ নিরাপদ এবং সুদের মাধ্যমে আয়ের বৃদ্ধিও সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত। ব্যাংক আমানতের উপর কম হারে সুদ দেয় এবং ঋণের উপর অধিক হারে সুদ নেয়।
৮। ইসলামী ব্যাংক অর্থ জমাদানকারীদেরকে কোন নির্দিষ্ট লাভ প্রদানের অগ্রিম বাণী শুনায় না। ব্যাংক জমাকারীদের অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করে থাকে, তার থেকে একটি অংশ বা হার (পূর্ব শর্তানুযায়ী) আমানতকারী/জমা-দানকারীদেরকে প্রদান করে থাকে।	৮। সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে। ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে অধিক হারে সুদ নেয় এবং তার থেকে কম হারে আমানতকারীদেরকে সুদ প্রদান করে থাকে।
৯। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদের বিনিময়ে টাকা খাটায় না। বরং ব্যাংক নিজে কিংবা উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে এবং ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসার মূলধন	৯। সুদী ব্যাংকসমূহের আসল এবং প্রধান কাজ হলো সুদের বিনিময়ে টাকা খাটানো। ব্যাংক সাধারণত নিজে কোন ব্যবসা করে না বরং

সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করে থাকে।	ব্যবসায়ীদেরকে সুদের বিনিময়ে মূলধন সরবরাহ করে থাকে।
১০। ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সমাজ থেকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা।	১০। সাধারণ মানুষের সেবা ও কল্যাণে কাজ করতে সুদী ব্যাংকগুলো বাধ্য নয়। অর্থের ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নেই এর কার্যক্রম প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ।
১১। ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো পণ্য বিক্রেতা ও ক্রেতার এবং ব্যবসার লাভ-লোকসানের অংশদারিত্বের।	১১। সুদী ব্যাংকের সাথে গ্রহকের সম্পর্ক থাকে মহাজন ও খাতকের এবং সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার।
১২। ইসলামী ব্যাংক নিজেকে সমাজ সংগঠনের একটি অংশ মনে করে। ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা।	১২। সুদী ব্যাংকের এ ধরণের তেমন কোন আগ্রহ নেই। কারণ এ বিষয়ে সুদী ব্যাংক বাধ্য নয়।
১৩। ইসলামী ব্যাংক নিজের এবং অন্যের যাকাত, সাদাকাহ্‌ ও অনুদানের অর্থ পরিকল্পিতভাবে আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করে বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে।	১৩। সুদী ব্যাংক আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় কাজ করতে পারে বটে। তবে এ ধরনের কোন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য থাকে না।
১৪। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো পণ্য কেনা বেচার সাথে সম্পৃক্ত। এখনে বিনিয়েগে গ্রাহককে কোনক্রমেই নগদ অর্থ প্রদান করা হয় না।	১৪। সুদী ব্যাংকগুলো পণ্য কেনাবেচা করতে বাধ্য নয়। এখানে গ্রাহক/ঋণ গ্রহীতাদের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

১৫। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ তথা পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একবার মুনাফা ধার্য করার পর তা মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে ব্যাংক দ্বিতীয়বার কোন মুনাফা ধার্য্য করতে পারে না। কারণ ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনে পর পণ্যের মূল্য গ্রাহক/ক্রেতার নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। আর ঋণের উপর সময়ের ব্যবধানে অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থই হচ্ছে সুদ আদায় করা। ফলে কোন বিনিয়োগ হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলে ইসলামী ব্যাংক আর্থিক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই কোন বিনিয়োগ হিসাব যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয় সে জন্যে পূর্ব হতেই ব্যাংক কর্মকর্তাদের সতর্কতা অবলম্বনসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মেয়াদ উর্ত্তীণ হবার পর অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোন মুনাফা আদায় করতে পারে না কারণ তা শরীয়াহ সম্মত নয়।	১৫। সুদী ব্যাংক কোন হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে তারা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে থাকে। ফলে কোন হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তাদের কোন অসুবিধা ও চিন্তা থাকে না। কারণ অতিরিক্ত সময়ের জন্যে তারা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নির্ধারিত অধিক হারে সুদ আদায় করবে এটাই তাদের প্রধান হিসাব। এটাই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান পার্থক্য। সুদী ব্যাংক মেয়াদদোর্ত্তীণ ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকিং এর বাস্তবায়ন

তাত্ত্বিক অনুশীলন

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার কল্যাণধর্মী আদর্শের ভিত্তিতে জনগণকে অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনায় পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের সাহাবীগণ ছাড়াও আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ অমূল্য অবদান রেখেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর আবু ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮ খীঃ), শাইবানী (৭৫০-৮০৪), আবু উবাইদ, ইয়াহিয়া আবু আদম (৮১৮ হিঃ), কুদামা বিন যাফর, ইবনে আল মুকাফ্ফা, আল যাহির, আল মাওয়ার্দী, ইবনে হাযম (মৃ ১০৬৪ খ্রীঃ), ইবনে তাইমিয়া (১২৬২-১৩২৮), ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), গায্যালী (১০৫৯-১১১১), আল-হারীর (১০৫৪-১১২২), আহমাদ আলী আল-দালাযী (মৃ ১৪২১) থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৩) পর্যন্ত ইসলামী চিন্তা, দর্শন ও মানীষার ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অর্থনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সরকারী ব্যয়, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বিনিময় বাণিজ্য, কর, শ্রম বিভাজন, একচেটিয়াবাদ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ তথা অর্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের অবদান সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে হাজার বছরের এক অব্যাহত ধারা রচনা করেছে। অন্য কোন সভ্যতায়ই অর্থনৈতিক চিন্তার এ ধরণের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার নযির পাওয়া যাবে না। বিশ শতকের কতিপয় বিখ্যাত ইসলামী মনীষী ও অর্থনীতিবিদের দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবতা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে হিমালয়ান উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা হিফজুর রহমান ও সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে প্রকাশিত তাদের গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ইসলামী ব্যাংকিং এর কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে শেখ মাহমুদ আহমাদ তাঁর Economics of Islam" নামক প্রবন্ধে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করেন। মোহাম্মদ আল-আরাবী (১৯৬৬) ও এস.এ ইরশাদ (১৯৬৪) ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল হিসাবে মুদারাবা নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন। ১৯৬৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং এর দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মডেল উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি মুশারাকা নীতি অন্তর্ভুক্ত করে ফান্ড ব্যবস্থাপনার দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মডেল অধিকতর সম্প্রসারণের প্রস্তাব করেন। ১৯৮২ সালে এম. মোহসিন আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে একটি কাঠামোগত ধারণা উপস্থাপন করেন।

১৯৬৩ সালে আহমদ আল-নাজ্জার মিসরের মিটগামারে আধুনিক বিশ্বের প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে বিশ্বের অন্তত ৪৯টি মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ভিন্ন ও বিচিত্র আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রায় ২৮০টি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্রমবিকাশ

এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্রমবিকাশ নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো;

১. ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবির চার্টারে স্বাক্ষর করে এবং নিজ দেশে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পুণর্গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

২. ১৯৭৮ সালে সেনেগালে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ নিজ দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্য পোষণ করে।

৩. ১৯৭৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ মোহসীন সে দেশের দুবাই ইসলামী ব্যাংকের আদলে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের নিকট সুপারিশ করেন।

৪. ১৯৮০ সালে পাকিস্থানে অনুষ্ঠিত ওআইসি দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সদস্য দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।

৫. ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক "বাংলাদেশ ব্যাংক" বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

৬. ১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর একটি আন্তর্জতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব নূরুল ইসলাম উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন। তিনি তার ভাষণে বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

৭. ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সৌদি আরবের মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সুপারিশ করেন,"মুসলিম দেশসমূহের উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা"। এই ঘোষণা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক ও সক্রিয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

৮. ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এর একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তারা বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আইডিবির অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দল সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর যথেষ্ট কাজ হয়েছে এবং শীঘ্রই এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলছে।

৯. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত "ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো" (IERB) এবং ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স

এসোসিয়েশন" (BIBA) অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতব্য ইসলামী ব্যাংক সমূহের জন্য দক্ষ ব্যাংকারের শুন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর পক্ষে জনমত গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। মুসলিম বিজনেস এসোসিয়েসন (বর্তমানে মুসলিম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিষ্ট এন্ড বিজনেস এসোসিয়েশন) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তা-মূলধন সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১০. বহুমাত্রিক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসলরূপে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সূদমুক্ত ব্যাংকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্ষেত্রে ১৯জন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থা এবং সৌদী আরবের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সফল অগ্রযাত্রার পথ ধরে পরবর্তীতে দেশে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১. ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে "আল-বারাকা ব্যাংক" (বর্তমানে অরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১২. ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩. ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে সোশাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪. ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে শামিল ব্যাংক অব বাহারাইন (ইসলামী ব্যাংকার্স) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫. ২০০১ সালে বাংলাদেশে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬. ২০০৪ সালের জুলাই মাসে এক্সিম ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংক থেকে তার কার্যক্রম ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে।

গ. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক। সুদ মুক্ত আধুনিক ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়িমের দীপ্ত অংগীকার নিয়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিমিটেড'। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর শাসনমলে এ ব্যাংক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে ৩০ মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১২ আগষ্ট হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের জন্ম লাভ বাংলাদেশে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৮০.২০কোটি টাকা।[৪৭] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ হচ্ছে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার ব্যাংক। এ ব্যাংকের দেশী ও বিদেশী শেয়ার মূলধনের অনুপাত হচ্ছে ৩৮% ঃ ৬২%।

ব্যাংকের নির্বাহী প্রধানের পদবি হচ্ছে 'এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট'। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্যে রয়েছে একটি শক্তিশালী শরীয়াহ বোর্ড। বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম, ফকীহ, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারের সমন্বয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর শরীয়াহ কাউন্সিল গঠিত। এ ব্যাংক ইতিমধ্যে বাংলাদেশ প্রথম শ্রেণীর ব্যাংক হিসেবে গৌরব অর্জন করেছে। দেশের দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে এ ব্যাংকের রয়েছে ব্যাপক পরিকল্পনা। বাংলাদেশে সুদবিহীন ও কল্যাণমুখী

[৪৭] প্রথম আলো (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫ বছর পূর্তি, ২০০৮, পৃ. ২১।

ব্যাংকিং প্রবর্তনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিমিটেড এর ভূমিকা অগ্রগণ্য ও অবিস্মরণীয়। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলাদেশে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

'আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের দ্বিতীয় শরীয়া ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক। এটি ১৯৮৭ সালের ৩০ এপ্রিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর শাসনামলে অনুমোদন লাভ করে এবং ২০ মে হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। আল বারাকা বাংলাদেশ লিমিটেড সৌদি আরবের বিখ্যাত দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতির যৌথ মূলধনে প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৬০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২৫.৯৫ কোটি টাকা। এ ব্যাপারে শেয়ার মূলধনের অনুপাত হচ্ছে, আল বারাকা গ্রুপ ৬০ শতাংশ, বাংলাদেশী স্পন্সর ১২.৫০ শতাংশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ১০ শতাংশ, বাংলাদেশী শেয়ার হোল্ডারগণ ১২.৫০ এবং বাংলাদেশ সরকার ৫ শতাংশ। এ ব্যাপারে ইসলামী নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনার জন্যে রয়েছে একটি শরীয়াহ বোর্ড। দেশের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকজন আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদদের নিয়ে এ শরীয়াহ বোর্ড গঠিত। আধুনিক ধ্যান ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে গ্রাহক সেবায় উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

'আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক। এটি হচ্ছে শরীয়াহ ও আধুনিক ব্যাংকিং এর এক অনন্য সমন্বয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তোষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতের নাজাত ও জান্নাত লাভের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে

বাংলাদেশে সুদবিহীন কল্যাণমুখী ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, দারিদ্র বিমোচন, অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে পবিত্র মক্কার ঐতিহাসিক আরাফাত প্রান্তরের নামে। যে আরাফাত প্রান্তরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ১০ম হিজরীর ৯ জিলহাজ্জ তারিখে প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। যে প্রান্তরে প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবান একত্রে সমবেত হন। যে আরাফাত প্রান্তরে রয়েছে ইসলামের বহু নিদর্শন। বরকত হাসিলের জন্যে এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিন্তা চেতনায় যাতে আরাফাত প্রান্ত রের স্পিরিট সৃষ্টি হয় সে প্রত্যাশা নিয়ে ঐতিহাসিক আরাফাত প্রান্তরের নামে এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে 'আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। এ ব্যাংকের মনোগ্রামে রয়েছে বায়তুল্লাহর ছবি, যে বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) দুনিয়ার সকল মুসলমানদের একমাত্র ক্বিবলা হিসেবে নির্ধারিত।

বিগত ১৯৯৫ সালের ১৮ জুন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর শাসনামলে এ ব্যাংক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় এবং একই বছর ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৬৭.৭৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২.৬৫.কোটি টাকা। এটি সম্পূর্ণভাবে দেশীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ৫টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক-ই একমাত্র ইসলামী ব্যাংক যার ১০০% মালিকানা বাংলাদেশী। দেশের কতিপয় স্বনামধন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এ ব্যাংকের উদ্যোক্তা ও পরিচালক। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড পরিচালিত হচ্ছে, যারা নিজ নিজ পেশায় অত্যন্ত সুপরিচিত,

ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং প্রত্যেকেই হাজী। বিশেষ করে এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ, লেখক, গবেষক, বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকাররের ধর্ম ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বচন কমিশনের প্রাক্তন সফলকাম সচিব, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাবেক রেক্টর জনাব আলহাজ্ব এ. জেড. এম শামসুল আলম। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সামগ্রিক পরিবেশ হবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নাফসানিয়াত বা কোন প্রকার স্বার্থপরতা নয় বরং ত্যাগ ও কুরবানীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। যে কুরবানী হবে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম কুরবানী তথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তার পরিবারের কুরবানী।

এ ব্যাংকের লক্ষ্য ও কর্মসূচী কেবলমাত্র আখিরাতের সফলতার নিরিখেই প্রবর্তিত নয়, মানুষের দুনিয়াবী জীবনেও আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনে অংঙ্গীকারবদ্ধ। এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়ার যথাযথ অনুসরণ করে আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ব্যাংকের পরিবেশগত দিক থেকে এ ব্যাংকের রয়েছে কতকগুলো ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য। যেমন ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাথায় টুপি পরিধান করেন, দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে সবাই সম্মিলিত ভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোচনা (দার্‌স্‌) শুনে মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত কামনা করে কাজ শুরু করেন, সর্বদা ওযুর সাথে থাকার এবং কাজ করার চেষ্টা করেন, নামাযের নির্ধারিত সময়ে আযান হবার সাথে সাথে সবাই জামাআতে নামায আদায় করেন, ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় রয়েছে নামাযের নির্ধারিত স্থান যা কেবলমাত্র নামায ও অন্যান্য নফল ইবাদতের জন্যেই নির্ধারিত রাখা হয়েছে। এ

ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার অনুকূল পরিবেশ। ব্যাংকের এ সকল বিবিধ বৈশিষ্ট্যের কারণে ইতোমধ্যে ব্যাংক সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করেছে।

এ ব্যাংকের রয়েছে একটি শরীয়াহ বোর্ড। দেশ বরেণ্য আলেম, ফকীহ, অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদদের নিয়ে শরীয়াহ বোর্ড গঠিত। ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্যেই এ শরীয়াহ বোর্ড। ব্যাংকের নির্বাহী পদটি হচ্ছে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান ইসলামী ব্যাংকারগণ।

আল-আরফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুলি হচ্ছেঃ

১. ব্যাংকের সকল কার্যক্রম থেকে সুদের লেনদেন নিষিদ্ধ করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যবসা পরিচালনা করা।

২. ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতি বা (Modes) এর মাধ্যমে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত করা।

৩. কল্যাণমূখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

'সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড' বাংলাদেশের ৪র্থ ইসলামী ব্যাংক। এটি ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া এর শাসনামলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ২২ নভেম্বর ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুদমুক্ত আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়েই সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের আবির্ভাব। এ ব্যাংকের অন্যতম শ্লোগান

হচ্ছে 'দরদি সমাজ গঠনে সমবেত অংশগ্রহণ' এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। এবং পরিশোধিত মূলধন ২০ কোটি টাকা। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের একটি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক। এ ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের অনুপাত হচ্ছে বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ৩৪%, বিদেশী উদ্যোক্তা ২০%, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ০৫%, এবং সাধারণ জনগণ ৩২%। সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড আনুষ্ঠানিক (Formal), অনানুষ্ঠানিক (Non-Formal) ইসলামী স্বেচ্ছামূলক (Islami Voluntary) এ তিনটি খাতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাংকের রয়েছে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস। দেশ বিদেশের কতিপয় স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের উদ্যোক্তা ও পরিচালক। ব্যাংকের নির্বাহী প্রধানের পদটি হচ্ছে 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টর'। ব্যাংকের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে শরীয়তসম্মত পর্যালোচনা ও পরামর্শ দানের জন্যে এ ব্যাংকের রয়েছে একটি শরীয়া বোর্ড।

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

'শাহ্জালাল ব্যাংক লিমিটেড' বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ৫ম ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংক ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফি সাধক, মর্দে মুজাহিদ হযরত শাহ্জালাল (রহঃ) এর মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক সেবাকে লক্ষ্য রেখে এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে 'শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড'। ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ দেশের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং খ্যাতিমান শিল্পপতি। এ ব্যাংকের রয়েছে ১৯ সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৮০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০.৫ কোটি টাকা। অদূর ভবিষ্যতে প্রাথমিক পর্যায়ে আইপিও এর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ৪১ কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

জনগণকে প্রগতিশীল ইসলাম ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুদমুক্ত কল্যাণমুখী ব্যাংকিং সেবা প্রদান, দারিদ্র বিমোচন, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সর্বাঙ্গীন সফলতা অর্জনে সহায়তা করা এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। তা ছাড়াও এ ব্যাংক গতিশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে দৃঢ়প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের জনগণের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, আপামর জনতার কাছে ইসলামী ব্যাংকের সেবা পৌছে দেয়া, ব্যাংকিং এর সর্বক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও নিয়মনীতি সিদ্ধ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, সর্বোপরি শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট জবাবদিহিতা শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড এর অন্যতম মূলনীতি। এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে এবং বিনিয়োগলব্ধ মুনাফা থেকে আনুপাতিক হারে ব্যাংক আমানতকারীদের মুনাফা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন, শিল্প বিনিয়োগ, বাণিজ্যে বিনিয়োগ, কর্পোরেট ব্যাংকিং, রিটেল ব্যাংকিং, সিন্ডিকেট বিনিয়োগ, প্রকল্প বিনিয়োগ, কিস্তিতে বিক্রয়, ইজারা বিনিয়োগ, ফোন ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম সুবিধা এবং ইসলামী ক্রেডিট কার্ড। এছাড়া এ ব্যাংকের রয়েছে কতগুলো আকর্ষণীয় বিশেষ স্কীম। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত। এ উদ্দেশ্যে শরীয়াহ বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে একটি শরীয়াহ কমিটি। ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী পদটি হচ্ছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডঃ সাধারণ আলোচনা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠা

কোম্পানী আইনে ১৯১৩ সনের আওতায় ১৩ মার্চ, ১৯৮৩ তারিখ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিবন্ধিত হয়। এই আইন অনুযায়ী ২৭ মার্চ ১৯৮৩ থেকে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি লাভ করে এবং ২৮ মার্চ ১৯৮৩ থেকে কার্যক্রম শুরু করে ।[১] ব্যাংকটি ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা ব্যাংকিং ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের মহান আদর্শ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।[২]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ সুদমুক্তভাবে জনগণকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক পরিচালিত।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) ঘোষিত নীতি ও সিদ্ধান্তের আলোকে আইবিবিএল দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার ব্যাংক।[৩] এদেশের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিদেশীদের মধ্যে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশে সৌদি আরবের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাবেক সহকারী মহাসচিব মরহুম শায়খ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল-

---

[১] মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার; ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃঃ ১-৪৪৮।
[২] M. Sharif Hussain (eds), Islami Banking and Insurance (Dhaka: IBBL, 1990), pp. 33.
[৩] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৬।

খতীব, সৌদি আরবের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ জামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের চেয়ারম্যান শায়খ আহমদ বা'জী আল-ইয়াসীন এবং রিয়াদের আল-রাজী কোম্পানীর শায়খ সুলাইমান আল-রাজীর ন্যায় আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন মুসলিম মণীষীবৃন্দ। এছাড়া মুসলিম দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ (IDB), দুবাই ইসলামী ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক, কুয়েতের পাবলিক ইন্সটিটিউশন ফর সোশ্যাল সিকিউরিটি, কাতারের ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং (লুক্সেমবার্গ), জর্দান ইসলামিক ব্যাংক, কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, মিনিস্ট্রি অব আওক্বাফ এন্ড ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো প্রভৃতি ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। ফলে এটি একটি অনন্য অসাধারণ আর্ন্তজাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৪] বিগত ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত এ ব্যাংকের কর্পোরেট তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ[৫]

১.	কোম্পানী হিসাবে তালিকা ভুক্তি	১৩ মার্চ ১৯৮৩	৮.	জোন	১০ টি
২.	প্রথম শাখার উদ্বোধন	৩০ মার্চ ১৯৮৩	৯.	শাখা	১৮৬ টি
৩.	আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	১২ আগষ্ট ১৯৮৩	১০.	আমানত	১৬৬৭৭.৭ কোটি টাকা
৪.	অনুমোদিত মূলধন	৫০০ কোটি টাকা	১১.	বিনিয়োগ	১৭৪০৫.৮ কোটি টাকা
৫.	পরিশোধিত মূলধন	৩৮০.২.কোটি টাকা	১২.	বৈদেশিক বাণিজ্য	২৮৭৯১.৯ কোটি টাকা
৬.	মূলধনের হার ক. স্থানীয় শেয়ারহোল্ডার খ. বিদেশী শেয়ারহোল্ডার	 ৪২.৬৩% ৫৭.৩৭%	১৩.	জনশক্তি	৮৪২৬ জন
৭.	ইক্যুইটি	১৪৬২.২ কোটি টা.	১৪.	শেয়ারহোল্ডার	২৬৪৮৮ জন

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
[৫] প্রথম আলো (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫ বছর পূর্তি, ২০০৮, পৃ. ২২।

ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকের নীতিমালা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাদের সাহায্যের জন্যে জেনারেল এক্সিকিউটিভ ও এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি নামে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি রয়েছে। এ কমিটি একজন এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, একজন ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট এবং ছয়জন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর সমন্বয়ে গঠিত।[৬] তাছাড়া ব্যাংকের কার্যক্রম শরিয়ত অনুযায়ি চলছে কিনা তা দেখাশুনা করার জন্য প্রখ্যাত আলেমদের নিয়ে শরিয়াহ কাউন্সিল গঠিত। এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট এবং অপর এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্টগণের সহায়তায় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

ইসলামী ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিম্নোক্ত স্কিম গুলি পরিচালনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ করে থাকেঃ[৭]

১. আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব

২. মুদারাবা ওয়াকফ নগদ আমানত হিসাব

৩. মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (১ বছর থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত)

৪. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) আমানত (৫ বছর এবং ১০ বছর)

৫. মুদারাবা মোহর সঞ্চয়ী হিসাব (৫ বছর এবং ১০ বছর)

৬. মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড (৫ বছর এবং ৮ বছর)

৭. মুদারাবা মাসিক মুনাফা ভিত্তিক আমানত প্রকল্প (৫ বছর)

---

[৬] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২।
[৭] Dr. Ataul Huque, Reading in Islamic Banking (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987), p. 188.

৮. মুদারাবা মেয়াদী আমানত (৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস এবং ৩৬ মাস)

৯. মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত

১০. মুদারাবা বিশেষ নোটিশ আমানত

১১. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা আমানত

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে মুদারাবা ও মুশারাকা ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক আদর্শ ও সর্বোত্তম বিনিয়োগ পদ্ধতি। সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ হলো এই পদ্ধতিদ্বয়। সুদের কুফল থেকে সমাজকে বাঁচাতে এবং সম্পদের সুষম-বন্টন নিশ্চিতকরণে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতির বিকল্প নেই।[৮] এছাড়া ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির অন্তর্গত হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতি বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত।

ইসলামী ব্যাংকের সাধারণ সেবাসমূহ

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) কাজ শুরু করে। এই ব্যাংক ইসলামী শরীয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ সুদমুক্ত। লাভ লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সব ধরণের ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আইবিবিএল বাংলাদেশের অন্য যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতই সব ধরণের আভ্যন্তরীণ ও আন্তজার্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে। ব্যাংক তার তহবিল বিভিন্ন ব্যবসা, শিল্পে বিনিয়োগ এবং সহজে বিনিময়যোগ্য প্রয়োজনীয় খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ ব্যবহার করেছে।

---

[৮] ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিঃ একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২৩৩-২৪৩।

বিনিয়োগ নীতি

সুদী ব্যাংক যে সব পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সে সব পদ্ধতি অনুসরণ করে না। ইসলামী ব্যাংক শুধু শরীয়াহ্ অনুমোদিত ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক কখনো টাকার ব্যবসা করে না; বরং টাকা দিয়ে ব্যবসা করে।[৯] এ ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির বৈশিষ্ট্য হলো শরীয়াহ্ সম্মতভাবে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করা। মুহাম্মদ আতিকুর রহমান খান খাদেম বলেন, "Profit is not only the Islamic Banking system. Balanced/welfare development growth of the entire economy is to be taken into account by a Banking system run under Islamic framework".[১০]

নিম্নে বর্ণিত ভিত্তিতে আইবিবিএল তার তহবিল ব্যবহার করেঃ

(ক) শরীয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত (খ) সামাজিক আকাংখা (গ) সহজে বিনিময়যোগ্য (ঘ) বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের মধ্যে সম্প্রসারণ (ঙ) নিরাপত্তা (চ) লাভজনক

অর্থ লগ্নির পদ্ধতি

আইবিবিএল নিম্নলিখিত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করেঃ[১১]

(ক) মুদারাবা (খ) মুরাবাহা (গ) মুশারাকা (ঘ) ভাড়ার ভিত্তিতে ক্রয় (চ) নির্ধারিত মেয়াদের জমার অনুকূলে ক্রয়।

---

[৯] এ.কে.এম ফজলুল হক ও আব্দুল গোফরান, ইসলামী ব্যাংকিং, নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতি (ঢাকা; প্রকাশনায়- মিসেস লুৎফুন্নেছা হক ও মিসেস ফরিদা ইয়াসমীন, ১৯৮৭, পৃঃ ২৯।

[১০] Md. Atiqur Rahman Khan Khadem, Islamic Banking, v.s., Conventional Banking. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ৪২৫।

[১১] ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পদ্ধতিভিত্তিক (Mode) বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, ১ (২), পৃ. ৯৬-১২০।

অর্থলগ্নির নতুন পদ্ধতি

জনসংখ্যার বিপুল অংশের জন্যে ব্যাংকের সামাজিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইবিবিএল সম্প্রতি অর্থলগ্নীর কয়েকটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। এগুলো হচ্ছেঃ

আইবিবিএল এর নতুন প্রকল্প

চালু প্রকল্প	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
১. ক্ষুদ্র যানবাহন বিনিয়োগ প্রকল্প	১. ক্ষুদ্র কুটির শিল্প
২. চিকিৎসকদের জন্যে বিনিয়োগ প্রকল্প	২. স্বল্প ব্যয়ে গৃহায়ণ প্রকল্প
৩. পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প	৩. হকারদের জন্যে বিনিয়োগ প্রকল্প
৪. কৃষি সরঞ্জাম প্রকল্প	
৫. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প	
৬. হাঁস মুরগী পালন প্রকল্প	
৭. গৃহ সামগ্রী প্রকল্প	

আইবিবিএল এর কার্যক্রম মূল্যায়ন

আইবিবিএল হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের একটি প্রতীক। আর এ কারণেই আইবিবিএল এর কাছে সকলের প্রত্যাশা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। লাভ/ক্ষতির ঝুঁকিতে অংশীদারীত্বের ওপর গুরুত্বরোপ করে সুদমুক্ত ব্যাংকিং এর ভিত্তিতে পরিচালিত তৎপরতায় পরিমাণ থেকে আদর্শগত সাফল্যকে বিচার করতে হবে।

অর্থ -সামাজিক উন্নয়নে ইসলামিক ব্যাংকের অধিকতর প্রত্যাশা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং একটি আন্দোলন হিসাবে যে কতিপয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে তা ব্যাখ্যা করা হলো। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক দারিদ্র, বিদেশী সম্পদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, নিরক্ষরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এমনি আরো অনেক কিছু। বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সামগ্রিক পূর্ণগঠনই কেবল ধীরে ধীরে এইসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। বিপুল সংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সাংবিধানিক ভাবে দেশটি ইসলামী নয় বলে রাতারাতি সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ণগঠন করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অধিক সংখ্যায় ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের পথ ও পদ্ধতি খুঁজে বের করার পাশাপাশি বর্তমানে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর সংখ্যা ও কর্মকর্তা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং তাদের দক্ষতা গুনগতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে পারে।

নিম্নে বাংলাদেশে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নয়নে আগ্রহীদের বিবেচনার জন্য কতিপয় ধারণা উল্লেখ করা হলোঃ

বিনিয়োগ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

নিম্নের উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করতে হবেঃ

(ক) দেশের দারিদ্র সীমা নির্মূল/হ্রাস

(খ) দেশের বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার

(খ) দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন

(ঘ) জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির একটি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

(ঙ) অঞ্চল ভিত্তিক খাত-ওয়ারী ও মানুষের শ্রেণীগত অসমতা হ্রাস

(চ) একটি অনুকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য অর্জন

(ছ) বিনিয়োগ কর্মসূচীতে অপ্রয়োজনীয় মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিনিয়োগ পরিচালনার ভিত্তি

নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(ক) কৃষি, শিল্প, ও ব্যবসার মত অর্থনৈতিক তৎপরতার মূল এলাকা সমূহের মাধ্যমে বাণিজ্যিক খাতসমূহে বিনিয়োগ বরাদ্দ করা।

(খ) বিনিয়োগ বরাদ্দ এমন একটি পদ্ধতিতে করতে হবে যাতে করে অর্থনৈতিক খাতের আপেক্ষিক ভাবে অসুবিধাগ্রস্থ বিনিয়োগকারীরা অন্যদের চেয়ে অধিক লাভবান হন।

বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র

অর্থনৈতিক তৎপরতার নতুন এলাকা সমূহের দিকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নজর দেয়া যেতে পারেঃ

শিক্ষা খাত

(ক) চাকরি লাভের পর পরিশোধের শর্তে ছাত্রদের অর্থ প্রদান

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থযোগান দেয়া

(গ) মহানগরী এলাকায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থলগ্নী করা

(ঘ) শিক্ষিত বেকার যুবক সম্প্রদায়ের জন্যে ব্যাংকে বিশেষ পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। আইবিবিএল কে বিভিন্ন প্রকল্প গড়ে বেকার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে। এই উদ্দেশ্য গ্রুপ ঋণ এর ভুমিকা বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পাঁচজনের একটি গ্রুপকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য খাত

(ক)চাকুরীজীবী ব্যক্তিদের হাসপাতাল ব্যয় নির্বাহে অর্থ যোগান দেয়া।

(খ) ক্লিনিক গুলিতে অর্থযোগান দেয়া।

গৃহ নির্মাণ খাত

শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করার বিষয়টি ইসলামী ব্যাংক গুলোকে বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি সর্ব সম্মত ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণ আদায় করা যাবে এমন চুক্তিতে সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্বীকৃত নিয়োগকারীদের স্টাফ কোয়াটার নির্মাণে সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

যোগাযোগ খাত

বেসরকারী যোগাযোগ খাত বিশেষ করে চাকুরিজীবিদের জন্যে ইসলামী ব্যাংক গুলো বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীদের সাথে সমোঝতার ভিত্তিতে চাকুরিজীবিদের পরিবহনের জন্য বেসরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অর্জন

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাসের সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন জাতীয় এবং অর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বহুসংখ্যক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হলোঃ

ক. ১৯৮৫ সালে জাতীয় রপ্তানী মেলায় সার্ভিস অর্গানাইজেশন প্যাভিলিয়ন দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে।

খ. নিউইয়র্ক ভিত্তিক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন গ্লোবাল ফাইন্যান্স ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪ ও ২০০৫ সালের দেশের সেরা ব্যাংক এবং ২০০৮ ও ২০০৯ সালের জন্য সেরা স্থানীয় ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাংক কে পুরস্কৃত করেছে।

গ. ব্যাংক ২০০১সালে প্রকাশিত একাউন্ট্স এবং রিপোর্টাস উপস্থাপনার স্বীকৃতি হিসাবে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সার্টিফিকেট অব এ্যাপ্রিসিয়েশান পদকে ভূষিত হয়।

ঘ. ব্যাংক রীমা (পাক্ষিক ম্যাগাজিন) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে ২০০৭ সালে সেরা ইসলামী ব্যাংকিং পুরস্কার প্রদান করে।

ঙ. ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ এই ব্যাংককে বেস্ট কর্পোরেট পুরস্কার ২০০৭ (১ম স্থান লোকাল সেক্টর) প্রদান করে।

চ. ২০০৯ সালে ঢাকা শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ব্যাংক এন্ড নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ফেয়ারে শ্রেষ্ঠ স্টল হিসাবে প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে জনগনই হলো উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। উন্নয়ন সমাজের সকল জনগণের জন্য। ইসলামের এই দর্শন কে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির অর্থনেতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামূখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে । ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর এই উন্নয়নমূখী কার্যক্রম মূলত: দুইটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রথমত: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগ করে একদিকে যেমন অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করছে অন্যদিকে মানুষের কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখছে। দ্বিতীয়ত: ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সাদাকা তহবিল গঠন করে আর্ত-মানবতার সেবা বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং কল্যাণমূখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো;

সাধারণ বিনিয়োগ কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেট, পরিবহণ সহ নানাবিধ বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংক এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে না, বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফার পাশাপাশি যাতে সামাজিক কল্যাণও অর্জিত হয় সে দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখে। বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাংক বিগত ৩১-১২-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১১৩৫৭.৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ২১.১৮% যেখানে সার্বিক ব্যাংকিং সেক্টরে ৩.২% ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি

ছিল। বিগত ২০০৭ ক্যালেন্ডার বর্ষ শেষে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খাত ওয়ারি একটি বিনিয়োগ চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো;[১]

সারণী: ১ খাত ভিত্তিক বিনিয়োগের পরিমাণ (৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত)

১.	সেক্টর	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট বিনিয়োগের হার (%)
২.	শিল্প	৭৮৭৮.৮২	৫১.৪৩
৩.	বাণিজ্য	৪৬৩৪.৫৬	৩১.৯৮
৪.	রিয়েল এস্টেট	৮৮৬.৯১	৬.১২
৫.	কৃষি (সার এবং কৃষি উপকরণ)	৪৪৯.২৫	৩.১০
৬.	পরিবহণ	২৫৬.৫১	১.৭৭
৭.	কল্যাণমুখী প্রকল্প সমূহ	৪৪৯.২৫	৩.১০
৮.	অন্যান্য	৪০৪.৩৩	২.৭৯
	মোট	১১৩৫৭.৫১	১০০

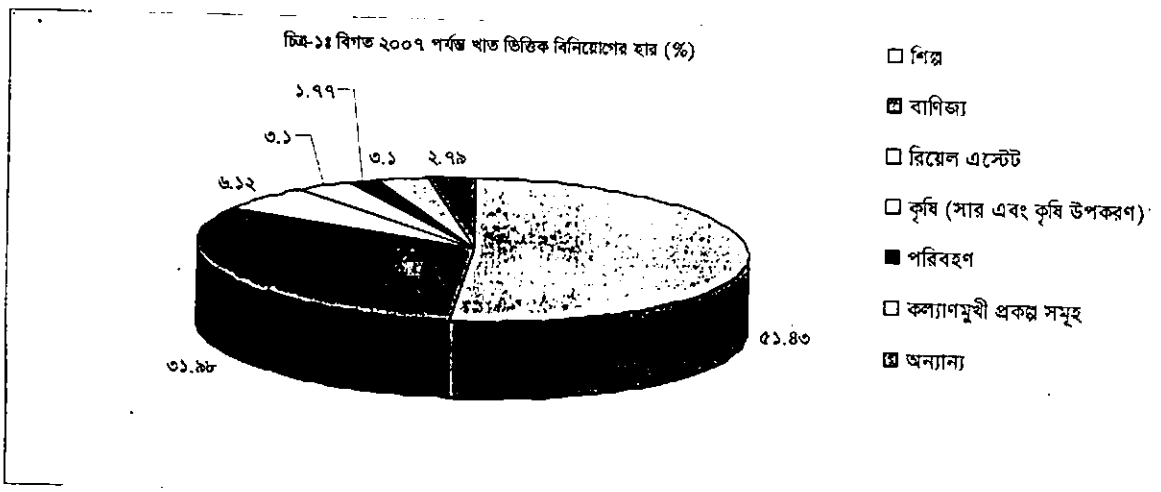

[১] প্রথম আলো (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ২২।

ক. শিল্প খাত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্প বিকাশে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মোট ৭৮,৭৮.৮২ কোটি টাকা শিল্প খাতে বিনিয়োগ করেছে যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫১.৪৩ ভাগ। এই খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২৫.৭৭% । এ থেকে বুঝা যায়, এই ব্যাংক শিল্প খাত কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে যা জাতীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ব্যাংক তার জন্মলগ্ন থেকেই রপ্তানীমুখী পেশাক শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের আয় বৃদ্ধি এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছে। এ শিল্প কে সামনে রেখে দেশে নানা ধরণের ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ শিল্প তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রপ্তানীমূখী পোশাক শিল্পে বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক ২১% অর্থ এই শিল্পে নিয়োজিত করেছে। ইসলামী ব্যাংক অনেক বৃহৎ শিল্প গ্রুপকে এককভাবে প্রকল্প বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। ব্যাংকের বাণিজ্যিক বিনিয়োগের পাশাপাশি শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকের মোট শিল্প প্রকল্পের সংখ্যা বর্তমানে ৯১৫ টি। ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন শিল্প কারখানার একটি সংখ্যা ভিত্তিক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো;[২]

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

সারণী: ২ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকৃত শিল্প প্রকল্প সমূহ

ক্রমিক নং	শিল্প প্রকল্পের ধরণ	সংখ্যা	ক্রমিক নং	শিল্প প্রকল্পের ধরণ	সংখ্যা
১.	গার্মেন্টস	২৬০	১৩.	পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রি ফিড	১৫
২.	.টেক্সটাইল	১৪৫	১৪.	সেনেটারী ওয়ার	১
৩.	কৃষি ভিত্তিক	১৪৫	১৫.	সিমেন্ট	৮
৪.	স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৪২	১৬.	প্লাস্টিক	১০
৫.	ঔষোধ	৮	১৭.	জুট এন্ড কেমিক্যাল	৬
৬.	রসায়ন, প্রসাধনী এবং পেট্রোলিয়াম	১১	১৮.	সল্ট	৫
৭.	বিদ্যুৎ	৩	১৯.	সিরামিক ও ইট	১৪
৮.	প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং	২৫	২০.	স্বাস্থ্য পরিচর্যা	১৪
৯.	ফিলিং স্টেশন	১৮	২১.	তথ্য ও প্রযুক্তি	২
১০.	কোল্ড স্টোরেজ	২৪	২২.	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৬
১১.	রাইস মিল	২১	২৩.	অন্যান্য	১৬৬
১২.	খাদ্য ও বেভারেজ	২২	২৪.		

বর্ণিত সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিল্প খাতের মধ্যে বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্প খাতের অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। গার্মেন্টস শিল্পে অধিক পরিমাণ বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে, অন্যদিকে এই শিল্পে ব্যাপক সংখ্যক বেকার নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের যথাযথ ব্যাবহার, মূল্য সংযোজন এবং কৃষক যেন তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সেই উদ্দেশ্যেই ব্যাংক কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ কে উৎসাহিত করে। ব্যাংক এ পর্যন্ত ১৭০ টি কৃষি ভিত্তিক শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ করেছে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। শিল্প বিনিয়োগের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে

টেক্সটাইল শিল্প। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত। এই শিল্পের উৎপাদিত পণ্য একদিকে যেমন দেশীয় চাহিদা মেটাতে অবদান রাখছে অন্যদিকে গার্মেন্টস শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তদুপরি মান সম্পন্ন উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করেও প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা উপার্জন সম্ভব হচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিভিন্ন ধরণের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ব্যাংক এ পর্যন্ত প্রায় ৮০,০০০ গ্রাহককে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। দেশে শিল্পের ব্যাপক ভিত্তি গড়ে তোলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ খাতকে বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষি নির্ভর শিল্প, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রসায়ন শিল্প, পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস্য ও পশু পালন খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোন ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। ইতো:মধ্যে ব্যাংকের সহায়তায় মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতের কোন কোন উদ্যোক্তা বৃহৎ শিল্প গোষ্টিতে ও উন্নীত হয়েছেন।

খ. বাণিজ্য খাত

ইসলামী ব্যাংক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচেছ। বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ব্যাংক এই খাতে মোট ৪৬৩৪.৫৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে যা মোট বিনিয়োগের ৩১.৯৮%। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকের অবদান ও ভূমিকা সুদৃঢ়। এ দেশীয় ব্যবসায়ীগণ সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়ে নিজ নিজ ব্যবসার উন্নতি ঘটাচ্ছে অন্যদিকে দেশের অর্থনীতির চাকাকে করেছে বেগবান।

বৈদেশিক বাণিজ্য: বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিগত ২০০৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ২৮৭৯১.৯০ কোটি টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্ন ছকে উপস্থাপন করা হলো;[৩]

সারণীঃ ৩ বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক চিত্র

বিবরণ	২০০৭		২০০৬		২০০৬ সালের উপর ২০০৭ সালের প্রবৃদ্ধির হার (%)
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোটের %	পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোটের %	
আমদানী	১৩৭০৮.৬০	৪৭.৬১	৯৬৮৭.০০	৪৮.০০	৪১.৫২
রপ্তানী	৬৬৬৯.০০	২৩.১৬	৫১১৩.৩০	২৫.৩৪	৩০.৪২
রিমিট্যান্স	৮৪১৪.৩০	২৯.২২	৫৩৮১.৯০	২৬.৬৬	৫৬.৩৪
মোট	২৮৭৯১.৯০	১০০.০	২০১৮২.২০	১০০.০০	৪২.৬৬

চিত্র-২ঃ বিগত ২০০৭ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক চিত্র

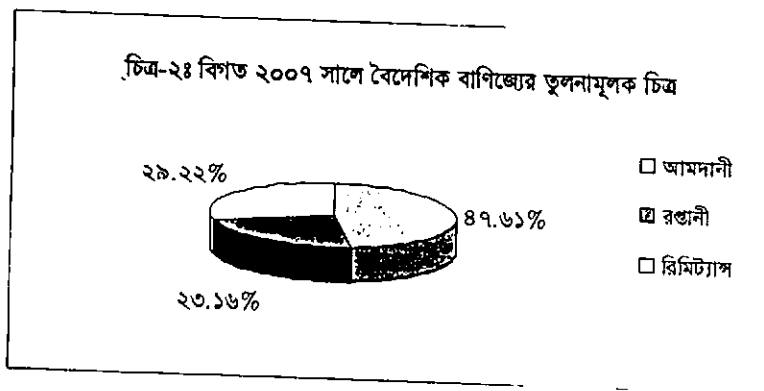

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির হার ২০০৬ সালের ৩৭% এর বিপরীতে ২০০৭ সালে ৪২.৬৬% এ দাড়ায়। ব্যাংক ৩৮ টি অনুমোদিত ডিলার ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করছে। বিগত ২০০৬ সালে ব্যাংক ২৯৯৫২ টি আমদানী এলসি এর বিপরীতে মোট ৯৬৮৭ কোটি টাকার বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। অন্যদিকে ২০০৭ সালে ব্যাংক ৩২,৯৯১ টি আমদানী এলসি খুলেছে।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

উল্লেখযোগ্য আমদানীকৃত পণ্য হচ্ছে কাঁচা তুলা, সূতা, পোশাক, মূখ্য যন্ত্রপাতি, সার, কৃষি সরঞ্জাম, গম, লোহা, স্টীল এবং অন্যান্য ধাতু, গাড়ী, কেমিক্যাল, ভোজ্য তৈল, চাউল, পুরাতন জাহাজ ইত্যাদি। অন্যদিকে বর্ণিত সময়ে ব্যাংক ২৬০৬৩ টি রপ্তানী বিলের মাধ্যমে ৫১১৩.৩০ কোটি টাকার রপ্তানী বাণিজ্য সম্পন্ন করেছে। প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্য হচেছ তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাবার ও সব্জি, পাট ও পাট জাত সামগ্রী ইত্যাদি।

বৈদেশিক রিমিট্যান্স অর্জনের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক অন্যান্য বেসরকারী ব্যাংক সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে। বিগত ২০০৭ সালে বৈদেশিক রিমিট্যান্স এর পরিমান দাড়ায় ৮৪১৪.৩০.কোটি টাকা এবং এই খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন ৫৬.৩৪%।[৪] বৈদেশিক রিমিট্যান্স সুবিধাভোগীদের নিকট দ্রুত পৌছানোর জন্য ব্যাংক চলতি বৎসর বিশেষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে। ব্যাংক তার ২১৫ টি করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনায়ন বা বাংলাদেশ থেকে অন্য যে কোন দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকে।

গ. রিয়েল এস্টেট (আবাসন ও ভূমি উন্নয়ন) খাত

সীমিত আয়ের লোকদের আবাসন চাহিদা পুরনের জন্য গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে ইসলামী ব্যাংক রাজধানী এবং বিভাগীয় ও জেলা শহর গুলোতে বহুতল বাড়ী নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য দেশে এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী হাজার হাজার গ্রাহককে বিনিয়োগ দিয়েছে। ব্যাংক বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানীকেও বিনিয়োগ সুবিধা দেয়। ব্যাংক গত ২০০৭ সাল পর্যন্ত এই খাতে মোট ৮৮৬.৯১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে যা ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের শতকরা ৬.১২ ভাগ।[৫]

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

ঘ. কৃষি খাত

দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই ব্যাংক এই খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। এতে কৃষি পেশায় নিয়োজিত বিপুল জনগোষ্ঠি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে, কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য ঘাটতি পুরণে সহায়তা করছে এবং এই খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখছে। ব্যাংক এই খাতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মোট ৪৪৯.২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।[৬] সারসহ কৃষি সরঞ্জাম যেমন, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিবওয়েল, মাড়াই কল ইত্যাদি সরবরাহের জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে।

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ব্যাংক "কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প" চালু করেছে। প্রকল্পের বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হলো;[৭]

প্রকল্পের লক্ষ্য

ক. গ্রামীণ বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

খ. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা।

গ. কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সহযোগিতা দান।

ঘ. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[৭] লিফলেট; কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, প্রকাশনায়- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বিনিয়োগ এলাকা

মেট্রোপলিটন এলাকাসমূহের বাইরে অবস্থিত ব্যাংকের সকল শাখার প্রত্যেকটির ১৫ মাইল পরিধির মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

বিনিয়োগ সুবিধা লাভে গ্রাহকের যোগ্যতা

শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যে কোন গ্রামীণ যুবক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কৃষক এবং এটিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন যে কোন ব্যক্তি এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে এসএসসি বা তদুর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কৃষক যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছর, যারা এটিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে চায় তাদের বয়স সীমা ১৮ থেকে ৪৫ এবং শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তদুপরি আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানষিক দিক দিয়ে সক্ষম এবং প্রদত্ত কৃষি সরঞ্জামটি চালানোর মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে। তাঁকে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং এলাকায় অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

গ্রাহকের ইক্যুইটি

সাধারণভাবে বিনিয়োগ গ্রাহককে কৃষিযন্ত্রের মূল্যের ২০% ইক্যুইটি প্রদান করতে হবে অর্থাৎ গ্রাহককে নিজস্ব তহবিল থেকে ২০% অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। তবে ব্যাংক কোন রেজিষ্টার্ড এনজিওর তত্ত্বাবধানে কোন বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে ইক্যুইটি হবে ১০%। উল্লেখ্য কৃষিযন্ত্র স্থাপনসহ আনুষংগিক সকল ব্যয় গ্রাহককেই বহন করতে হবে।

বিনিয়োগ মেয়াদ, পদ্ধতি এবং পরিশোধ পদ্ধতি

এই বিনিয়োগের মেয়াদ ২ (দুই) বছর। বিনিয়োগ "হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক" পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্পের পদ্ধতি অধিকতর সহজ, ঝামেলামুক্ত, নিরাপদ এবং ঝুকিমুক্ত হওয়ায় সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। মানুষ অধিকহারে এই বিনিয়োগ গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে এবং সাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে।

ঙ. পরিবহন খাত

দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাংক পরিবহন, যানবাহন ও গাড়ি বিনিয়োগ কর্মসূচী নিয়েছে। পরিবহন বিনিয়োগের আওতায় বাস, মিনিবাস, ট্রাক, লঞ্চ, কার্গো ভেসেল, রেন্ট-এ-কার সার্ভিসের জন্য গাড়ি ক্রয়ে সুবিধা দেয়া হয়। এছাড়া ব্যাংক আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বেবীটেক্সী, টেম্পো ও পিকআপ-ভ্যান, ক্লিনিক ও হাসপাতালের জন্য এ্যাম্বুলেন্স এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর জন্য গাড়ি বিনিয়োগ কর্মসূচী চালু করেছে। এই খাতে ব্যাংক বিগত ২০০৭ সাল পর্যন্ত মোট ২৫৬.৫১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।[৮]

চ. কল্যাণমুখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ

বিভিন্ন শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ব্যাংক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠির প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে তদানুযায়ী বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইসলামী ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকেই গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে

[৮] প্রথম আলো (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ২২।

বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। এই কার্যক্রম প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কল্যাণমুখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো। তাছাড়া উক্ত প্রকল্প সমূহে বিগত ২০০৬ ও ২০০৭ সনে ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ নিম্নে সারণীতে উল্লেখ করা হলো;[৯]

সারণী ঃ ৪ বিভিন্ন কল্যাণমূখী প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০০৬ সনে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	২০০৭ সনে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১.	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	২২৪.২৯	৪৬৬.৫৯
২.	গৃহ-সামগ্রী বিনিয়োগ	৬৯.৯৯	১৩৭.১৩
৩.	ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ	৩.৩৪	৫.৭২
৪.	পরিবহন বিনিয়োগ	২৬৯.৮৯	৪২৮.৬৫
৫.	কার বিনিয়োগ	২.৩৫	৪.৪৫
৬.	ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ	৭৬.৮৫	১১২.৯২
৭.	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ	০.৬২	৩.৮৮
৮.	কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ	১.১৯	২.১৬
৯.	গৃহায়ণ বিনিয়োগ	৫০.৬৮	৬৪.৬৮
১০.	রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	৬৫৮.২৯	৭৩৬.১৪
	মোট বিনিয়োগ	১৩৫৭.৪২	১৯৬২.৩১

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

চিত্র-৩ঃ বিগত ২০০৭ সালে বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমান (মিলিয়ন টাকা)

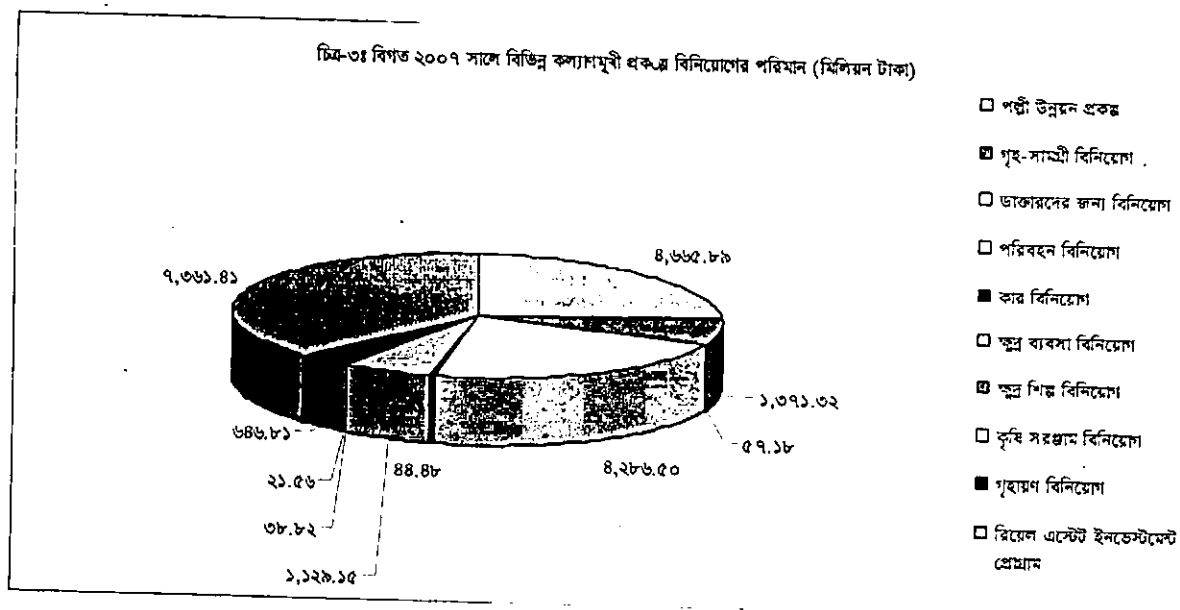

(১) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় এর অর্থনীতিতে পল্লী খাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। কিন্তু পল্লী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং জীবন-যাপনের নুন্যতম চাহিদা মিটানোর জন্য সম্পদের অভাবে গ্রামের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে পড়েছে অথবা স্বল্প মূল্যে অপ্রতুল শ্রম যোগান দিয়ে আসছে এবং অভাব অনটনে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ফলশ্রুতিতে কর্মহীনতা ও দারিদ্র পল্লী জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ ছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আয় ও সম্পদের গগণচুম্বী পার্থক্য ও সুসম বন্টনের অভাবে গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির ও শ্লথ।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ জীবন ও অর্থনীতিতে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান, গরীব কৃষক ও বর্গাচাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ১৯৯৫ সালে

চালু করেছে Rural Development Scheme (RDS) বা পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। উল্লেখ্য যে, "The Concept of RDS was envolved from the spirit of verses of the Holy Qu'ran-' And in their wealth there is the right of the beggar and deprived."[১০] এই প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক পল্লী অঞ্চলে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনমূলক খাতে জামানত বিহীন বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অল্প পুঁজি দ্বারা অধিক লোকের চাহিদা পূরণ করা যায় বলে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া সম্ভব।[১১] নির্দ্ধারিত শাখাসমূহের ১৬ কিলোমিটার পরিসীমার মধ্যে অবস্থিত নির্বাচিত গ্রামসমূহকে ক্রমান্বয়ে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরের পরিকল্পনা নিয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন একটি ব্যতিক্রমধর্মী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী যার লক্ষ্য হলো- "দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে স্বংয়সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলের আয়-বৈষম্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে একটি ভারসাম্যমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা[১২] এবং একই আথে তাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা।[১৩] এছাড়া এ প্রকল্পের উদ্দশ্যের আরো কয়েকটি হলো;

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(ক) বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের কৃষিজ ও অকৃষিজ খাত সম্প্রসারণ।

---

[১০] আল-কুরআন, সুরা যা-রিইয়াত: ১৯।

[১১] হাফিজ মুজতবা রিজা আহমদ, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা: একটি সমীক্ষা, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, জানুয়ারি-জুন, ২০০৮, ২ (১), পৃ. ৯৫- ১১১।

[১২] ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৫ সংখ্যা, পৃ. ৪।

[১৩] মোঃ ওবায়দুল হক, ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অগ্রগতির ৮ বছর, দৈনিক সংগ্রাম (বিশেষ ক্রোড়পত্র), আইবিবিএল এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, পৃ. ৩৬২।

(খ) কর্মহীন লোকদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধক খাতে গ্রামীণ জনগণের মাঝে বিনিয়োগ বিতরণ।

(ঘ) দরিদ্র ও অসহায় জনগণকে সংঘবদ্ধ করে কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং

(ঙ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ইত্যাদি।[১৪]

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আদর্শ গ্রাম নির্বাচন

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদর্শ গ্রাম নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের সুষম উন্নয়ন এবং অধিক মানুষকে এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্তকরণার্থে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আদর্শ গ্রাম নির্বাচন করা হয়;[১৫]

ক. অবহেলিত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন যে অঞ্চলে গুচ্ছাকারে বসবাস করে এমন এলাকাকে অগ্রাধিকার দেয়া।

খ. সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত গ্রামসমূহ।

গ. যে সব এলাকায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকহারে ঋণ কর্মসূচী নেই।

ঘ. যে সমস্ত এলাকায় কৃষিজ ও অকৃষিজ কাজের আধিক্য আছে।

ঙ. ইসলামী মূল্যবোধে অধ্যুষিত ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকা এবং

চ. গ্রামের দূরত্ব ব্যাংকের শাখা থেকে সর্বোচ্চ ১০ কিলোমিটার, কিন্তু পাকা রাস্তাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকলে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত নেয়া যাবে।

---

[১৪] আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RDS) ম্যানুয়েল, ২০০০, পৃ. ২।
[১৫] ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৫ সংখ্যা, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা

ক. কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষক, যার সর্বোচ্চ আধা একরের চেয়ে বেশী জমি নেই।

খ. বর্গাচাষী ও বিপন্ন ব্যক্তি।

গ. অকৃষিজ কাজে নিয়োজিত ভূমিহীন বা সর্বোচ্চ আধা একরের জমির মালিকানা ভোগী ব্যক্তি।

ঘ. সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, ১৮-৫০ বছর বয়সী, গড়ে মাসিক আয় ২০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে নয় এবং

ঙ. পুঁজির অভাবে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে অক্ষম, সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল যারা তারাই বিনিয়োগ পাবার যোগ্য।[১৬]

গুচ্ছ (গ্রুপ) ও কেন্দ্র গঠন

এই বিনিয়োগ প্রকল্পে যথাসম্ভব একই পেশায় নিয়োজিত পাঁচ জন গ্রাহকের সমন্বয়ে গুচ্ছ (গ্রুপ) গঠন করা হয়। গুচ্ছ (গ্রুপ) গঠনের সময় সদস্যগণ নিজেদের পছন্দমত সদস্য নিয়ে গুচ্ছ (গ্রুপ) গঠন করতে পারে। কেননা একজন সদস্য কিস্তি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে অন্যরা দিতে বাধ্য থাকবে। তালাক প্রাপ্তা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। গ্রুপের সকল সদস্য পরস্পরের জন্য গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের বিনিয়োগ তদারকি ও আদায়ে সহযোগিতা করবে এ মর্মে একে অন্যের বিনিয়োগ আবেদনপত্রও অন্যান্য দলীলপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করে থাকে।[১৭] বিনিয়োগ এলাকায় সর্বনিম্ন দুইটি, কিন্তু সর্বোচ্চ ছয়টি ছোট গ্রুপ মিলিত হয়ে একটি বড় গ্রুপ গঠন করা হয় যা কেন্দ্র নামে পরিচিত। প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন কেন্দ্র লিডার ও একজন ডেপুটি কেন্দ্র লিডার থাকে।

---

[১৬] আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RDS) ম্যানুয়েল, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫।

[১৭] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫৯।

বিনিয়োগ প্রদানে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখাসমূহ নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে[১৮]

ক. মুদারাবা: মুদারাবা এমন এক অংশীদারী ব্যবসা যেখানে এক পক্ষ পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ স্বীয় শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায় লাভ হলে উভয়ে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে ভাগ করে নেয় আর লোকসান হলে শুধু মূলধনের মালিক (ব্যাংক) লোকসান বহন করে। এক্ষেত্রে শ্রমদানকারীর শ্রম বৃথা যায়।

খ. মুশারাকা: এ পদ্ধতিতে গ্রাহক ও ব্যাংক যৌথভাবে কারবারে অর্থ যোগান দেবে এবং কারবার পরিচালনা করবে। লাভ হলে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেবে আর লোকসান হলে নিজ নিজ পুঁজি অনুপাতে তা বহন করে থাকে।

গ. বায়' মু'আজ্জাল: গ্রাহকের চাহিদানুযায়ী বাকীতে পণ্য বিক্রয়, ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে লাভ উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত হয়।

ঘ. বায়' মুরাবাহা: গ্রাহকের চাহিদানুযায়ী ব্যাংক চুক্তির ভিত্তিতে লাভে পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে, মূল্য ভবিষ্যতে প্রদান করা হয় ইত্যাদি।

দফাভিত্তিক বিনিয়োগ সীমা

ক. প্রথম দফায় সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা বিনিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতি দফায় ১০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। তবে সামর্থ্য থাকলে ৫০% সদস্যের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা করে প্রতি দফায় বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু অকৃষি খাতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের সীমা হবে ১০০০০ টাকা।

---

[১৮] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৬০।

খ. কোন সদস্যের বিনিয়োগ গ্রহণের পর হতে ২ বছর পূর্ণ হলে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা এবং স্যানিটারী লেট্রিন স্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা করয হাসানা নিতে পারে। সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে কর্যের অর্থ পরিশোধের সুযোগ থাকে।

গ. কোন সদস্যের বিনিয়োগ গ্রহণ হতে ৩ বছর পূর্ণ হলে বাড়ী তৈরীর জন্য সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা বিনিয়োগ নিতে পারে এবং পরিশোধের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৩ বছর। উপরোক্ত সুবিধা তারাই পাবে যাদের কিস্তি কখনো মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না। আরডিএস এর আওতাভুক্ত সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর লাভ ও অন্যান্য চার্জ মিলে সর্বমোট ১০% ধরা হয়।[১৯]

বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতি

ফিল্ড অফিসার সাপ্তাহিক/মাসিক কেন্দ্র বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বিনিয়োগের প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিনিয়োগ আদায় করে। গ্রুপের সদস্যগণকে বিভিন্ন খাতে ৩ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদান করা হয়।

এ পর্যন্ত সারাদেশে ব্যাংকের ১২৯ টি শাখার মাধ্যমে ৬১ টি জেলার ২২০ টি উপজেলার আওতাভুক্ত ১০,০২৩ টি গ্রামে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের ফসল উৎপাদনে এবং প্রায় ৩৪৩ টি নির্বাচিত অকৃষিজ আর্থিক কার্যক্রমে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় কৃষি ও অকৃষি খাতে বিনিয়োগসীমা ১০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের মাঝে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ বিতরণের পরিমাণ ১৩৯৬.৯০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় বর্তমান বিনিয়োগের আদায় হার ৯৯%। বর্তমানে প্রকল্পের

[১৯] ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫, পৃ. ৩।

সদস্য সংখ্যা ৫,১৬,৭২৫ জন যার মধ্যে ৪,৫৯,৮৮৫ জনই মহিলা। অর্থাৎ প্রকল্পের ৮৯% সদস্যই মহিলা। প্রকল্পে বিনিয়োগের পাশাপাশি সদস্যদের বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে কর্জে হাসানায় (মুনাফাহীন বিনিয়োগ) এ পর্যন্ত ৬,২৪২ টি টিউবওয়েল ও ৩,৫৫১ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। বিগত দুই বৎসরে এই প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধি নিম্নে প্রদান করা হলো।[২০]

সারণীঃ ৫ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রবৃদ্ধির হার

বিবরণ	ডিসেম্বর ২০০৬	প্রবৃদ্ধি হার (%)	ডিসেম্বর ২০০৭	প্রবৃদ্ধি হার (%)
গ্রাম	৮,০৫৭	৭৭	১০,০২৩	২৪
কেন্দ্র	১৫,৩২১	৮০	১৮,৮৯৭	২৩
সদস্য (পুরুষ)	৩২,৭৬৬	১৫১	৫৬,৮৪০	৭৩
সদস্য (মহিলা)	৩,৭৬,৮০৯	৮৪	৪,৫৯,৮৮৫	২২
মোট সদস্য	৮,০৯,৫৭৫	৮৮	৫,১৬,৭২৫	২৬
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	৯,৩০৩.১২	৫৪	১৩,৯৬৯.০১	৫০
বিনিয়োগ স্থিতি	২,২৪২.২১	১০২	২,৮৮৪.৬৬	২৯
আদায় হার	৯৯	-	৯৯	-
সদস্যদের সঞ্চয়	৭২৭.৬৭	৫৮	১,০৫৩.৫৬	৪৫
টিউবওয়েল বিতরণ	৫,৫২৫	২৫	৬,২৪২	১৩
স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ	৩,১৪৭	৪৩	৩,৫৫১	১৩

(২) আসবাবপত্র (গৃহ-সামগ্রী) বিনিয়োগ প্রকল্প

দেশের সীমিত আয়ের চাকুরীজীবীগণ যাঁরা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত তারা সাংসারিক দৈনন্দিন খরচ মিটিয়ে ঘরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের কথা চিন্তাও করতে পারে না। ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী

[২০] প্রথম আলো (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ২২।

যেমন, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, খাট, আলমিরা, ওয়ারড্রোব, সোফাসেট, প্রেসার কুকার, সেলাই মেশিন ইত্যাদি গৃহ সামগ্রী বর্তমানে আধুনিক জীবন যাত্রার মানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্বেও তারা আর্থিক অসংগতির কারণে তা ক্রয়ের চিন্তাও করতে পারে না। ব্যাংক তাই ঐ সকল সীমিত আয়ের চাকুরীজীবীদের সহযোগীতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প চালু করেছে যা সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। চাকুরীজীবীদের শ্রেণী, পেশা এবং বয়সভেদে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ব্যাংক ১ লক্ষ টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদান করে। বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ সন পর্যন্ত এই খাতে ২৭,০১০ জন গ্রাহক কে দেয় বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ১৩৭.১৩ কোটি টাকা।[২১]

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক. সীমিত আয়ের চাকুরীজীবীদের গৃহ সামগী ক্রয়ে সহায়তা দান

খ. সীমিত আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা

গ. চাকুরীজীবীদের সুন্দর ও সৎ জীবন-যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

গৃহ সামগীর ধরন

ফ্রিজ/ডিপফ্রিজ, টেলিভিশন, রেডিও/টু-ইন-ওয়ান/থ্রি-ইন-ওয়ান, মোটর সাইকেল/বাই-সাইকেল, এয়ারকুলার/ এয়ারকন্ডিশনার, পার্সোনাল কম্পিউটার, ওয়াশিং মেশিন, আসবাবপত্র যেমনঃ খাট, আলমিরা, সোফাসেট, ওয়ারড্রোব, কার্পেট ইত্যাদি, সেলাই মেশিন, রান্নাঘরে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী যেমনঃ ওভেন, টোষ্টার, ব্লেন্ডার, প্রেসার কুকার ইত্যাদি, ইলেক্ট্রোনিক্স জেনারেটরঃ আইপিএস, ইউপিএস ইত্যাদি, পাওয়ার জেনারেটর, বাড়িতে ব্যবহারের জন্য মোটর পাম্প/ পাওয়ার পাম্প ইত্যাদি, সিআই শীট, রড, কাঠ ইত্যাদি যেসব সামগ্রী গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়, স্বর্ণালংকার, নলকূপ, মোবাইল টেলিফোন সেট, মেডিক্যাল ও

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি, শিক্ষামূলক সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি, বইপত্র ইত্যাদি এবং অন্যান্য সামগ্রী যা গৃহকর্মে অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত।

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা

নিম্নে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের আবেদন করতে পারেনঃ

ক. সরকারী প্রতিষ্ঠান

খ. আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

গ. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ঘ. সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার

ঙ. আন্তর্জাতিক আর্থিক ও সাহায্য সংস্থাসমূহ

চ. বহুজাতিক কোম্পানী

ছ. স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী

জ. বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী স্কুল, কলেজ ও সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ

ঝ. প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ইত্যাদিতে স্থায়ীভাবে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

তাছাড়া নিম্নোক্ত পেশা এবং শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন;

ক. ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকা এবং পৌরসভাধীন অন্যান্য জেলা সদরে যেসব বাসভবনের মালিকরা আকর্ষণীয় বাড়ি ভাড়া পান, তাঁরা এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারেন।

খ. ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস/এফসিএমএ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যাঁদের ভাল আয়, সামাজিক মর্যাদা ও সুনাম রয়েছে, তাঁরাও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

গ. ব্যাংকের বর্তমান বিনিয়োগ গ্রাহকগণ, যারা বাড়িসহ জমি বন্ধক দিয়ে এমন বিনিয়োগ ভোগ করছেন যার উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিক্রয়মূল্য রয়েছে, তাঁরা বর্তমান সহায়ক জামানতের বিপরীতে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

ঘ. ব্যাংকের বর্তমান আমানত গ্রাহকগণ যাঁরা মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব, মুদারাবা মেয়াদী হিসাব নির্বাহ করছেন বা মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ক্রয় করেছেন, তাঁরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট হিসাব লিয়েন করে কিংবা মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড জামানত রেখে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

ঙ. ব্যাংকের শাখাসমূহের ৪ কিলোমিটার পরিসীমার মধ্যে পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত দোকানদার/ব্যবসায়ীগণ সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দোকানদার বা ব্যবসায়ীকে দোকানের নিজস্ব মালিকানায় থাকতে হবে অথবা ক্রয়-দলিলের ভিত্তিতে মালিক হতে হবে।

চ. অন্যান্য সব শ্রেণীর ব্যক্তি (যেমন; ওয়েজ আর্নার, ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবী, ব্যাংকের তালিকাভুক্ত সিএন্ডএফ এজেন্ট) যাঁরা ভাল পরিমাণ আয়-উপার্জন করেন, তাঁরা এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বিআইটি (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী, তাঁরা পার্সোন্যাল কম্পিউটার, মেডিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অথবা লেখাপড়ার জন্য যে কোন শিক্ষা উপকরণ, সরঞ্জামাদি, বই ইত্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

জ. সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগে আগ্রহী হলে তাঁদের প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয় বিশেষ বিবেচনায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

আবেদনকারীর বয়স সীমা

ক. সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রহকের ন্যুনতম বয়স ২৫ বছর হতে হবে; চাকুরীর মেয়াদ কমপক্ষে ৩ বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং চাকুরীর স্থায়িত্বকাল কমপক্ষে আরো ৩ বছর থাকতে হবে।

খ. বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বয়স-সীমা ৩০-৫০ বছর; উক্ত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৫ বছর চাকুরীরত হতে হবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে আরো ৫ বছর চাকুরীর নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

গ. চাকুরীজীবী ব্যতিত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়স-সীমা ২৭-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ঘ. ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ন্যুনতম বয়স-সীমা হবে ১৮ বছর; কিন্তু তা ২৫ বছরের বেশী হবে না।

বিনিয়োগের পরিমাণ

ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, এফসিএমএ-এর জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ক. ঢাকা মহানগরী ঃ সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা।

খ. অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহর ঃ সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা।

গ. অন্যান্য পৌর এলাকা ঃ সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা।

অন্যান্য শ্রেণীর জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগ সীমা ঃ ১ লাখ টাকা।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগ সীমা ঃ সর্বোচ্চ ৪০ হাজার টাকা।

বিনিয়োগের মেয়াদ ও পদ্ধতি

বিনিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বছর। এই প্রকল্পের বিনিয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে বাই-মুয়াজ্জল।

গ্রাহকের ইক্যুইটি

মোট মূল্যের ন্যূনতম ২৫%। গ্রাহককে ব্যাংকের বিনিয়োগ বিতরণের পূর্বে ইক্যুইটি সংশ্লিষ্ট শাখায় তাঁর সঞ্চয়ী/বিনিয়োগ হিসাবে নগদ জমা করতে হবে।

(৩) ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প

দেশে প্রতি বৎসর সরকারী এবং বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ সমূহ থেকে প্রায় ২ হাজার ডাক্তার ডিগ্রী অর্জন করছে। সরকারী চাকুরীর সুযোগ সীমিত থাকায় সদ্য পাশ করা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডাক্তার বেকার অবস্থায় থাকেন। এই সব নবীন ডাক্তারকে আর্থিক সহযোগীতা দিয়ে আত্মকর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে তাঁরা দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট আধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌছে দিতে সক্ষম হবেন। এছাড়া দেশে অনেক প্রবীণ চিকিৎসক আছেন যারা আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে রোগীকে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারেন না। সেই সকল চিকিৎসকগণকে প্রয়োজনীয় আধুনিক ও উন্নতমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে তাঁরা সেবার মান আরো বাড়াতে যেমন সক্ষম, তেমনি অধিকতর মানুষের কাছে আধুনিক চিকিৎসা পৌঁছে দিতেও সক্ষম হবেন।

যোগ্যতা

ক. সদ্য পাশ করা মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট যারা জেলা ও উপজেলা শহরসমূহে চেম্বার, ফার্মেসী ও ক্ষুদ্রায়তনের ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করতে চান।

খ. জেলা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার যাঁরা তাদের চিকিৎসার মান ও পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে পারেনি।

গ. বিশেষজ্ঞ ও কন্সালটেন্ট চিকিৎসক যাঁরা সর্বাধুনিক ও বিশেষায়িত ধরণের চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে চান।

ঘ. সদ্য পাশ করা মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট যাঁরা গ্রুপ গঠন করে ক্লিনিক স্থাপন করতে চান।

ঙ. ডেন্টিস্ট, শিশু বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ ও কন্সালটেন্ট চিকিৎসকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ধরন

প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। এক্স-রে যন্ত্রপাতি, ইসিজি যন্ত্রপাতি, আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন, সিটি স্ক্যান মেশিন, এম,আর,আই প্যাথলজিক্যাল যন্ত্রপাতি, বায়ো ক্যামেস্ট্রি এনালাইজার, ডেন্টাল চেয়ার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি, সার্জিক্যাল অপারেটিং যন্ত্রপাতি, এম্বুলেন্স, মটর সাইকেলসহ চিকিৎসাকার্যে ব্যবহার্য সকল প্রকার রোগ নির্ণায়ক ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি।

বিনিয়োগের পরিমাণ ও মেয়াদ

বিনিয়োগের ধরন	সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ
১. জেলা শহরে বসবাসকারী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ডাক্তার	৫ লাখ টাকা	৫ বছর
২. উপজেলা শহরে বসবাসকারী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ডাক্তার	৫ লাখ টাকা	৫ বছর
৩. আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জামাদির জন্য বিশেষজ্ঞ/কন্সালটেন্ট চিকিৎসক	১০ লাখ টাকা	৫ বছর
৪. ক্লিনিক/ডায়াগনষ্টিক ল্যাবরেটরী স্থাপন, মেশিনারী, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য জিনিষ ক্রয়ের জন্য বেকার নবীন গ্রাজুয়েট ডাক্তারদের গ্রুপ	প্রত্যেক ডাক্তারকে ৫ লাখ করে ৫ জন ডাক্তারের একটি গ্রুপকে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা	৫ বছর

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ক. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক ঃ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, মোটর সাইকেল ও অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয়/সংগ্রহ।

খ. বাই মুয়াজ্জল ঃ চেম্বার, ক্লিনিক স্থাপন ও ঔষধ ক্রয়ের জন্য।

ইক্যুইটি

ক. নতুন ডাক্তার (আত্মকর্মসংস্থানের আওতায়) ঃ ন্যুনতম ১০%

খ. প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঃ ন্যুনতম ২০%

গ. প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক/ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ঃ ন্যুনতম ৩০%

বিনিয়োগ পরিশোধের নিয়ম

ক. ব্যাংকের বিনিয়োগ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।

খ. সরঞ্জামের ধরন, ক্লিনিকের অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে বিনিয়োগ মেয়াদের বাইরে ব্যাংক গ্রহণযোগ্য সময়সীমার জন্য গেস্টেশন পিরিয়ড ধার্য করে। গেস্টেশন পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর থেকে প্রথম কিস্তি শুরু হয়।

গ. গ্রাহক পর পর তিনটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং তার কারণ গ্রহণযোগ্য না হলে ব্যাংকের সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যাংক তার কর্তৃত্বাধীন নিয়ে নিতে পারে।

উল্লেখ্য ব্যাংক ২০০৭ সন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৫.৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

(৪) পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প

সীমিত আয়ের সচ্ছল চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের নিজস্ব যানবাহন ক্রয়ে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের পেশাগত ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহযোগিতা এবং দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। সড়ক ও নৌ-পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত অভিজ্ঞ সফল ব্যবসায়ী ও এখাতে যোগ্য নতুন উদ্যোক্তাদের পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ক্রয়ে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। এছাড়া রয়েছে বহুজাতিকসহ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংস্থা এবং সচ্ছল চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদেরকে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের মালিকানা লাভের সুবিধাসহ ভাড়ায় দেওয়ার ব্যবস্থা।

বিনিয়োগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।

খ. বর্তমান পরিবহণ সমস্যা লাঘবে সহায়তা দান।

Dhaka University Institutional Repository

গ. সীমিত আয়ের সচ্ছল ও চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের নিজস্ব যানবাহন ক্রয়ে সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের পেশাগত ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।

পরিবহণের ধরন

মূলতঃ দুই ধরনের পরিবহণ খাতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। যেমন;

ক. সড়ক পরিবহণঃ বাস, ট্রাক, মিনিবাস, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, জীপ, অটোরিক্সা, টেম্পো, পিক-আপ-ভ্যান, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি।

খ. নৌ-পরিবহণঃ সর্বোচ্চ ৫০০ টনের কার্গো ভ্যাসেল, অনধিক ৮০০ টনের সুমদ্রগামী ভ্যাসেল এবং যাত্রীবাহী লঞ্চ ইত্যাদি।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (**টার্গেট গ্রুপ**)

ক. বাস/ট্রাক/মিনিবাসঃ পরিবহণ ব্যবসায় নিয়োজিত সফল ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহণকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যোগ্য ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান।

খ. প্রাইভেট কার/মাইক্রোবাস/জীপঃ

i) সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা।

ii) প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

iii) প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা।

iv) পেশাজীবীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার।

v) পরিবহণ খাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যাঁরা পরিবহণ ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছেন বা আগ্রহী। এক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. অটোরিক্সা/টেম্পো/পিক-আপ ভ্যানঃ যে সব ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে পরিবহণ ব্যবসায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং যোগ্য সম্ভাবনাময় যেসব ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র পরিবহণকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী, তাঁরা অটোরিক্সা, টেম্পো, পিক-আপ ভ্যান ক্রয়ে বিনিয়োগ লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন।

ঘ. এ্যাম্বুলেন্সঃ প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক ও হাসপাতাল।

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ও গ্রাহকের ইক্যুইটি

পরিবহণের ধরন	ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ	গ্রাহকের ইক্যুইটি
১. মাইক্রোবাস/জীপ/প্রাইভেট কার	৭০%	৩০%
২. বাস/ট্রাক/মিনিবাস	৬০%	৪০%
৩. নৌ-পরিবহণ	৫০%	৫০%
৪. অটোরিক্সা/টেম্পো/পিক-আপ ভ্যান/এ্যাম্বুলেন্স	৫০%	৫০%

বিনিয়োগ পদ্ধতি ও মেয়াদ

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক পদ্ধতিতে এই বিনিয়োগ সম্পন্ন করা হয়। পরিবহণ হস্তান্তরেরে পর থেকে সর্বোচ্চ ৩ বছরের মধ্যে বিনিয়োগ পরিশোধ করতে হয়।

উল্লেখ্য ব্যাংক এই খাতে ২০০৭ সন পর্যন্ত ৪২৮.৬৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রদান করেছে।

(৫) মোটর গাড়ী ঋণ প্রকল্প

বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতণ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবীদের জন্য মোটর গাড়ী একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিবহণ হিসাবে আধুনিককালে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের

নগদ মূল্যে ক্রয়ের সামর্থ অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না, তাই ব্যাংক সহজ শর্তে পরিবহণ চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারী সংস্থা, স্বায়িত্ব শাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, ব্যাংকসমূহ, বিডিআর, পুলিশ ও আনসারসহ সশস্ত্র বাহিনীর কমিশন প্রাপ্ত অফিসারগণ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ এবং বড় কোম্পানীর নির্বাহীগণও সন্তোষজনক আয়ের অন্যান্য পেশাজীবীগণকে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

ক. বিভিন্ন সংস্থা, কোম্পানী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতণ কর্মকর্তা বা পরিচালকদের চাহিদা মেটানো, যাঁরা নিজের তহবিল দ্বারা এককালীন মূল্য পরিশোধ করে গাড়ী কিনতে পারেন না।

খ. উল্লিখিত শ্রেণীর লোকেরা যাতে সহজ কিস্তিতে গাড়ী কিনতে পারেন এবং পরবর্তীতে সেই কারের মালিক হতে পারেন।

গ. সরকারী খাতের উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং সীমিত আয়ের পেশাজীবী লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং বেসরকারী খাতে পরিবহণ সমস্যা হ্রাসে সহযোগিতা করা।

ঘ. বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধার পরিধি সম্প্রসারণ।

ঙ. আকার, খাত ও পরিমাণগত দিক দিয়ে বিনিয়োগ পোর্টফলিও বহুমূখীকরণ।

গ্রাহকের যোগ্যতা

নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের স্থায়ী উর্ধ্বতণ কর্মকর্তা ও নির্বাহীগণ বিনিয়োগ পেতে পারেন;

ক. ক্যাটাগরি "ক"

- সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- আধা-সরকারী সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশনসমূহ।
- ব্যাংকসমূহ।
- বিডিআর, পুলিশ ও আনসারসহ সশস্ত্র বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণ।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ।

খ. ক্যাটাগরি "খ"

- বড় কোম্পানী ও সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী সংস্থার নির্বাহীগণ ও পরিচালকবৃন্দ।

- সন্তোষজনক আয়ের অন্যান্য সকল পেশাজীবী গ্রুপের সদস্যগণ।

গ্রাহকের বয়স সীমা

উভয় ক্যাটাগরীর গ্রাহকদের বেলায় তাঁদের বয়স ২৭ থেকে ৫০-এর মধ্যে হতে হবে। চাকুরীজীবীদের বেলায় কমপক্ষে ৬ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই ব্যাংকের কিস্তির টাকা সন্তোষজনকভাবে যথাসময়ে প্রদান করার সামর্থ থাকতে হবে। ব্যাংক অযোগ্য মনে করলে যে কোন প্রস্তাব বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

গ্রাহকের ইক্যুইটি

ব্যাংক বিনিয়োগ হস্তান্তর করার আগেই গ্রাহককে গাড়ির মূল্যের ৩০% ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে।

বিনিয়োগের ধরন ও মেয়াদ

এই বিনিয়োগ দুই ধরনের হয়ে থাকে;

- ভাড়ায় ক্রয়।
- হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক।

বিনিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর। বিনিয়োগ হস্তান্তর বা গ্রাহকের নিকট গাড়ি হস্তান্তর যেটি আগে হবে সেদিন থেকে মেয়াদ গণ্য করা হবে।

বিনিয়োগ পরিধি

গাড়ী কেনার জন্য ব্যাংক গ্রাহককে সর্বোচ্চ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে। গাড়ির রেজিষ্ট্রেশন ও ইন্স্যুরেন্স ব্যাংকের নামে করা হয়। ব্লু-বুক রেজিস্ট্রেশন, ফার্স্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় গ্রাহক বহন করবেন।

বিগত ২০০৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংক এই খাতে মোট ৪.৪৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ দিয়েছে।

(৬) ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিতে সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশ। বিপুল সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও এ সম্পদের সঠিক আহরণ ও ব্যবহার না করার কারণে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে কায়-ক্লেশে জীবন যাপন করছে। শ্রমই একমাত্র তাদের অবলম্বন। এ জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশ কর্মক্ষম যুবসমাজ। তাদের অনেকেরই রয়েছে দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মোদ্যম, উৎসাহ-উদ্দীপনা, ঝুকি নেয়ার সাহস কিন্তু দারিদ্র, অর্থাভাব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে তারা তাদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবার পুঁজির অভাবে নিজেদের পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে দেশে বেকার সমস্যাই শুধু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বরং যুব সমাজও কর্মসংস্থানের কোন উপায় না দেখে বহু/বাল্য বিবাহগামী হয়ে সমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি কল্যাণমূখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে শহর, শহরতলী ও গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা এবং অবহেলিত বেকার যুবকদের পুঁজি সরবরাহ করে স্বাবলম্বী ও সচ্ছল করে তোলার উদ্দেশ্যে "ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প" নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং ক্ষুদ্র

উদ্যোক্তা যারা বিনিয়োগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের কে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়। খাত হিসাবে গবাদি পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং, ব্যবসা/দোকান, পরিবহন সেবা, কৃষি সরঞ্জাম ও বনায়নসহ বিবিধ কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। শহরের অবস্থান এবং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী এই খাতে এককভাবে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. শহর ও গ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

খ. বেকার যুবকদেরকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ করা এবং এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করা।

গ. যেসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ধরনের ঋণ বা বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করতে পারেনি বা বিনিয়োগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা

ক. বিনিয়োগ গ্রাহক যে শাখার মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করবেন, তাঁকে সে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং তাঁর বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও দোকান বা বিক্রয়কেন্দ্র থাকতে হবে।

খ. যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা ইতোমধ্যেই ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন, কিন্তু পুঁজির স্বল্পতার জন্য তাঁদের ব্যবসা সুষ্ঠু ভাবে চালিয়ে নিতে পারছেন না, তাঁদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

গ. দরিদ্র ও সম্পদহীন বেকার যুবকবৃন্দ, যাদের দক্ষতা, উদ্যোগ, উদ্যম, সততা, শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষমতা এবং বিশেষ করে ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা রয়েছে, তাঁদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

ঘ. এ প্রকল্পের অধীন ক্ষুদ্র ব্যবসা ছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং সেবা খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

এই খাতে বিগত ২০০৭ সন পর্যন্ত মোট ১,১২৯.১৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

(৭) ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প

বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো সৃজনশীল উদ্যোগের অভাব। দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ও দক্ষ ও আধাদক্ষ বেকার জনসম্পদ রয়েছে। প্রতি বৎসর দেশের বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেক যুবক বেকার জীবনে প্রবেশ করছে। দেশে আয়বর্ধক বিনিয়োগ খাত সৃষ্টি না করলে ঐ সকল শিক্ষিত বেকার যুবকরা কোন কাজেই আসবে না। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ দেশে অধিক বিনিয়োগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিল্প খাত প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে "ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প" চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় নতুন শিল্প উদ্যোক্তা এবং পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করতে আগ্রহীগণ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

যে সকল শিক্ষিত, দক্ষ এবং আধাদক্ষ বেকার যুবক প্রয়োজনীয় অর্থ ও জামানতের অভাবে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছে না, তাদেরকে নতুন কর্মসৃষ্টিতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

ক. অর্থের যোগান দিয়ে নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করে আয়বর্ধনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. শিক্ষিত, কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন, বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ উদ্যোক্তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।

গ. ওয়েজ আর্নারদের কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।

ঘ. শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বেকারদের জন্য আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

বিনিয়োগ খাত

ব্যাংক যে সব ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ দিচ্ছে সে গুলো হলো, খাদ্য ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্প, বন ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রসায়ন শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি শিল্প, কম্পিউটার টেকনোলজি, কাগজ উপজাত শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস্য ও পশু সম্পদ খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস্ এবং ব্যাংকের নিকট লাভজনক হিসাবে গ্রহণযোগ্য যে কোন ক্ষুদ্র শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে নির্দ্দিষ্ট শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন, এর উৎপাদনের প্রকৃতি, যন্ত্রপাতির মডেল এবং চলতি মূলধনের চাহিদা ইত্যাদির উপর। যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ বা যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধনসহ প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগের মধ্যে যেটি কম ব্যাংক সে পরিমাণ বিনিয়োগ করে। ব্যাংকের বিনিয়োগ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকার বেশি হবে না। যদি বিনিয়োগ গ্রাহকের

নিজস্ব প্রকল্প-ভূমি ও ভবন থাকে তাহলে সেগুলির মূল্যের সাথে নগদ বিনিয়োগ যোগ করে গ্রাহকের ইক্যুইটি হিসাব করা হয়।

বিনিয়োগের মেয়াদ

ক. মূলধনী যন্ত্রপাতি ঃ ৫ বছর।

খ. কাঁচামাল ঃ ১ বছর।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ক. মূলধনী যন্ত্রপাতি ঃ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক।

খ. কাঁচামাল ঃ মুরাবাহা টিআর।

(৮) কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান সিংহভাগ। দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী গ্রামীণ উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল। কৃষি প্রধান পেশা হলেও দেশ এখনো খাদ্যে স্বংয়সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। বিদেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্য আমদানী করতে হয়। আমদানীর উপর এই নির্ভরশীলতা আমাদেরকে অনেকাংশে পরমূখী করে তুলেছে। আমদানী হ্রাসে কৃষির আধুনিকায়ন ও শিল্প বিকাশ অপরিহার্য। সুতরাং কৃষিতে সনাতনী চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিকায়ন করতে পারলে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব। এই সকল কার্যক্রম শুধুমাত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব নয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহেরও এ ক্ষেত্রে ব্যাপক করণীয় রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক জনকল্যাণমূখী ব্যাংক হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষি খাতে অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই প্রকল্পের আওতায় কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ ও

গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার পাম্প সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্যই হচ্ছে, গ্রামীণ বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান, কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

প্রকল্পের লক্ষ্য

ক. গ্রামীণ বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

খ. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা।

গ. কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সহযোগিতা করা।

ঘ. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

কৃষি সরঞ্জামের ধরন

ক. পাওয়ার টিলার।

খ. পাওয়ার পাম্প।

গ. মাড়াই কল।

ঘ. শ্যালো টিউবওয়েল।

ঙ. স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাবিত অন্যান্য যে কোন সুবিধাজনক সরঞ্জাম।

বিনিয়োগে গ্রাহকের যোগ্যতা

ক. শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যে কোন গ্রামীণ যুবক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কৃষক এবং এটিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন যে কোন ব্যক্তি এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্য আবেদন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে এসএসসি বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিত আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

খ. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কৃষক আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্য হতে হবে; এটিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়স-সীমা ১৮ থেকে ৪৫ বছর এবং শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ. আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সক্ষম এবং প্রদত্ত কৃষি সরঞ্জামটি চালাবেন এমন ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে।

ঘ. আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হবেন এবং ঐ এলাকার অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

বিনিয়োগের মেয়াদ ও পদ্ধতি

এই প্রকার বিনিয়োগের মেয়াদ ২ বছর। হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্ পদ্ধতিতে এই বিনিয়োগ পরিচালনা করা হয়।

ব্যাংক গত ২০০৭ সাল পর্যন্ত এই খাতে ২.১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

(৯) গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প

আবাসন ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক চাহিদা গুলির মধ্যে অন্যতম। দেশে বিশেষ করে শহর এলাকায় আবাসন সমস্যা প্রকট আকার ধারন করেছে। নিম্নমধ্য বিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং কখনো কখনো উচ্চ মধ্যবিত্তদের পক্ষেও নিজস্ব সীমিত আয়ের লোকজনের পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় না। তাই এই সমস্যা লাঘবে এবং সীমিত আয়ের চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের গৃহায়ণে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে।

এই প্রকল্পে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মন্ডলী, বহুজাতিক কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পেশাজীবীকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্য

ক. ব্যাংকের অনুসৃত নীতি অনুসারে বিনিয়োগের সুফল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নিকট পৌছে দেয়া।

খ. দেশের বর্তমান গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা।

গ. সীমিত আয়ের চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের নিজস্ব গৃহায়নের ব্যবস্থা করতে সহযোগিতা করা।

ঘ. ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিমাণ, খাত ও ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সম্প্রসারণ করা।

ঙ. যে সব ব্যক্তি সুদ-ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে চান না সে সব ব্যক্তির জন্য ইসলামী শরীয়াহসম্মত বিনিয়োগ সুবিধা সহজলভ্য করা।

বিনিয়োগ গ্রহণকারীর যোগ্যতা

প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এ প্রকল্প থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের আবেদন করতে পারেনঃ

ক. প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা।

খ. সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক।

ঘ. গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবী।

ঙ. বহুজাতিক কোম্পানী, আর্ন্তজাতিক আর্থিক সংস্থা, সাহায্য দাতা এজেন্সী ও খ্যাতনামা পাবলিক কোম্পানীর কর্মকর্তা।

চ. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টেন্ট, শিক্ষক ও অন্যান্য সম্মানিত পেশাজীবী।

বিনিয়োগ পরিধি

ক. নিজ জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণ, নির্মিত বাড়ি/এপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট ক্রয় এবং নির্মিত/নির্মিতব্য বাড়ির সম্প্রসারণ/নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

খ. যে সম্পত্তির উপর গৃহ নির্মাণ করা হবে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার যথাযথ কর্তৃপক্ষ, যেমন- রাজউক, সিডিএ, আরডিএ, কেডিএ ইত্যাদির দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

বিনিয়োগের পরিমাণ

ক. গ্রাহকের নিজের জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রেঃ ব্যাংকের বিনিয়োগ হবে মোট বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৬০%, যা কোনভাবেই ৩০ লক্ষ টাকার বেশী হবে না।

খ. এপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট বা নির্মিত বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রেঃ ব্যাংকের বিনিয়োগ হবে মোট বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০%, যা কোনভাবেই ২০ লক্ষ টাকার বেশী হবে না।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়।

এই খাতে বিগত ২০০৭ সন পর্যন্ত ব্যাংক ৬৪.৬৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।[২২]

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

(১০) রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

এ কর্মসূচীর আওতায় গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্পের বাহিরে অন্যান্য পেশাজীবী, চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের বাড়ি নির্মাণ, নির্মিত বাড়ি মেরামত ও বর্ধিতকরণ, ব্যবসা কেন্দ্র/বিপনী বিতান নির্মাণ, এপ্টার্মেন্ট/ফ্ল্যাট নির্মাণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশের সকল পৌর এলকায় অবস্থিত শাখামূহের কমান্ড এরিয়ার মধ্যে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্যাংক বিগত ২০০৭ সালে মোট ৭৩৬.১৪ কোটি টাকা এই খাতে বিনিয়োগ প্রদান করেছে।[২৩]

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৮৩ সালের ৪ জুলাই এ ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর সিদ্ধান্ত ক্রমে ব্যাংকের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১০৪ নং ধারা অনুযায়ী সাদাকা তহবিল নামে একটি দাতব্য তহবিল গঠন করা হয়। সাদাকা তহবিলের মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবা, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের পরিধি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করেছে। এ বিস্তৃত কর্ম-পরিধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালের ২০ মে সাদাকা তহবিলের নাম পরিবর্তন করে "ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন" করা হয়। ফাউন্ডেশন স্বতন্ত্র হিসাবে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১. আর্ত-মানবতার সেবা।

২. শিক্ষা সম্প্রসারণ, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষার বিকাশ সাধন।

৩. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৪. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধার সম্প্রসারণ।

৫. শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন।

৬. ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডে উৎসাহদান।

৭. বাংলাদেশ ও বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে সহযোগীতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি।

৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন।

সংগঠন কাঠামো

ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য-সচিবসহ ১০ সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে। এ পরিচালনা কমিটি ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক ৩ বছরের জন্য গঠিত হয়। এ ছাড়াও ফাউন্ডেশনের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

আয়ের উৎস

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যাকাত।

২. দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান।

৩. শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত নয় ইসলামী ব্যাংকের এমন আয়সমূহ।

৪. ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রকল্প থেকে আয় ইত্যাদি।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, যাকাত, অনুদান, সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত নয় ইসলামী ব্যাংকের এমন আয় এবং প্রকল্প আয়ের হিসাবসমূহ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং শরীয়তের বিধানমত যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়।

সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড একটি দায়িত্বশীল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন আয় বর্ধক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিক্ষা, মানব হিতৈষী, নৈতিকতা শিক্ষা ও বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবী জনসাধারণকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক. স্বাস্থ্য শিক্ষা

ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ

ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহীর কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। ১ম থেকে ৪র্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ক্লাশসমূহ পূর্ণদ্যোমে চলছে। হাসপাতাল ভবনের দক্ষিণ ব্লকের নির্মাণ কাজ নওদাপাড়ায় কলেজের নিজস্ব জমিতে সমাপ্ত হয়েছে এবং হাসপাতাল ভবনের সেন্ট্রাল ব্লক ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে।

ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

হাসপাতাল/ক্লিনিক ব্যবস্থাপনায় সেবিকাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে যোগ্য সেবিকার ঘাটতি রয়েছে এবং এ কারণে মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তরুণীদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি যোগ্যতাসম্পন্ন সেবিকার চাহিদা পুরনের জন্য রাজশাহীতে একটি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নার্সিং ইনস্টিটিউটকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ৪ বছরের ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স চালুর অনুমোদন দিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক হেল্‌থ টেকনোলজী ইনস্টিটিউট

রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের জন্য রোগের যথোপযুক্ত পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে প্রচুর সংখ্যক হাসপাতাল/ক্লিনিক ও ডায়াগনেস্টিক সেন্টার আছে কিন্তু তাদের অধিকাংই প্যাথলজি পরীক্ষা, রেডিওলজি পরীক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনে কুশলী জনশক্তি খুব বেশী নাই এবং এ কারণে রোগীদের প্রয়শঃই রোগের ভুল ডায়াগনসিসের কারণে ভুগতে হয়। এজন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন রাজশাহীতে "ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী" নামে একটি হেলথ টেকনোলজী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্রমবর্ধমান মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্টের চাহিদা পূরণের জন্য এই ইনস্টিটিউটে নিম্নবর্ণিত কোর্সসমূহ চালু করতে যাচ্ছে (ক) ফার্মেসী, (খ) ডেনটিস্ট্রি, (গ) রেডিওলজি ও ইমেজিং (ঘ) প্যাথলজি। সরকার ইতোমধ্যে এই ইনস্টিটিউটকে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালুর অনুমোদন দিয়েছে।

ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

গ্রামাঞ্চলে অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীরাই প্রসব কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তাদের এ সংক্রান্ত কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নাই এবং এ কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মা ও শিশু প্রসবকালীন সময় মৃত্যুবরণ করে। অনেকে মৃত্যুবরণ না করলেও অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীদের ভুল সেবার কারণে সারা জীবন কষ্টভোগ করেন। উল্লিখিত অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালসমূহ ও ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালসমূহের সহায়তায় ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

খ. স্বাস্থ্য সেবা

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনসাধারণকে কম খরচে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহর সমূহ যেমন ঢাকায় ২টি, রাজশাহীতে ২টি, খুলনায় ১টি ও বরিশালে ১টি মোট ৬টি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা

হয়েছে। হাসপাতাল গুলি সাধারণ জনগণের সাধ্যের মধ্যে মেডিসিন, সার্জারী, ধাত্রীসেবা, শিশু, নাক-কান-গলা, ইউরোলজী, নিউরোসার্জারী, চর্ম, চক্ষু, অর্থোপেডিক, কার্ডিওলজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল

কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমন্বিতভাবে কম খরচে সার্বিক চিকিৎসা সেবার সুযোগ সৃষ্টি, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে আধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌছে দেয়া, শিক্ষিত তরুণ ডাক্তারদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদেরকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিতকরণ, জনগণের মধ্যে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি চিকিৎসাক্ষেত্রে মানব সেবার আদর্শ সমুন্নত রাখা। এই সকল উদ্দেশ্য সমূহকে সামনে রেখে সাতক্ষীরা, মানিকগঞ্জ, রংপুর, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ এবং দিনাজপুরে মোট ৬টি ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় চলছে। নওগাঁ, ময়মনসিংহ ও ফেণীতে আরো ৩টি কমিউনিটি হাসপাতালের কার্যক্রম অচিরেই আরাম্ভ হতে যাচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ চক্ষু শিবির

অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের চোখের রোগে ভূগছেন কিন্তু চক্ষু বিশেষজ্ঞের অপ্রাপ্যতার কারণে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তারা উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না। আর্থিক অক্ষমতা এর একটা অন্যতম কারণ এবং এ কারণে অনেক দরিদ্র রোগী যথাযথ চোখের চিকিৎসার সুযোগ পায় না। উপরোল্লিখিত অবস্থা বিবেচনায় রেখে সকল স্তরের জনগণকে চক্ষু সেবা প্রদানের জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ভ্রাম্যমাণ চক্ষুসেবা প্রকল্প শুরু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী নুন্যতম খরচে চক্ষু সেবার সুযোগ গ্রহণ করছেন। বিগত ২০০৭ সালে ৩০০ জনকে সেবা দেয়া হয়েছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন অংশের গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করছে। কিছু দাতব্য চিকিৎসালয় এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান করছে আর অন্যরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান করছে। সাধারণতঃ সুযোগ্য চিকিৎসক সপ্তাহে ১ দিন অথবা ২ দিন বিনামূল্যে রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। রোগীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

গ. কারিগরি শিক্ষা

ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে দেশের বোঝা মনে না করে বরং তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করা যায়। যুব সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের এবং বিদেশে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বেকার যুবকদেরকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও দেশের কারিগরী অগ্রগতির জন্য ঢাকায় ২টি, বগুড়ায় ১টি, সিলেটে ১টি ও চট্টগ্রামে ১টি সহ মোট ৫টি ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী সাফল্যজনকভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে উক্ত ইনস্টিটিউট গুলি কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন লাভ করেছে।

ঘ. সাধারণ শিক্ষা

ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ

বাংলাদেশের রাজধানী একটি মেগাসিটিতে পরিণত হচ্ছে, যেখানে বহু সংখ্যক ইংরেজী মাধ্যম স্কুল গড়ে উঠেছে যারা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম পরিপালন করছে না। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন আদর্শ

নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে ১৪৭, গ্রীন রোড, ঢাকায় একটি ইংরেজী মাধ্যম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল ও কলেজ

ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল ও কলেজ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। নৈতিক শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকার মিরপুরে স্কুলের কার্যক্রম শুরু করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সেবা কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন আর্তমানবতার সেবায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এসব প্রকল্প নিঃস্ব, দরিদ্র, অভাবী মানুষকে রক্ষায় জরুরি মানবিক সাহায্য প্রদান করে থাকে। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্প গুলো বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়া দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন, ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দাওয়া কর্মসূচী গ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উন্নয়ন ডায়ালগ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিম্নে উক্ত কর্মসূচী গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হলোঃ

ক. মানবিক সাহায্য প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন মানবিক সাহায্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো;

১. এতিমখানা স্থাপন ও পরিচালনা

২. দরিদ্র মহিলাদের বিবাহের জন্য আর্থিক সাহায্য

৩. ঋণ গ্রস্থদের সাহায্য করা

৪. দুঃস্থ ও দুর্যোগ আক্রান্তদের সহায়তা প্রদান

খ. ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যা, ঝড়, টর্ণেডো, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন করে থাকে। বিগত ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ফাউন্ডেশন নিম্ন বর্ণিত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

১. ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ-১.৫ কোটি টাকা

২. ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের একদিনের বেতন প্রদান করা হয়

৩. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ৩৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করে

৪. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে বন্যার্তদের মাঝে ২ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার বিতরণ করে

৫. ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা নিজস্ব উদ্যোগে বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করে

এ ছাড়া বিগত ২০০৭ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়-সিডরে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত সহযোগীতা প্রদান করেঃ

১. ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ- ৩ কোটি টাকা

২. প্রধান উপদেষ্ঠার ত্রাণ তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান

৩. সেনাপ্রধানের ত্রাণ তহবিলে ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান

৪. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০ লক্ষ টাকা প্রদান

৫. ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের একদিনের বেতন প্রদান করা হয়

৬. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে বন্যার্তদের মাঝে ২ লক্ষ ডলার বিতরণ করে।

৭. ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা নিজস্ব উদ্যোগে সিডর উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছে।

গ. ফিজিওথেরাপি ও পঙ্গু পুর্নবাসন কেন্দ্র

দেশে বহু সংখ্যক পঙ্গুলোক রয়েছে যাদের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কোন উপার্জনের সুযোগ নাই। সমাজের বোঝা স্বরূপ ঐসকল লোকজনকে সঠিকভাবে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে পারলে তাদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। এই বিষয়টি সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন একটি "Islami Bank Physiotherapy and Disabled Rehabilitation Centre" প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[১] উক্ত কেন্দ্রে অসহায় পঙ্গু লোকদের চিকিৎসার পাশাপাশি সাময়িকভাবে তাদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা হবে। তাদেরকে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

ঘ. আর্ত-দুঃস্থদের মানবিক সেবা কেন্দ্র (সার্ভিস সেন্টার)

সমুদ্র উপকূল ও নদী তীরবর্তী গরীব ও অভাবী লোকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য নোয়াখালীতে একটি, মানিকগঞ্জে একটি, ফেণীতে একটি, চাঁদপুরে একটি এবং কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিনে একটি মোট ৫টি সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ২০০৬ সালে সেবা কেন্দ্র গুলো থেকে ২,৪১৯টি গ্রুপ সদস্য বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেছে।

---

[১] Internet, e-mail; www.islamibank bd.com

ঙ. দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র

অসহায় মানুষের সেবার অংশ হিসাবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন অসহায়, দুঃস্থ, আশ্রয়হীন বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তাদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ঢাকার মিরপুরে "দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করেছে।

চ. শিক্ষা/ ছাত্র বৃত্তি কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শিক্ষা/ছাত্র বৃত্তি কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের অধীন দেশ ও বিদেশে অধ্যয়নরত কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া হয়। এছাড়া এমফিল ও পিএইচডি গবেষকদেরও বৃত্তি দেওয়া হয়।

ছ. মডেল ফুরকানিয়া মক্তব

মডেল ফোরকানিয়া মক্তব ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। গ্রাম্য এলাকায় যেসব মক্তবগুলো পরিচালিত হচ্ছে সেখানে শিশুরা কোরান শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী ও বাংলা বর্ণমালা এবং গণিতের প্রাথমিক ধারণা পায় যা স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়তে অনেক সাহায্য করে।

জ. বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

একটি জাতির জন্য সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি খুবই গুরুত্বর্পূণ। একটি দেশ কতটুকু উন্নত তা পরিমাপ করা যায় তার কৃষ্টিও সংস্কৃতির মাধ্যমে। জাতি তখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যাবে যখন দেখা যাবে যে, সে জাতির চিন্তা, ভাবনা, চেতনা গণমূখি এবং সংস্কৃতি মনস্ক। বর্তমানে অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় এ দেশের উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা পশ্চিমা ধাঁচের সংস্কৃতি গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এতে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং বিশেষ করে দেশের যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আমাদের

নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরে প্রচার করা সময়ের দাবী। এ কথা মাথায় রেখে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ঢাকা ও রাজশাহীতে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

ঝ. মনোরম ইসলামী ব্যাংক ক্রাফ্‌ট এন্ড ফ্যাশন

মনোরম-ইসলামী ব্যাংক ক্রাফটস এন্ড ফ্যাশন (মনোরম) ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে পরিচালিত হচ্ছে যা গরীব ও দুঃস্থ মহিলাদের তৈরী সামগ্রী বিক্রয় সুবিধার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এভাবে ফাউন্ডেশন বহুমুখী কল্যাণকর কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায় মানুষের নিরলস সেবা দান করছে। এতে সমাজের অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে।

ঞ. দাওয়া (ইসলাম প্রচার) কর্মসূচী

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। ফাউন্ডেশন এ উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ এবং সুধী সমাজের মাঝে ইসলামের আলো বিস্তারের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ইসলামী ম্যাগাজিন, বই-পত্র, সাহিত্য, জার্নাল ইত্যাদি শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বিচারপতি, কৌশুলী, ব্যাংকার, সাহিত্যিক, সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের মাঝে বিতরণ করে থাকে। ফাউন্ডেশন জেলখানায় কারাবন্দি লোকের মাঝেও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে।

ট. উন্নয়ন ডায়ালগ কেন্দ্র

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, অন্যান্য দেশী-বিদেশী সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, তারা উন্নয়নের জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে তা সমাজের মানুষের বিশ্বাস ও নীতির পরিপন্থি। এনজিও এবং বিদেশী সংস্থাসমূহ তাদের চিন্তা

এবং চেতনার আলোকে বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করে মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাই ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনও নিজস্ব উদ্যোগে "Center for Development Dialogue" স্থাপন করেছে। যেখানে তাদের নিজস্ব স্টাফসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নমুনা প্রশ্নমালা

মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। আইবিবিএল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ গ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের বিষয়ে তাদের মনোভাব যাঁচাই-এর লক্ষ্যে এ প্রশ্নমালা প্রনয়ণ করা হয়। বর্ণিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে আইবিবিএল-এর দুইটি শাখা থেকে বিনিয়োগ গ্রহণকারী মোট ৫০জন সুবিধাভোগীর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীদের মতামত যাঁচাইকল্পে পৃথক একটি প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। উক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে রোগীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। নমুনা প্রশ্নমালা সমূহ নিম্নে প্রদাণ করা হলোঃ

সাধারণ সুবিধাভোগীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের নিমিত্ত প্রণীত প্রশ্নমালা

১। নাম

২। পিতা/স্বামী

৩। বয়স

৪। বর্তমান ঠিকানা

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক) লিখা পড়া জানিনা খ) শুধু স্বাক্ষর জানি গ) --------- শ্রেণী পাস

৬। পরিবারের সদস্য সংখ্যা

৭। জমির পরিমাণ

৮। আয়ের প্রধান উৎস

৯। ইসলামী ব্যাংক থেকে কোন প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন

১০। কত টাকা বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন

১১। বিনিয়োগ গ্রহণের সন

১২। কত টাকা বিনিয়োগ পরিশোধ করেছেন

১৩। অন্য কোন উৎস থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন কি না (হ্যাঁ হলে উৎসের নাম ও পরিমাণ)

১৪। খাদ্যাভাস পরিবর্তন হয়েছে কি না

১৫। বাড়ি ঘরের পরিবর্তন হয়েছে কি না

১৬। ল্যাট্রিন ব্যবহারের ধরন

১৭। খাবার পানির উৎস

১৮। পারিবারিক সম্পদের পরিবর্তন

১৯। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহণে কি কি অসুবিধা রয়েছে

২০। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহণের বিষয়ে আপনার মতামত কি

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণকারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের নিমিত্ত প্রণীত প্রশ্নমালা

১। সেবা গ্রহণকারীর নাম

২। বয়স

৩। পেশা

৪। রোগের ধরন

৫। সেবার মান

৬। ডাক্তারদের আচরণ

৭। আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা

৮। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

৯। রোগীদের বিনোদনের ব্যবস্থা

১০। খাবারের মান

১১। হাসপাতাল সম্পর্কে মতামত

কেস স্ট্যাডি {মাঠকর্ম (জরীপ) ভিত্তিক}

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করেছে। একদিকে মানুষ যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছে অন্যদিকে তার জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা সমূহ; অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং বাসস্থান পুরনের লক্ষ্যে ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যাংক সর্ব শ্রেণীর মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানা প্রকল্পের বর্ণনা ইতোপূর্বে প্রদান করা হয়েছে। এক্ষণে, কিছু কেস স্ট্যাডি তুলে ধরা হলোঃ

ক. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ময়মনসিংহ শাখা

গবেষণার অংশ হিসাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ময়মনসিংহ শাখার বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। ব্যাংক শাখাটি ময়মনসিংহ শহরস্থ ৭৬/এ, ছোট বাজারে নিজস্ব ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত শাখাটি বিগত ১৯৮৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংক কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচীর একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

সারণীঃ ৬ ব্যাংক কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচীর পরিসংখ্যান

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের সন	সুবিধাভোগীর সংখ্যা	বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	পরিশোধিত বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	আদায়যোগ্য বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)
১. গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ	১৯৯৪	৯৬০৮	১৫৬০.৪৩	১৭৯০.৯৭	৪৬.০০
২. ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ	"	২	১৮.৮০	১৫.০০	৩.৩৫
৩. পরিবহণ বিনিয়োগ	"	২০	৯৪.৫০	৭৪.২৪	২১.৫৭
৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা	"	৩৭	১২.৭৫	১১.১২	১.৬২
৫. কৃষি সরঞ্জাম	"	২৩১	৭৮.৫৩	৫০.৯৭	২৪.০৩
৬. কার বিনিয়োগ	"	৮	২৭.৫০	২৬.৫৫	০.২৩
৭. রিয়েল এস্টেট	"	৩২	৬৬১.৫০	১২৬.২৫	৫৮৯.২০
৮. ক্ষুদ্র শিল্প	"	৩০	১৮.২০	১৩.৭০	৬.০৬
৯. পল্লী উন্নয়ন	"	১৭৭১৫	১৮৪৭.৫৭	১২১৭.৫৮	৪২২.৬৯
১০.আইবিএল ফাউন্ডেশন	২০০৬		২.০০		

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ব্যাংক শাখাটি ২০০৭ সন পর্যন্ত প্রায় ৪৩১৯.৭৮ লক্ষ টাকা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করেছে। সর্বাধিক ১৮৪৭.৫৭ লক্ষ টাকা পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে ১৭৭১৫ জন সুবিধাভোগীর নিকট বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প। এটি একটি খুবই জনপ্রিয় প্রকল্প। এই শাখা থেকে ৯৬০৮ জন সুবিধাভোগী কে ১৭৯০.৯৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে রিয়েল এস্টেট, পরিবহণ এবং কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ

গবেষণার অংশ হিসাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ময়মনসিংহ শাখা এর বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতায় শহর এবং শহরতলী এলাকা যেমন; ভাটি বারেরা, শিকারীকান্দা, মাদ্রাসা কোয়ার্টার, ভাবখালী এবং বাদেকল্লা এলাকার ৫০ জন সুবিধাভোগীর অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। প্রশ্নমালাটি পূর্বে দেখানো হয়েছে। সাক্ষাতকার গ্রহণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বর্নিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে ছক মাধ্যমে দেখান হলোঃ

সারণীঃ ৭ সুবিধাভোগীদের বাস্তব অবস্থা

নির্বাচিত বিষয়	পরিমাপের একক	পর্যবেক্ষণ সীমা	শ্রেণী	উত্তর দাতার সংখ্যা	উত্তর দাতার হার (%)
বয়স	বৎসর	১৮-৫৭	যুবক (৩০ বছর পর্যন্ত)	২৪	৪৮
			মধ্যম বয়স্ক (৩০-৪০)	১৬	৩২
			বয়স্ক (৪০ উর্দ্ধে)	১০	২০
শিক্ষা	স্কুল শিক্ষা	০-১২	শুধু স্বাক্ষর জানে	৮	১৬
			৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	৮	১৬
			মাধ্যমিক এবং উপরে	৩৪	৬৭
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	সংখ্যা	৪-১১	৪ জন পর্যন্ত	৮	১৬
			৫-৬ জন	৩২	৬৪
			৭ থেকে উর্দ্ধে	১০	২০
বিনিয়োগ গ্রহণ	টাকা	৫-৪০ হাজার	৫ হাজার পর্যন্ত	৮	১৬
			৫-১০ হাজার পর্যন্ত	১২	২৪
			১০ হাজারের উর্দ্ধে	৩০	৬০
বিনিয়োগ গ্রহণের সময় সীমা	বছর	৩-৯	সংক্ষিপ্ত সময় (৩ বৎসর পর্যন্ত)	৩২	৬৪
			মধ্যম সময় (৪-৮ বৎসর)	১৪	২৮
			দীর্ঘ সময় (৮ বৎসরের উর্দ্ধে)	৪	৮

সুবিধাভোগীদের বয়স

সারণী ৭ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সুবিধাভোগীদের বয়স ১৮ বৎসর থেকে ৫৭ বৎসর পর্যন্ত। তবে তাদের মধ্যে ৪৮% এর বয়স ৩০ বছরের মধ্যে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুবক/যুব-মহিলাগণ বেশী পরিমানে আইবিবিএল থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করছে। বিনিয়োগ গ্রহণের মাধ্যমে তারা তাদের ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত রয়েছে। আইবিবিএল এর উদ্দেশ্যের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুবিধাভোগীদের শিক্ষা

বিনিয়োগ গ্রহণকারীদের মধ্যে শুধুমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন থেকে এইচ.এস.সি পাশ পর্যন্ত রয়েছে। তবে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৬৭% শিক্ষিত। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পারে সমাজকে পরিবর্তন করতে। শিক্ষিত বেকার লোকজন আইবিবিএল থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত রয়েছেন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলে জনগণের মাঝে সচেতনতার সৃষ্টি হবে। এতে শিক্ষার হার বাড়বে।

পরিবারের সদস্য সংখ্যা

বিনিয়োগকারীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে ১১ জন পর্যন্ত। তবে ৫-৬ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ৬৪%। বড় পরিবারের সংখ্যাও কম নয়। তাই বিনিয়োগকারী নির্বাচনে ছোট পরিবারকে প্রাধান্য দিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বিনিয়োগ গ্রহণ

সুবিধাভোগীরা ৫হাজার থেকে ৪০হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে। তবে ১০হাজার টাকার উর্দ্ধে বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে ৬০% সুবিধাভোগী। সুবিধাভোগীরা বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্লিনিক,

Dhaka University Institutional Repository

দোকান ব্যবসা, সার-কীটনাশক, মোবাইল ফোন, মুদি দোকান, মৎস্য চাষ ইত্যাদি ব্যবসার জন্য। বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ধরন দেখে অনুমিত হয় যে, আইবিবিএল প্রান্তিক পর্যায়ের লোকজনের চেয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনকে বেশী পরিমাণে বিনিয়োগ প্রদান করেছে।

বিনিয়োগ গ্রহণের সময়সীমা

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সুবিধাভোগীগণ ৩-৯ বৎসর পর্যন্ত আইবিবিএল এর বিনিয়োগ গ্রহণ করছে। তবে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে (৩ বৎসর পর্যন্ত) ৬৪% লোক বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে। এতে বুঝা যায় দিন দিন সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ আইবিবিএল এর বিনিয়োগ গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে।

আইবিবিএল এর প্রতি মনোভাব

কতিপয় অসুবিধা ছাড়া সুবিধাভোগী সকলেরই আইবিবিএল বিনিয়োগ গ্রহণে ধণাত্মক মনোভাব রয়েছে। ঠিক একই ধরনের মনোভাব ড. মোঃ সিরাজ উদ্দীন [১] তার গবেষণায় পেয়েছেন। মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত সুবিধাভোগীদের মনোভাব গুলি নিম্নে প্রদান করা হলো;

সুবিধা

ক. কিস্তি আদায়ে আইবিবিএল জোর-জুলুম করে না।

খ. বিনিয়োগ গ্রহণে কোন ঝামেলা নাই।

গ. বিনিয়োগের সম্পূর্ণ টাকা হাতে পাওয়া যায়।

ঘ. অতিরিক্ত কোন টাকা দেয়া লাগে না।

---

[১] Dr. Md. Seraj Uddin; Depositors Attitude Towards the Criteria for Choosing A Specific Bank; A Comperative Study between Conventional and Islamic Bank. Thought on Economics, 2006, Vol. 16. No. 2. IERB. Pp. 10-47.

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. সেবার মান ভাল।

চ. লাভ কম নেয়।

ছ. সঞ্চয় বাধ্যতামূলক, তাই সবার মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

জ. সুদের সাথে কোন সংস্পর্শ থাকে না, তাই ধর্মীয়ভাবে বিনিয়োগ গ্রহণে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে কোন বাধা নাই।

অসুবিধা

ক. বিনিয়োগের পরিমাণ কম।

খ. ব্যাংক শাখায় এসে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে হয় ফলে সময় এবং অর্থের ক্ষতি হয়।

সুবিধাভোগীদের সুপারিশ

ক. বিনিয়োগের পরিমাণই বাড়াতে হবে।

খ. বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের উপর প্রভাব; তথা গুণগত পরিবর্তন

সুবিধাভোগীদের আয়, খাদ্যাভাস এবং বাড়িঘরের পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৮ সুবিধাভোগীদের আয়, খাদ্যাভাস এবং বাড়িঘরের পরিবর্তন

নির্বাচিত বিষয়	শ্রেণী	উত্তর দাতার সংখ্যা	উত্তর দাতার হার (%)
আয়ের পরিবর্তন	নিম্ন আয় পরিবর্তন (৪ হাজার টাকা পর্যন্ত)	০	০
	মধ্যম আয় পরিবর্তন(৫ থেকে ৪৯ হাজার টাকা পর্যন্ত)	৩০	৬০
	উচ্চ আয় পরিবর্তন (৫০ হাজারের উর্দ্ধে)	২০	৪০
খাদ্যাভাস পরিবর্তন	অল্প পরিবর্তন	০	০
	মধ্যম পরিবর্তন	৩৫	৭০
	বেশী পরিবর্তন	১৫	৩০
বাড়িঘরের পরিবর্তন	অল্প পরিবর্তন	১০	২০
	মধ্যম পরিবর্তন	৩৬	৭২
	বেশী পরিবর্তন	৪	৮

আয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব

সুবিধাভোগীদের আয়ের পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আইবিবিএল থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে ৬০% লোক তাদের বার্ষিক আয় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। কতিপয় বিনিয়োগকারী তাদের আয় ৪ লক্ষ টাকা বলেও জানিয়েছেন। বিনিয়োগের অর্থ তারা ক্লিনিক. মোবাইল ফোন, মৎস্য চাষের মত দ্রুত আয় বর্ধকমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করায় তাদের আয় অধিক বলে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যাভ্যাস এর ক্ষেত্রে প্রভাব

আইবিবিএল থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে সুবিধাভোগীরা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বিধায় তাদের খাদ্যাভাসেও পরিবর্তন ঘটেছে। সকলেই স্বীকার করেছেন তারা আগের চেয়ে এখন বেশী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারছেন। এর প্রধান কারনই হচ্ছে তাদের আয় বৃদ্ধি। তথ্য মতে ৭০% সুবিধাভোগী দৈনিক তিন বেলা তাদের পছন্দের খাবার খেতে পারছেন। তাদের দৈনিক ক্যালোরী গ্রহণের পরিমাণও বেড়েছে।

বাড়ি-ঘর তথা আবাসনের ক্ষেত্রে প্রভাব

বাড়ি ঘরের পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রাপ্ত চিত্র থেকে দেখা যায় সুবিধাভোগীগণ সকলেই বিনিয়োগ গ্রহণের পর কম বেশী বাড়ি ঘরের উন্নতি সাধন করেছেন। যাদের খড়ের ঘর ছিল তারা টিনের ঘর দিয়েছে এবং যাদের টিনের ঘর ছিল তারা আধা-পাকা ঘর নির্মাণ করেছে। আধা-পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন এমন সুবিধাভোগীর সংখ্যাই বেশী, যার পরিমান ৭২%। বেশ কিছু ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাকা ঘর নির্মাণেও সমর্থ হয়েছেন।

সুবিধাভোগীদের ল্যাট্রিন ব্যবহার

ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং খাবার পানির উৎস মানুষের আর্থিক এবং মানষিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। আর্থিক উন্নয়নের সাথে মানসিক উন্নয়ন ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। আর্থিক উন্নয়ন ঘটলে মানুষ সচেতন হবে, স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারে আগ্রহী হবে। পাশাপাশি নিরাপদ পানিও ব্যবহারে সতর্ক থাকবে। এই বিষয় গুলিকে সামনে রেখে সুবিধাভোগীদের মধ্যে জরিপ চালানো হয়। সুবিধাভোগীরা আইবিবিএল এর বিনিয়োগ গ্রহণের পূর্বে এবং পরে ল্যাট্রিন এবং খাবার পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এনেছে সে বিষয়ে নিম্নে পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৯ সুবিধাভোগীদের ল্যাট্রিন ও খাবার পানি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য

নির্বাচিত বিষয়	শ্রেণী	সংখ্যা		শতকরা হার (%)	
		পূর্বে	পরে	পূর্বে	পরে
ল্যাট্রিন ব্যবহার	খোলা জায়গা	০	০	০	০
	কাঁচা ল্যাট্রিন	২১	৮	৪২	১৬
	স্যানেটারী (স্বাস্থ্য সম্মত)	২৯	৪২	৫৮	৮৪
খাবার পানির উৎস	নদী/পুকুর	০	০	০	০
	অন্যের নলকূপ	৩৬	২১	৭২	৪২
	নিজস্ব নলকূপ	১৪	২৯	২৮	৫৮

সারণী ৯ থেকে দেখা যায় সুবিধাভোগীরা কেউই খোলা জায়গায় ল্যাট্রিন ব্যবহার করতেন না। বিনিয়োগ গ্রহণের পূর্বে ৪২% লোক কাঁচা ল্যাট্রিন ব্যবহার করতেন যা পরে ১৬% এ দাড়িয়েছে। অপর দিকে স্যানেটারী ল্যাট্রিন ৫৮% থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ৮৪%। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় আইবিবিএল থেকে মানুষ বিনিয়োগ গ্রহণ করে একদিকে যেমন সাবলম্বী হচ্ছে অন্যদিকে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারেও সচেতন হচ্ছে।

সুবিধাভোগীদের খাবার পানির উৎস

সুবিধাভোগীরা কি ধরনের খাবার পানি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তারা কেউ নদী কিংবা পুকুরের পানি পূর্বেও ব্যবহার করতো না এখনো ব্যবহার করে না। বিনিয়োগ গ্রহণের পূর্বে ৭২% লোক অন্যের নলকূপ ব্যবহার করতো বর্তমানে তা কমে প্রায় অর্ধেকে দাড়িয়েছে। পক্ষান্তরে নিজস্ব নলকূপের পরিমান ২৮% থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ৫৮%। এ থেকে বুঝা যায় মানুষ নিরাপদ পানি ব্যবহারে অনেক সচেতন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, কাকরাইল, ঢাকা

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা- ২০০২ সাল।

খ. ডাক্তার সংখ্যা- (১). পুরুষ- ৩৮ জন (২). মহিলা- ২৩ জন।

গ. নার্স/ব্রাদার সংখ্যা- (১). নার্স- ২৪ জন (২). ব্রাদার- ১৬ জন।

ঘ. শয্যা সংখ্যা- ১২০।

ঙ. বিগত ২০০৬ সালে সেবা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা- ৭৭৮৯ জন।

চ. বিগত ২০০৫-০৬ অর্থ বৎসরে হাসপাতালের আয়/ব্যয়-

(১). আয়- ২৪২০০০০/= (২). ব্যয়- ৩,০০০০০০০

গ. ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের সেবা সংক্রান্ত জরিপ

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল এর কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মতামত যাঁচাই কল্পে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করছেন এমন ৫০ জন রোগীদের সাক্ষাতকার কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। প্রশ্নপত্রের নমূনা পূর্বে প্রদান করা হয়েছে। সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১০ চিকিৎসা গ্রহণকারীদের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য

নির্বাচিত বিষয়	পর্যবেক্ষণ সীমা	শ্রেণী	উত্তর দাতার সংখ্যা	উত্তর দাতার হার (%)
বয়স	০১- ৮০ বৎসর	শিশু/কিশোর (১৮ বৎসর পর্যন্ত)	০৪	০৮
		যুবক (১৯-৪০ বৎসর পর্যন্ত)	২২	৪৪
		বয়স্ক (৪০ বৎরের উর্দ্ধে)	২৪	৪৮
রোগের ধরন		সাধারণ	২৪	৪৮
		সার্জিক্যাল	২৬	৫২
সেবার মান		খারাপ	০	০
		মোটামুটি ভাল	০২	০৪
		ভাল	৪৮	৯৬
ডাক্তারদের আচরণ		খারাপ	০	০
		মোটামুটি ভাল	০১	০২
		ভাল	৪৯	৯৮
আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা		খারাপ	০২	০৪
		মোটামুটি ভাল	১০	২০
		ভাল	৩৮	৭৬
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা		খারাপ	০	০
		মোটামুটি ভাল	০৬	১২
		ভাল	৪৪	৮৮

রোগীর বয়স

জরিপকৃত রোগীদের বয়স ০১ থেকে ৮০ বৎসর। অর্থাৎ বিভিন্ন বয়সের রোগীরা এই হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করতে আসেন। তবে বয়স্ক রোগীর সংখ্যাই বেশী যা ৪৮%। মাঝ বয়সী রোগীর সংখ্যাও কম নয় (৪৪%)। শিশু/কিশোর রোগীর সংখ্যা খুব কম। কারণ এই হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ নাই। তদুপরি পৃথক কোন শিশু ওয়ার্ড এখানে নাই।

Dhaka University Institutional Repository

রোগের ধরন

হাসপাতালে সেবা যারা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সার্জিক্যাল রোগীর সংখ্যাই বেশী যা ৫২%। সিজার থেকে শুরু করে অন্যান্য বড় ধরনের অপারেশন এই হাসপাতালে হয়ে থাকে। এখানে বেশ কিছু অভিজ্ঞ সার্জন রয়েছেন যাদের তত্ত্বাবধানে অনেক জটিল ধরনের অপারেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই হাসপাতালে সার্জিক্যাল ছাড়াও অনেক সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সেবার মান

সেবার মান সম্পর্কে ৯৬% রোগীই প্রশংসা করেছে। তারা সেবার মান ভাল বলেই জানিয়েছে। নেতিবাচক কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে কিছু সংখ্যক রোগী সেবার মান আরও ভাল হওয়া প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন।

ডাক্তারদের আচরণ

এই হাসপাতালের ডাক্তারদের আচরণে প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট। শতকরা ৯৮ ভাগ রোগী জানিয়েছে ডাক্তারা খুব ভাল আচরণ করেন, মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শোনেন এবং আন্তরিকভাবে তাদের সাধ্যমত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। ডাক্তারদের আচরণ খারাপ এমন কথা কেউই বলেননি।

আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা

হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা কেমন রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে ৭৬% রোগী ভাল বলে মন্তব্য করেছেন। রোগীদের মধ্যে ২০% মোটামুটি ভাল বলে জানিয়েছেন। তবে ৪% রোগী আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা নাই বলে জানিয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আরো আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করার জন্য কম বেশী সবাই মতামত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা হাসপাতালের একটি অপরিহার্য বিষয়। এটি অনেকটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। হাসপাতালের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে মতামত যাঁচাই করলে ৮৮% রোগী তাদের সন্তুষ্টির কথা জানায়। কেহই খারাপ বলে মন্তব্য করেনি। তবে কেউ কেউ আরো পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলেছেন।

হাসপাতাল সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত

হাসপাতাল সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। তবে উত্তর দাতাদের কেহই ঋণাত্মক মন্তব্য করেনি। অনেকেই গঠন মূলক পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের পরামর্শ গুলি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক. হাসপাতালে ডেন্টাল ইউনিট খোলা দরকার।

খ. ফিজিওথেরাপী ইউনিট আরো বড় করা দরকার।

গ. কেবিনে রোগীদের সময় কাটানোর জন্য পেপার পত্রিকা দেয়া প্রয়োজন।

ঘ. দায়িত্ব পালনে কেহ যেন অবহেলা না করে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে আরো সতর্ক থাকতে হবে।

ঙ. জরুরী রোগীদের আগে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরে কাগজ পত্র ঠিকঠাক করা দরকার।

চ. সার্বিকভাবে সেবার মান আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী

গবেষণার অংশ হিসাবে ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী এর সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপকৃত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সনঃ ২০০৩

২। একাডেমিক কর্মকান্ড শুরুঃ ২০০৪

৩। ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ	মোট
ছাত্র/ছাত্রী	৬৬	৫০	৫০	৫০	-	২১৬ জন

৪। বিভাগ সংখ্যাঃ ২০টি

৫। জনবলঃ

জনবল	অধ্যাপক	সহযোগি অধ্যাপক	সহকারি অধ্যাপক	প্রভাষক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মচারী	মোট
স্থায়ী	৭	৩	৩	২৩	৩৮	
খন্ডকালীন	১০	২	৩	-		
ভিজিটিং	৩	২	৩	২		

৬। টিউশন ফিঃ

টিউশন ফি	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ	মন্তব্য
টিউশন ফি (টাকা)	২৫০০/=	২৫০০/=	৩০০০/=	৩০০০/=	-	৫% ছাত্র/ছাত্রী কে হাফ ফ্রি দেয়া হচ্ছে

৭। হাসপাতালঃ মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন একটি পূর্ণাঙ্গ ১০০ বেডের হাসপাতাল রয়েছে। তদুপরি সেখানে রোগীদের আউটডোর চিকিৎসাও প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮। বাজেটঃ বিগত ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মোট আয় ছিল ১,৮৬,৪০,০০০/= টাকা এবং ব্যয় ছিল ২,২৮,৩৩,০০০/= টাকা। অতিরিক্ত অর্থ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। পরিচালনা পরিষদঃ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল টি পরিচালনার জন ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উক্ত পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজ সারা পৃথিবীতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। শোষণের হাতিয়ার রিবাহ্ তথা সুদকে বর্জন করে মুনাফা-লোকসান তথা লাভ-ক্ষতি ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামী ব্যাংক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছে। এই ব্যাংকের অন্যতম উদ্দ্যেশ ছিল শরীয়াহ্ মোতাবেক আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা। এতে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে, বিভিন্ন শ্রেণী-গোষ্ঠীর মাঝে অর্থ কুক্ষিগত করার প্রবণতা হ্রাস পাবে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সেই লক্ষ্যসমূহকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, মানুষ তার রক্ষক মাত্র। তাই আল্লাহর সৃষ্টিতে সকলের হক রয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর সকল সম্পদ সমাজের গুটি কয়েক লোকের হাতে গচ্ছিত থাকবে মহান আল্লাহপাক তা চান না। সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমেই সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ সম্পদই শহরের গুটি কয়েক বিত্তবান শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। তারা গ্রামের ৮০ ভাগ লোকের কথা চিন্তা করে না। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য ব্যাপক। যেমন জিডিপিতে গাজীপুরের অবদানের ৫০% আসে উৎপাদন খাত থেকে অথচ গাইবান্ধার উৎপাদন ক্ষেত্রে অবদান মাত্র ২%।[১] গ্রামের সিংহভাগ দরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন অসম্ভব। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ঐসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

---

[১] ড. আতিউর রহমান, প্রথম আলো, ১১ মে, ২০০৯, পৃ. ১১।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এনজিও নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে। আর এই ব্যাংকের মূল দর্শনই হচ্ছে সূদ মুক্ত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার মূল দর্শনের ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে।

দেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক সমূহের মধ্যে আইবিবিএল নেতৃস্থানীয় শীর্ষ ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। দেশব্যাপী ১৯৬ শাখার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় আস্থার সাথে সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। বিগত ডিসেম্বর ২০০৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকার বিপরীতে পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ৩৮০২ কোটি টাকা। ব্যাংকের আমানত ১৬৬৭৭.৭০ কোটি এবং বিনিয়োগের পরিমান ১৭৪০৫.৮০ কোটি টাকা। সর্বমোট ৯৩৯৭ জন জনশক্তি সার্বক্ষণিক কর্মরত আছেন। বর্তমানে মোট শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ৩৬২৭৭ জন।[২] আইবিবিএল এর গ্রাহক সেবার মান এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে দিন দিন আস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যা ব্যাংকটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে প্রেরণা যুগাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল উন্নয়নমূখী কর্মকান্ড মূলত: দুইটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রথমতঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিভিন্ন সেক্টরে সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকাকে করছে সচল। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সাদাকা তহবিল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য, বঞ্চিত, অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্নধরনের সেবা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

---

[২] Internet, e-mail: www.islamibank bd.com

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিম্নোল্লিখিত বিনিয়োগ ক্ষেত্র এবং কল্যাণমূখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ পরিচালনা করে আসছে। যেমন;

১. সাধারণ বিনিয়োগ কার্যক্রম:

ক. শিল্প খাত খ. বাণিজ্য খাত গ. রিয়েল এস্টেট ঘ. কৃষি (সার ও কৃষি উপকরণ) ঙ. পরিবহণ

২. কল্যাণমূখী বিনিয়োগ কার্যক্রম:

ক. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প খ. গৃহ-সামগ্রী বিনিয়োগ গ. ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ ঘ. পরিবহণ বিনিয়োগ ঙ. মোটর গাড়ি বিনিয়োগ চ. ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ ছ. ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ জ. কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ ঝ. গৃহায়ণ বিনিয়োগ।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলি পরিচালনা করে আসছে;

১. স্বাস্থ্য সেবা;

ক. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল খ. ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল গ. ভ্রাম্যমাণ চক্ষু শিবির ঘ. দাতব্য চিকিৎসালয়।

২. স্বাস্থ্য শিক্ষা;

ক. ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ খ. ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গ. ইসলামী ব্যাংক হেলথ টেকনোলজী ইনস্টিটিউট ঘ. ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

৩. কারিগরি শিক্ষা; ক. ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী।

৪. সাধারণ শিক্ষা:

ক. ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ খ. ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল ও কলেজ।

৫. মানবিক সাহায্য প্রকল্প

৬. ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

Dhaka University Institutional Repository

৭. অন্যান্য কার্যক্রম;

ক. বৃত্তি কার্যক্রম খ. মডেল ফোরকানিয়া মক্তব গ. বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ঘ. দু:স্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র।

৮. আর্ত-দু:স্থদের মানবিক সেবা কেন্দ্র।

৯. মনোরম ইসলামী ব্যাংক ক্রাফট্ এন্ড ফ্যাশন।

দেশের একটি বা দুইটি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করে অন্যান্য খাত ও পর্যায়ের জনগণকে অবহেলা বা নামমাত্র নজর দিয়ে কোন অর্থপূর্ণ উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়। উন্নয়নকে বহুবিধ খাতের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। একই সঙ্গে জনগণের সকল শ্রেণীর অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এজন্যে ইসলামী ব্যাংকগুলির বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্থ যোগান দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে। সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি দিলে দুইটি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন কাজ করে যাচ্ছে এবং ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ও হোল্ডিং কোম্পানিসমূহ বিশেষভাবে অমুসলিম দেশসমূহে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ করা হয়েছে পাকিস্তান, ইরান এবং সুদানে। এটাই মুসলিম দেশসমূদের সরকারগুলির নিকট জনগণের স্বাভাবিক দাবী এবং প্রত্যাশা, বেসরকারী খাতের উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদমুক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে আসলেই কেবল দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক কল্যাণ ও বিকাশ ঘটবে।

আলোচ্য গবেষণা লব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আইবিবিএল বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রদান করে। প্রকল্প গুলির মধ্যে গৃহ সামগ্রী, কৃষি সরঞ্জাম, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প এবং পল্লী উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ সাধারণ মানুষের মাঝে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আইবিবিএল থেকে বিনিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৮% এর বয়স ৩০ বছরের নীচে। এ থেকে বুঝা যায়, মূলতঃ যুবক/যুব-মহিলাগণ অধিক হারে বিনিয়োগ গ্রহণ করে নিজেরা সাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, বিনিয়োগ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৭% ভাগই শিক্ষিত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষিত বেকার লোকজন আইবিবিএল থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে নিজেরা আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে।

আইবিবিএল-এর বিনিয়োগ গ্রহণকারীগণ ধীরে ধীরে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের অন্যান্য পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নেও এগিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করছে। প্রায় ৭০% সুবিধাভোগী দৈনিক তিন বেলা তাদের পছন্দের খাবার খেতে পারছে। এটি একটি বড় সাফল্য। বাসস্থানের ক্ষেত্রে ৭২% লোক আধা-পাকা ঘর নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তারা সেনেটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। আগের তুলনায় প্রায় ২৬% লোক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারছেন। নিরাপদ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। আইবিবিএল থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের পর প্রায় ৩০% লোক নিজস্ব নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছে।যারা পূর্বে নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুযোগ পেতনা। এভাবে জীবন মানের প্রতিটি ইন্ডিকেটরের (সূচক) উন্নয়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগীগণ ধীরে ধীরে তাদের আত্মনির্ভশীলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ স্বল্প ব্যয়ে আধূনিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছে। সরকারের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল গুলি চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেবার মান ভাল থাকায় মানুষ হাসপাতাল সমূহে সেবা নিতে আগ্রহী হচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য রাজশাহীতে স্থাপন করা হয়েছে ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এটি অদূর ভবিষ্যতে একটি অনন্য বিদ্যাপিঠ হিসাবে স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হবে বলে ধারণা করা যায়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সহযোগি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তাদের কার্যক্রম ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করে চলেছে। তারা বিভিন্ন আয় বর্ধক কার্যক্রম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, মানব হিতৈষী কর্মকান্ড, নৈতিকতা শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ দুঃস্থ, অসহায়, অক্ষম মানুষ তাদের শেষ অবলম্বন হিসাবে ফাউন্ডেশনের আওতায় এসে নিজেকে কর্মক্ষম হিসাবে গড়ে তুলছে। এতে নিজেরা কর্মের মাধ্যমে সাবলম্বি হতে প্রয়াস পাচ্ছে।

পরিশেষে এটি বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বহু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সল্প সময়ে ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপি ইসলামী ব্যাংক সমূহের ভবিষ্যত সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে বর্তমানে যেমন ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে, আশা করা যায়, আগামী দিনেও এই প্রতিষ্ঠানটি আরো ব্যাপক ভিত্তিতে সেবা প্রদানের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সুপারিশমালা

আইবিবিএল কে আরো আধিক কার্যকর, গতিশীল ও যুগপোযোগী করে গড়ে তুলতে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা গুলো উপস্থাপন করা হলোঃ

১. বাংলাদেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। ঐ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। গ্রামাঞ্চলের জনগণকে সার্বিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইবিবিএল এর কার্যক্রম দ্রুত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

২. দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিও সমূহ কাজ করে যাচ্ছে। ঐ সকল এনজিও-র প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে অধিকহারে সুদ আদায় করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করা। পক্ষান্তরে আইবিবিএল এর লক্ষ্য হচ্ছে সুদ প্রথা বিলোপ করে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যবস্থা পরিচালনা করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। সুতরাং আইবিবিএলকে অন্যান্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হলে সুষ্ঠুভাবে সমস্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে নজরদারী জোরদার করতে হবে।

৩. দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্যাবস্থার অবনতি হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বহু বেসরকারী সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের নামে তাদের ঈমান ধ্বংস করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী এলাকায় কর্মরত এসব সংগঠনের অধিকাংশই বিদেশ-ভিত্তিক অথবা বিদেশী তহবিলের উপর নির্ভরশীল। ঐসকল সংস্থা গুলো বিদেশীদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে থাকে। দরিদ্র জনগণকে পোশাকী সাহায্যদাতা এইসব সংস্থার অনেকেই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সুস্থ সনাতনি মূল্যবোধের উপর আঘাত হানছে এবং বিজাতীয় মানবতা বিরোধী ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা প্রচার করে এ দেশের নিরীহ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঈমানকে ধ্বংস করছে। তারা ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক মৌলিক সামাজিক কাঠামো ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। তাই দেশের দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে নারী সমাজকে বিজাতীয় ও ইসলাম পরিপন্থী এসব ধ্যান-ধারণার প্রকোপ থেকে রক্ষা এবং তাদের ঈমানকে বাঁচানোর জন্যে আইবিবিএল যথাযথ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পারে। এসংক্রান্ত নানাবিধ প্রকল্প তারা গ্রহণ করতে পারে।

৪. দারিদ্যের সুযোগ নিয়ে অনেক বেসরকারী সংস্থা যেমন, আরডিআরএস ও কারিতাসের মত বহু সংস্থা খৃষ্টবাদ প্রচারের চূড়ান্ত লক্ষ্যে তথাকথিত মানবিক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে। সীমান্ত জেলাগুলো এবং সংখ্যালঘু ও উপজাতীয় জনগণের মাঝে তারা তাদের কর্মকান্ড কেন্দ্রীভূত করেছে। তারা মানুষকে ধর্মান্তর করছে এবং দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আইবিবিএলকে আরো ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

৫. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক রকম নয়। তাই বিভিন্ন এলাকার জনগণের অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ গ্রহণে আইবিবিএলকে উদ্দ্যোগী হতে হবে।

৬. এলাকা ভেদে মানুষের জীবন এবং জীবিকার ভিন্নতা দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে পাহাড়ী এলাকা, দক্ষিণাঞ্চল, উত্তারঞ্চল প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে জনজীবনে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয় গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের কর্ম সংস্থানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দক্ষ কর্মী বাহিনী যোগান দিতে কারিগরী/বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) শিক্ষার বিস্তারে আইবিবিএল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

৮. এদেশের যে সব নারী শ্রমিক বিদেশে গৃহকর্মের চাকুরীতে যায় তাঁদের ভাষাগত, খাদ্যাভ্যাসগত সমস্যা রয়েছে। কারণ তাঁদের বেশীরভাগই অশিক্ষিত। সরকারের পাশাপাশি অইবিবিএল তাঁদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ঐসকল বিদেশ গমনেচ্ছু নারী শ্রমিকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

৯. বিদেশে নারী শ্রমিকগণ যে সকল সমস্যার সম্মুখিন হয় তার দ্রুত সমাধানের জন্য আইবিবিএল সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের ব্যাংকিং শাখার মাধ্যমে একটি হেল্প লাইন সার্ভিস চালু করতে পারে।

১০. দেশের যুব সমাজের বেকারত্ব ঘোচাতে এবং সমাজের বোঝা না হয়ে অনেকে কর্মসংস্থানের উদ্দ্যেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেতে উদগ্রীব। এদের অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলেও অধিকাংশের বেলায় বিপরীত চিত্র দেখা যায়। যার ফলে তারা নানা হয়রানীর শিকার হয়। এক্ষেত্রে আইবিবিএল মধ্যপ্রাচ্যসহ যে সব দেশে ইসলামী ব্যাংক আছে সে সব দেশে ব্যাংকের মাধ্যমে কিছু জরুরী প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

১১. শিক্ষাকে উন্নয়নের মূল হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে আইবিবিএল প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে পারে। তদুপরি ইসলামিক এবং নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ণ এবং বিস্তারে আইবিবিএল কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

১২. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পকে ব্যাপক সম্প্রসারণ করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করা যায়।

১৩. এই প্রকল্পের বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার হ্রাস করা প্রয়োজন। এতে দরিদ্র জনগণ আরো উপকৃত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪.প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের সময় অস্থায়ী এবং ভবঘুরেদেরকে সদস্য করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

১৫. বিভিন্ন প্রকল্পের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে গ্রাহক নির্বাচন করতে হবে।

১৬. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বিচার করার আগে বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বিচার করতে হবে।

১৭.বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকগণকে তথা সাধারণ জনগণকে সার্বিক ও যথার্থ জ্ঞান প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য গ্রাহক সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, হ্যান্ডবিল, লিফলেট, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৮.পণ্য ক্রয় ও সরবরাহের জন্য শাখাসমূহে পৃথকভাবে ক্রয় বিভাগ গঠন অথবা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সরাসরি ক্রয় কর্মকর্তা নিয়োগ কিংবা সৎ ও আমানতদার ক্রয় প্রতিনিধি নিযুক্তসহ এ বিষয়ে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৯.দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন।

২০. ব্যাংকের শাখায় নয়, বরং সুবিধাভোগীদের এলাকায় অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করে বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২১. গ্রামাঞ্চলে জনগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভাজন করে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে আইবিবিএল হালাল-হারাম, সুদ-মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে পারে।

২২. সাহায্য ও ঋণ নির্ভর প্রক্রিয়ার মতো সংকীর্ণ গন্ডিতে দারিদ্র্যের বিষয়টি আবদ্ধ থাকায় সত্যিকারের দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দারিদ্র্য হ্রাসের পদ্ধতি পরিবর্তন করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের বাস্তবতা উপলব্ধি করে এর সঙ্গে সংগতি রেখেই দারিদ্র বিমোচনকে অর্থবহ

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে। তাই সমাজ ব্যবস্থা না বদলালে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য কমানো যাবে না। এ জন্য অবশ্যই ভূমিসংস্কার, কৃষিসংস্কার এবং শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে হবে । এক্ষেত্রে আইবিবিএল বাস্তবধর্মী উদ্যোগ নিতে পারে।

২৩. দেশের অর্থনীতিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সঠিক ও সহজ পদ্ধতিতে অর্থায়নের অপর্যাপ্ততা বা অভাব নারী উদ্যোক্তাদের সামনে বড় সমস্যা। তাই এ ক্ষেত্রে আইবিবিএল নারী উদ্যোক্তাদের পরামর্শক্রমে তাদের চাহিদা মাফিক ঋণ প্রকল্প চালু করতে পারে।

২৪. কৃষিই আমাদের উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। কৃষি, কৃষিপণ্য এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ব্যাপক উন্নয়ন ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। তাই কৃষি ঋণ বিতরণে আইবিবিএলকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ঋণ খাত চালু করে নতুন ঋণ গ্রহীতাকে উৎসাহিত করতে পারে।

২৫: গ্রামাঞ্চলে দাদন ব্যবসায় প্রান্তিক চাষীদের অন্যতম সমস্যা। এখনও এই সকল প্রান্তিক চাষী ব্যাংক ঋণ নেওয়াকে ঝামেলা মনে করে দাদন ব্যবসায়ীদের কাছেই ঋণ নিয়ে ফসল বিক্রি করে। ফলে তারা নায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ সমস্যা সমাধানে মৌসুম শুরুর সময় আইবিবিএল সহজ শর্তে কম মুনাফায় ঋণ এবং বীজ দিয়ে সহযোগিতা করলে তাদের আর দাদনের টাকা নিয়ে ঠকতে হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থ

ক. আরবী

১. আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ্; ২৭৫।

২. আল-কুরআন, সুরা হাদীদ ঃ ২৭।

৩. আল-কুরআন, সুরা-আরাফ ঃ ৩২।

৪. আল-কুরআন, সুরা জা-ছিইয়াহ ঃ ১৩।

৫. আল-কুরআন, সুরা জুমুআহ্ ঃ ১০।

৬. আল-কুরআন, সুরা-নিসা ঃ ২৯।

৭. আল-কুরআন, সুরা যা-রিইয়াতঃ ১৯।

৮. আল-কুরআন, সুরা হিজর ঃ ২০।

৯. আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ্ ঃ ২৯।

১০. আল-কুরআন, সুরা হুদ ঃ ৬।

১১. আল-কুরআন সুরা মায়িদা-৮৮।

১২. আল-হাদিস, সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং-১১২৭।

১৩. আল-হাদীস, ইব্ন মাজাহ্, কিতাবুল তিজারাত, হাদীস নং-২২৬৬।

১৪. আল-হাদীস, মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৮২৮৬।

খ. বাংলা

১.আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান; সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৬।

২. আলম, এ. জেড. এম. শামসুল; ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ ও ফজলে রাব্বি; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

৪. আল খাতিব, ফুয়াদ আব্দুল হামিদ; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫. আল হুকুমিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৩৫।

৬. ইসলাম, মুহাম্মদ কামরুল; অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪।

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ১৯৮২।

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খন্ড, ১৯৮২।

৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২তম খন্ড, ১৯৮২।

১০. উদ্দিন, মোঃ হাফিজ, আখতারুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম; আধুনিক ব্যাংকিং (নীতি ও পদ্ধতি), দি এনজেল পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৯২।

১১. কানযুল উম্মাল ও জামে সগীর।

১২. চৌধূরী, ড. মোঃ আব্দুল মান্নান; ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা; তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কারেন্ট বুক সেন্টার, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮।

১৩. জামান, ড. হাসান; ইসলামী অর্থনীতি, ৩য় সংস্করণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।

১৪. ফরিদী, মুহাম্মদ ইসহাক; সুদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪।

১৫. ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, খন্ড-৭।

১৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী; সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ; ৩।

১৭. মান্নান, ড. এম. এ.; ইসলামী অর্থনীতি- তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকোনোমিক রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৩।

১৮. মুস্তাদ্‌রাকই-হাকিম।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. মুহাম্মদ, কাজী দীন; বর্তমান সংস্কৃতি ও বিশ্ব শান্তির দিশারী মুহাম্মদ (সাঃ), সীরাতুন্নবী (সাঃ), জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮।

২০. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার; বাংলার আর্থিক ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১।

২১. রূহুল মা'আনী, ২৪তম খন্ড: আল-বাহ্রুল মুহিত, ৭তম খন্ড।

২২. রহমান, মাওলানা হিফজুর; ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০।

২৩. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর; আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, ২য় সংস্করণ, খায়রূন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

২৪. রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর; ইসলামের অর্থনীতি, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

২৫. রহমান, মোঃ মুখলেছুর; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়াহ বোর্ড, ঢাকা, জুন ২০০৪।

২৬. রহমান, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর; দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ, স্টাডি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২।

২৭. শফী, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ; ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা, ফরিদ উদ্দিন মাসউদ অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯।

২৮. শামসুদ্দোহা, মুহাম্মদ; ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা, ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪।

২৯. সিকদার, মোঃ জহিরুল ইসলাম; ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩।

৩০. হুসাইন, মুহাম্মদ শরীফ; ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটিড, ১৯৯৬।

৩১. হুসাইন, মুহাম্মদ শরীফ; সুদ, সমাজ, অর্থনীতি, আইআইআরবি, ঢাকা, ১৯৯২।

৩২. হক, এ.কে.এম ফজলুল ও আব্দুল গোফরান; ইসলামী ব্যাংকিং, নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতি, প্রকাশনায়- মিসেস লুৎফুন্নেছা হক ও মিসেস ফরিদা ইয়াসমীন, ঢাকা, ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ইংরেজী

১. Aristotle's Politics, Book 1, Chap X.

২. Fakrul, Ahsan, A.S.M.; Text Book On Islamic Banking. IERB, 2003.

৩. Hart, M.H. the 100; A Making of the most influential Persons in History. New York, 1978.

৪. Hoque, Dr. Ataul; Reading in Islamic Banking, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987.

৫. Islam, Zohurul; Islamic Economics. Islamic Foundation Bangladesh. Dhaka, 2001.

৬. Khan, Abdul Jabbar; Non Interest Banking in Pakistan. Royal Book Company, Pakistan. 1991.

৭. Masuod, Moulana Fariduddin; Worker's Right in Islam. 1st ed. Islamic Foundation, Dhaka, 1987.

৮. Plato, Laws, Book. V.

৯. Presley, John R.; Islamic Banking Operations. Directory of Islamic Financial Institutions. Presley, John R., ed. 1988.

১০. Sethi, T.T. Money, Banking and International trade, S. Chand and Company Ltd. Ram Nagar, New Delhi, India, 2001.

সাময়িকী

ক. বাংলা

১. আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RDS) ম্যানুয়েল, ঢাকা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

২. আখতারুজ্জামান, ড. মোঃ; ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিঃ একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬।

৩. আখতারুজ্জামান, ড. মোঃ; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পদ্ধতিভিত্তিক (Mode) বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭।

৪. আহমাদ, হাফিজ মুজতাবা রিজা, মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা: একটি সমীক্ষা, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি, জানুয়ারী-জুন, ২০০৮, ২ (১)।

৫. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ঢাকা, ২০০১।

৬. ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৫ সংখ্যা।

৭. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫।

৮. ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫।

৯. বিবিএস, ২০০২।

১০. ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল; বিশ্বায়ন: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, Thought on Economics Vol. 15. No.4. 2005.

১১. চাপরা, ডঃ এম, ওমর; ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা, মোঃ শরীফ হুসাইন অনূদিত, ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৯।

১২. বার্ষিক প্রতিবেদন; ২০০৫, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা।

১৩. বুখারী শরীফ।

১৪. মান্নান, মোহাম্মদ আব্দুল; ইসলামী ব্যাংকিংঃ সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, ইসলামী ব্যাংক জার্নাল, ঢাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. রহমান, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর; ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল, ২০০৫।

১৬. লিফলেট; কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, প্রকাশনায়- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।

১৭. হক, এম আযীযুল; ইসলামী ব্যাংক: শরীয়াহ কাউন্সিলের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংকিং, আইবিবিএল, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

১৮. হক, মোঃ ওবায়দুল; ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অগ্রগতির ৮ বছর, দৈনিক সংগ্রাম (বিশেষ ক্রোড়পত্র), আইবিবিএল এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ঢাকা।

খ. ইংরেজী

১. Ahmed, Seraj; Depositors Attitude, towards the criteria for choosing a specific Bank; A Comparative Study between Conventional and Islamic Bank, Thought on Economics, Vol. 16. No. 2. IERB. Dhaka, 2006.

২. Ahmad, Ziauddin; Interest- Free Banking. In: Journal of Islamic Banking and Finance. Dhaka, 1987, Vol. 4, No. 1.

৩. Ausaf, Ahmad; Development and problems of Islamic Banks. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute. Dhaka, 1987.

৪. Ahmad, Ziauddin; Concept and Models of Islamic Banking; An Assessment. IIIE, Pakistan, 1984.

৫. Ali, Zaidi Nawazish; The need and Economics of Cooperation Among Islamic Banks. In: Thought on Economics, Dhaka, 1987, Vol. 8, No. 2.

৬. A.G.N. Kazi; Islamic Banking in Perspective, Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, 1984, Vol. 1 No. 3.

৭. Abdul Moneim M. Badr; Concept of Development in Islam. Dimensions of Development in Islam. IERB. 1991.

৮. Ara, Dilshad; Banking in Islam- Genesis and Development from Historical Perspective, Hamdard Islamicus, Vol. XXIII, April- June, 2005.

৯. Boom Bowark. Capital and interest, v. I. 1954.

১০. Banking Regulation Act, 1949, India. (Sec. 5 B)

১১. Bashir, B.A; Portfolio Management of Islamic Banks. Doctoral Dissertation, Ph.D., University of Lancaster, Wetherby, England. 1982.

১২. Bashir, B.A; Portfolio Management of Islamic Banks: Certainty Model. In: Journal of Banking and Finance, Amsterdam, 1983.

১৩. M. Umer Chapra; What is Islamic Economics? Islamic Research and Traning Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1996.

১৩. Hassanuz Zaman, S.M., Definition of Islamic Economics, Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Winter, 1984.

১৪. Hussain, Kayser, Dr. Muhammad; Prospect of an Islamic Banking System at National and International Levels, Thoughts on Islamic Banking, IERB, Dhaka, 1982.

১৫. Huq, Dr. Ataul; Interest-Free Banking System- Its Objectives, Constraints and Prospects in a Poor Country Like Bangladesh, Thoughts on Islamic Banking, IERB, Dhaka, 1982.

১৬. Hussain, M. Sharif (eds), Islami Banking and Insurance, IBBL, Dhaka, 1990.

১৭. Iqbal, Zubair and Mirakbor Abbas; Islamic Banking: Major Issues of Transition. Journal of Islamic Banking and Finance. 1987, Vol. 4, No. 4.

১৮. Islami Bank 24 Years of progress (Dhaka, Islami Bank Bangladesh Limited, February 2007).

১৯. Imamuddin, Dr. S.M.; A Historical Background of Modern Islamic Banking, Thoughts on Islamic Banking, IERB, 1982.

২০. Imamuddin, Dr. S.M.; Some aspects of Banking in medieval countries (661-1258 AD), Thoughts on Islamic Economics, IERB, Dhaka,1982.

২১. Imperial Dictionary.

২২. Internet, e-mail; www.islamibank bd.com

২৩. Islamic Finance; Islamic Finance Bulletin, Central Shareah Board of Islamic Banks of Bangladesh, 2nd Issue, May 2005.

২৪. Imamuddin, S.M; Bayt al-Mal and Banks in the Medieval Muslim World. In: Islamic Culture, 1960, Vol. 34(1).

২৫. Khadem, Md. Atiqur Rahman Khan, Islamic Banking, v.s., Conventional Banking. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৫।

২৬. Mahmud, Ahmad Shaikh; Banking in Islam, Muslim News International, 1969, Vol. 8(1).

২৭. Mohsin, Mohammad; A profile of Riba Free Banking. Monetary and Fiscal Economics in Islam. ICRIE, Jeddah. 1982.

২৮. Mahmud, Ahmad Shaikh; Banking in Islam. In: Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, 1985, Vol. 2.

২৯. Sadeque, Muhammad; Component of Islamic Banking, Thoughts on Islamic Banking, IERB, Dhaka, 1982.

৩০. Sharif, M Raihan; Islamic Banking: Environment, Conception and Methodology, Thoughts on Islamic Banking, IERB. 1982.

৩১. Uddin, Md. Seraj; Depositors Attitude Towards the Criteria for Choosing A Specific Bank; A Comparative Study between Conventional and Islamic Bank. Thoughts on Economics, 2006, Vol. 16. No. 2. IERB, Pp. 10-47.

৩২. Younus, Dr. Mohammad; Rural Development Scheme of Islami Bank Bangladesh Limited, Published in the Daily Sangram (special edition), 31 July, 1995.

দৈনিক পত্রিকা

ক. বাংলা

১. প্রথম আলো, ০২ জুলাই ২০০৭।

২. প্রথম আলো (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০০৮।

৩. মোমেন, আবুল; শিকড় থেকে শিখরে, প্রথম আলো, দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, ২০০৮।

৪. খান, ডঃ আকবর আলী; বিশ্বায়নের মুখোমুখি বাংলাদেশ, প্রথম আলো, দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, ২০০৮।

৫. রহমান, ড. আতিউর প্রথম আলো, ১১ মে, ২০০৯।

৬. রহমান, ডঃ আতিউর; জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র ও উন্নয়, প্রথম আলো, দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, ২০০৮।

৭. ফেরদৌস, হাসান; একপা সামনে, দেড় পা পেছনে, ফেরদৌস, প্রথম আলো, দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী,২০০৮।

৮. হক, মোঃ ওবায়দুল; ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অগ্রগতির ৮ বছর, দৈনিক সংগ্রাম (বিশেষ ক্রোড়পত্র), আইবিবিএল এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০০৮।